রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র ।

রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র ।

যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে ।

একব্বর বাদসাহের আমলে ।

রাম রাম বসুর রচিত ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।

১৮০১

রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র।

এ বঙ্গভূমিতে বাজা চন্দ্রকেতু (১) পৃভৃতি অনেক২ রাজাগণ উদ্ভব হইযাছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নামমাত্র শুনা যায় তদব্যতি-রেক তাহাবদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রশঙ্গ শ্রবণ করে আনুপূর্ব্বক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহাব বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় (২) গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গরূপে সাম্দাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বক জানিতে আকিঞ্চন কবিলেন এজন্য যে মত আমার শ্রুত আছে, তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।

এ প্রশঙ্গের আদি এই রামচন্দ্র (৩) নামেতে একজন বঙ্গজ কায়স্থ পূর্ব্বদেশ নিবাসী আপন রোজগারের চেষ্টায় দেশান্তরি হইয়া পাটমহল (৪) পরগণায় অবস্থিতি করিলেন এবং সেই স্থানে বিবাহ করিলেন তাহার শ্যালকেরা সরকার সপ্তগ্রামের (৫) কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল রামচন্দ্রও তাহারদের সমিভ্যারে দপ্তরখানায় যাতায়াত করিতে২ সর্ব্বত্রে পরিচিত হইলেন রামচন্দ্র ক্ষমতাপন্ন লোক অতএব ঐ দপ্তরে তিনি ও মুহরিগিরি কার্য্যে প্রবত্ত হইলেন।

এইমতে কতককাল গত হইলে রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে২ তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহারদের জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুনানন্দ কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাতা আপনাদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মুর্ত্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র শিবানন্দ অধিক ক্ষমতাপন্ন।

কাননগো দপ্তরে আপন বাপের প্রষ্ঠে কার্য্যকর্ম্ম করিতেছিল ইতিমধ্যে সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল তাহার সহিৎ শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে হইতে উৎখ্যাত হইয়া গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন।

সে সময়ে গৌড়ে বাদসাহি কোট বাঙ্গালা ও বেহারের খালিসা সেই স্থানে তাহার অধিবক্ষ্য নবাব ছোলেমান গররানি (৬) নাম পাঠান ছোলেমানের পূর্ব্বাবধি কিছু এমত ঐশ্বর্য্য ছিল না দৈবক্রমে তাহারি কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িশ্বা তিন সবাব কর্ত্তা হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যমন্ত হইয়াছিল তাহার বিবরন এই।

যেকালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল একারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত্ত গোষ্ঠী তাহার অনেক গুলিন সন্তান তাহারদের আপনার মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিৎ ছিল (৭) ইহাতে সুবাজাতের তহশিল আগাদা কিছু হইয়াছিল না।

এই অপকাশ ক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্জা করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন এবং দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিন সবাব কতৃত্ব নিস্করে করিলেক ইহাতে ভাণ্ডারাবধি ধনে পরিপুর্ন্ন করিলেন।

পরে হোমাওু সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন তৎকালিন ছোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া একব্বর বাদসাহের সহিৎ সাক্ষাত করিলে সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রেহে অনুগৃহীত হইয়া (৮) ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্র বিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ হইয়া পুনরায় আপন স্থান গৌড়ে বাহুড়িলেন তাহাতেই মহা ঐশ্বর্য্যেতে সুবাদারি করিতেছিলেন।

সেইকালে রামচন্দ্র আপনার তিনপুত্র সাতে করিয়া সপরিবারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন কএক দিবস বাসা করিয়া তিষ্ঠিয়া নজর দিয়া ছোলেমানের সহিৎ দেখা করিলে তাহার পুত্রেরদের আরজদাস্ত আনুযায়ি কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন এবং সেইদেশে ঘর দ্বার করিয়া বসত্ত বাস কবিলেন।

ইহাবদের তিন ভ্রাতার মধ্যে শিবানন্দ বড় চালাক সদা সর্ব্বদা কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায় ছোলেমানের নিকটাবর্ত্তি হইতেন তাহাতে ছোলেমান শিবা-নন্দকে জ্ঞাত ছিল কাননগো দপ্তরের কর্ত্তা যে ছিল তাহার পরলোক হইলে শিবানন্দ ছোলেমানের অনুগ্রহেতে সেই দপ্তরের কর্ত্তা হইলেন (৯) ছোলে-মান শিবানন্দকে সন্মান করিয়া খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।

সেই হইতে শিবানন্দের বৃদ্ধি পর২ উন্নতির বাহল্য হইল কার্য্যের আঞ্জাম করাইতে ছোলেমান শিবানন্দকে বিস্তর২ সম্ভ্রম করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ইহারদের ভাগ্য উদয়ের আরম্ভ। একবৎসর এই মতে গত হইলে ছোলেমানের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ বাজিদ কনিষ্ঠ দাউদ শিশু পাঠদসায় পাঠসালায় পারসি ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করেন।

শিবানন্দের ভাইপো দুইজন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরি ভবানন্দের পুত্র মধ্যম জানকীবল্লভ গুনানন্দের পুত্র এই দুই ভ্রাতা প্রায় সমান বয়স। শিবানন্দ তাহারদের দুইজনকে ও দাউদের পাঠসালায় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবত্ত

করিয়া দিলেন এইমতে সে দুই কুমার নবাব জাদার সহিৎ লেখা পড়া করেন একত্তরেতে খেলান ও বেড়ান। আস্থে২ নবাব জাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল তিনজনে বড়ই প্রিত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না।

একদিন দাউদ কহিলেন ইহারদিগের দুই ভ্রাতাকে আমি যদি বাদ-সাহ হইব তবে তোমারদিগকে ওজির করিব এই দৃঢ় আমার পন আমার যে কার্য্য হইবেক তাহারি নায়েব তোমারদিগকে করিব ইহার অন্যথা হইতে পারিবেক না। এইমতে বাল্য ক্রীড়া ও লেখা পড়া ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করাতে সুখভোগে কালযাপন করিতে ছিলেন। ইহাতে ব্যাপক কালগত হইল।

ইতিমধ্যে ছোলেমানের মরণ হইলে বাজিদ তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র তিনিই সুবাদারি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এতৎকালে ছোলেমানের জামাতা হসো বাজিদকে সংহার করিয়া আপনি এক সপ্তাহ সুবাদার ছিলেন তন্মধ্যে ছোলেমানের সরদার আমির লুদি নামে একজন দক্ষিণে থাকিত সে আসিয়া তলোয়ারের চোটে হসোকে নিপাত করিয়া ছোলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদকে সুবাদারি আসনে বসাইল। (১০)

দাউদ নবাব হইলে এ দুই ভ্রাতাকে খেতাব ও খেলাতেতে সম্ভ্রান্ত করিয়া কার্য্য প্রাপ্ত করাইলেন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য (১১) খেতাব দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুক্ষ্য পাত্র কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া খানসামানির দেওয়ান করিলেন। দুই ভ্রাতাকে দুই প্রধান কার্য্য প্রাপ্ত করিয়া পরমাল্হাদিত করিলেন। দাউদ সুবাদার হইয়া অতি ন্যায়তে প্রজা লোকেরদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার ও তাহারদের প্রতিপালন অনুগত তোষন বৈরি বিমর্দ্দন করণেতে সর্ব্বত্রে তাহার সুখ্যাতি ব্যাপক হইল।

প্রজা ও চাকর লোক ও শৈন্য সমস্ত অনুগত অল্প কয়েক বৎসর যায় সময়ানুরূপে দুষ্টমতি প্রবিষ্ট হইল আসিয়া দাউদের অন্তরে তাহাতে দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া নানান কুজ্ঞান উদয় হইলে আপন মনে বিচার করিল। সর্ব্বত্রে আমার সুখ্যাতি ও প্রজালোক ও চাকর ও শেনাগণ সমস্তই অনুকুল এবং দিল্লীশ্বর বাদসাহ আমার নিয়ম মতে কর ও শওগাত দাখিল করণেতে তুষ্ট। অতএব এখন আমার সামন্ত প্রচুর দিল্লিতে আমার কর দেওনের আবশ্যক নাই ধন ভাণ্ডার পরিপূর্ন্ন এবং আর কতক অর্থসঞ্চয় করিতে পারিলে তাহা দিয়া শেনা রাখিব তবে যদি দিল্লিপতি অন্যায় করিতে প্রবত্ত হএন আমিও তদনুযায়ি করিলে ক্ষেতি কি। এ কিছু অপ্রকৃত কার্য্য নহে। এ হেঁদুর দেশ তাহারদের অধিকার। মোছলমানেরা আপন পরাক্রমে এ রাজ্য করতল করিয়াছেন। দিল্লিপতি মোছলমান আমিও সেই জাতি। তবে তিনিই বা কিমার্থে আমার কাছে কর লএন এবং আমি বা কেন তাঁহাকে কর দেই তাঁহার নামে সিক্কা মারা যায় এবং তিনি তক্তে বসেন আমি তাঁহার দাস মত এ কি অসঙ্গত কার্য্য। তাঁহাকে আমি আর কর দিব না। (১২) থানাজাতে শৈন্য মুরচাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মলুকে কতৃত্ব করিব।

এইমত আসন্নকালে বিপরিত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল দিল্লির কর ও শওগাত এক কালিন বন্দি করিয়া আপন অধিকার তিন সুবা ওৎপন্নীয় ধন দিয়া শৈন্য প্রচুর রাখিয়া থানাজাতে মুরচাবন্দি করিল আট দশ বৎসরাবধি ধন সঞ্চয় করিল ও শৈন্য সামন্তের বাহল্য।

বহুকাল ক্ষেপনের পরে ঠাওরাইল আপন নামে শিক্কা মারে ও বাদসাহি তক্ত গৌড়ে নির্ম্মান করে। তাহার সামিগ্রি নানা বর্ন্নের প্রস্তর পুঞ্জ২ আনাইল এবং বহু সামন্ত একত্তর করিল একয়াই তিন লক্ষ। আসোয়ার লক্ষার্দ্ধ তবকি তোবচিন ইত্যাদি দেড়লক্ষ এই তিন লক্ষ

শেনার পতি এবং সহস্রং২ ভাণ্ডারাবধি পরিপূর্ণ ধন এবং সমস্ত সামন্ত শেনাপতি যুক্তে দুই দিগের থানায় শৈন্য পাঁচিয়া রাখিল অর্দ্ধ পশ্চিম উত্তরে আর অর্দ্ধ দক্ষিণে এ দুই থানায় অতি সাবধান রূপে চৌকি রাখিল যে কোন ক্রমে ভিন্ন শৈন্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

এই বাদসাহি ও এই ধন ও এই মত শৈন্যের বাহল্যতা দেখিয়া দাউদ বিষয়মদে মত্ত হইয়া অতিশয় অহংকৃত হইলে ভবানন্দ মজুমদার ভীত হইলেন বিবেচনা করিলেন দাউদ অহংকৃত হইল, অতএব ইহার বিরুদ্ধ দশার আরম্ভ। এই ইহার শৌভাগ্য অন্তের প্রাককাল এখন আর ইহার নিকটা-বর্ত্তি সপরিবারে থাকা নহে।

আপনার ভ্রাতৃ সহিৎ মন্ত্রণা স্থির করিয়া মহারাজাকে ডাকিয়া নিভৃতে কহিলেন। বাপুরে শ্রীহরি এ দিগে আইস এবং আমার পরামর্শ শুন ও পরিগ্রহ কর তাহা। এই যে দাউদকে দেখিতেছ এখন ইহাকে দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া দুবৃত্তি আচরণ করাইলেক। রাজ্যগর্ব্ব ধন-গর্ব্ব শৈন্যগর্ব্ব মদে ইহাকে মত্ত করিয়া অতি অহংকৃত করিয়াছে অতএব ইহাব নিস্পত্তি হইতে পারে না। অল্পকালে ইহার পতন হবে। দেখ দিল্লির বাদসাহ একব্বর যাহাকে হেন্দোস্থানে না মানে এমত লোক নাহি ইনি গড় চিতোর পৃভৃতি সমস্ত রাজা গণের মান্য তাহারা ইহার করতল। এ কোন বস্তু তাহার সম্মুখে। মুহুর্ত্তেকে ইহাকে নিপাত করিবে এখন সপরিবারে ইহার নিকটাবর্ত্তি থাকলে সঙ্কটাপন্ন হইতে হবেক। আজি পর্য্যন্ত তোমারদের কতৃত্ব এ প্রদেশের উপর আছে নিভৃতি রম্য স্থান অন্বেষণ করিয়া সেইখানে ঘর দ্বার করহ যে এ সময় তাহাতে সামান্য সবান্ধব বর্গের সহিৎ সপরিবারে থাকা যায় পরে কার্য্যের গতিক বুঝিয়া যে কর্ত্তব্য হয় করিতে পারিবা নতুবা ইহার পাপে সপরিবারে সমস্ত মজা যাবে।

কুমারেরা দুই ভ্রাতা ও বৃদ্ধেরা তিন সহোদর এই পরামর্শ স্থৈর্য্য করিয়া দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইয়া নিভৃতি স্থান অন্বেষণ করিতে ২ দক্ষিণ দেশে যশহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারী দক্ষিণ সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারি ছিল (১৩) সে নিঃসন্তান মরিয়াছে অতএব তাহা বেওয়াবিস স্থান কঠিন তটে গতায়াতের পথ নাই নদী নালা পরিপূর্ণ ঘোর অরণ্য স্থান ডাঙ্গায় নানা প্রকার হিংস্রক জন্তু ব্যাঘ্র ভালুক গণ্ডার মহীষ দান্তাল স্থকর ইত্যাদি হিংস্রক বনপশু। নদী পরিপূর্ণ বৃহত্তকায় ২ কুম্ভীর অতি ভয়ানক ও দুর্গম স্থান ঘোর জঙ্গল তাহার নাম বাদাবন।

সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলে তাহাই সকলের পছন্দ হইল সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে২ পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এ মত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্যে স্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরির আরম্ভ হইল সদর মফসল ক্রমে তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলাগঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর ও বাগ বাগিচা। এই মতে সে স্থানে অতি শোভান্বিত দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়াব হইল। তৎপরে ভবানন্দ মজুমদার আপন মন্ত্রিগণ সহিৎ সে স্থানে যাইয়া দেখিলেন বিলক্ষণ রম্যস্থল তাহাতে স্থিতি করিতে তাহার মন প্রকাশ হইল। আপনি তথায় অবস্থিতি করিয়া গৌড়ের বাটীর রত্ন ও আর২ সামুদায়িক দ্রব্য যে কিছু গৌড়ে ছিল ও সবান্ধব বর্গ পরিজন লোক দরোবস্ত বৃহত২ নৌকা যোগে যশহর আনয়ন করিয়া শুভলগ্নে পরিজন লোক সমেত গৃহ প্রবেশ করিলেন। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ ও শিবানন্দ কাননগো এই তিন ভিন্ন আর সমস্তেরি অবস্থিতি যশহরে হইল ইহারা তিন ব্যক্তি গৌড়ে বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায় থাকিলেন।

এই মতে পাঁচ সাত বৎসর গত হইল তৎপরে দিল্লির বাদসাহ একব্বর বাদসাহ মহা প্রদপ্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত তাহার কর্ন্ন গোচর হইল যে গৌড়ের সুবাদার দাউদ চির কালাবধি নষ্টতা করিয়া কর দেয়না এবং যে কেহ এখান হইতে খাজানার তাকিদে যায় তাহাকে মারিয়া ফেলে কি কি করে তাহার অন্বেষণ পাওয়া যায় না সেনা অনেক জমা করিয়াছে ধন ততোধিক বিচার করিয়াছে এখানে আর কর দায়ী না হইয়া আপনি সেই স্থানে বাদসাহি তক্ত গঠন কবে ও শিক্কা নিজ নামে মাবে এই প্রকার ত্রুবাসা তাহাতে ঘটিয়াছে।

ইহা শ্রবণ মাত্রেই একব্বর বাদসাহ মহা ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় দিপ্তিমান হইল সে সময় কাহার সাধ্য তাহার সমুখে স্থির হয় হেন্দো-স্থানে এমত পরাক্রন্ত বাদসাহ কখন হয় নাই মতে ফরমান রাজা তোড়লমল দুই লক্ষ ফৌজ সমেত দাউদের নিপাতার্থে গৌড়ে তাঁই হইলেন। (১৪)

ফরমান এই। দাউদের শিরচ্ছেদন কবিয়া ঝণ্ডাব উপবিভাগে টাঙ্গাইয়া দিতে সহর ও বাজার দাউদেব সমস্ত ঘবগাবি লুট করিয়া দিল্লিতে দাখিল করিতে রাজা তোড়ল দুই লক্ষ সেনার উপর সেনাপতি প্রবল পরাক্রমে হেন্দোস্থান হইতে বাহিব হইয়া ক্রমে ২ দুই মাসে বানারসের সরহর্দ্দে যে স্থানে দাউদের সেনার মুরচাবন্দি পৌছিলেন। এ সংবাদ পূর্ব্বে দাউদের ওকিল হেন্দোস্থান হইতে দাউদকে লিখিয়াছে তাহাতেই দাউদ আপনার দরোবস্ত সেনাগণ উত্তর পশ্চিম ভাগে পাঠাইয়া স্থানে২ মুরচাবন্দি করিয়া সতৎ সাবধানে রহিয়াছে।

তোড়লমল গঙ্গার কিনারায় আসিয়া দেখিলেন (১৫) প্রান্তরে দাউদের সামন্তেরা দৃঢ় শুঙ্গ পাটিয়া রহিয়াছে ইহারদের মজবুতি দেখিয়া সহসা কাহারু পার হওনের সাহস হইল না অসাঙ্গত্য ক্রমে কয়েক দিবস

পরে আপনারা সর্জ্জ হইয়া যিনি২ পার হএন ও পারের সান্নিদ্ধ হইতেই২ তোবের গোলার চোটে নৌকা সমেত সমস্ত সেনা গারত করিয়া দেয় উপরে কেহ উঠিতে পারে না। এইং রূপে বাদসাহি সৈন্য অনেক মারা গেল। তোড়লমল এই সমস্ত দেখিয়া নিরোপায় ক্রমে বিমর্শ হইয়া হজুর এৎলা কারণ বেওরা পুরস্থরে আরজদাস্ত করিলে বাদসাহ মহা রোষান্বিত সেনাতে সাজনিঘোষণ ডঙ্কা দিতে হুকুম করিলেন।

পাচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গের্দ্দে ছিল সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হইল গৌড়ে চড়াই করিতে ও দাউদের শিরচ্ছেদন করিতে এই মতে সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদম্ভে দন্তয়মান হইয়া হুহুঙ্কার হুঙ্কার শব্দ করিয়া সর্জ্জ চারিদিকে নানাপ্রকার শব্দ হইতে লাগিল ধাং শব্দে সোর হইতে লাগিল ও তড়াতড়ে বন্দুক জয় ঢাক ইত্যাদি নানাবিধি বাদ্য বাজিতে লাগিল অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণ্নরোধ হওনের গোছ এইরূপে সামন্তেরা সর্জ্জ মান হইয়া মহাদম্ভে গৌড়ে গতি করিল বাদসাহ ও আপনি শিকার খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন এথাতে দাউদের উকিল হেন্দোস্থান হইতে দেখিল আর নিরাকরণ হইতে পারে না বাদসাহ আপনে রোষান্বিতে পূর সরঞ্জামে গৌড়ে গতি করিলেন বিবেচনা পূর্ব্বক বিহিত বচন হুকুম হবেক।

এই খবরে দাউদ মূছিন্ন্ হইয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে ডাকিয়া নিগুড় বলিলেন তাহারদিগকে এবার। আমার আর জয় হয় বা না হয় আপনে দিল্লীশ্বর সমস্ত শৈন্য সসর্জ্জ মান হইয়া গৌড়ে রাহি হইয়াছেন অতএব এখন আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে তাহার সহিৎ বুঝি আমার এই শেষ দসা নতুবা এমত কুবুদ্ধি আমাকে ঘটিত না আমি পতঙ্গ কমর বন্দি করি সিংহের সাতে যাহা হউক সমস্তই সময়ানুযায়ি।

এখন তাহার আর উপায় নাই আমার আর সেনাপতি ও সামন্ত যে কিছু আর আর স্থানে আছে সমস্তই উত্তর পশ্চিমের থানাজাতে পাঠাও। তোমরা দুই ভাই আমার সাতে থাকহ আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই এবং রাজ্যের রক্ষা করি আমার যে কিছু ধন সম্পত্য গৌড়ে আছে তাহা সমস্ত একাদিক্রমে তোমাদের যশহরে চালান করহ পশ্চাৎ আনা যাবেক। এই দুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত বিশ্বাষ পাত্র বাদসাহের যতেক ধন স্বর্ন রুপা তামা পিতল কাঁসা সমস্ত ধাতু দ্রব্য ও আর২ যে কিছু ছিল এবং প্রধান২ সকল এবং তাঁহার আর২ সমস্ত চাকরেরদের যাবদীয় ধন এবং সহর বাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সামিগ্রি ইত্যাদি লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত লুট যাওনের ভয় প্রযুক্ত সামুদাইক বস্তু দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল ইহারা সহস্রাবধি২ বৃহত্ত২ নৌকায় সামিগ্রি বোঝাইয়া যশহরে চালান করিলেন (১৬) গৌড় প্রায় ধনহীন সহর হইয়া রহিল।

বাদসাহ সর্ব্ব সমেত আগমন করিয়া প্রাগ পর্য্যন্ত পৌছিলে (১৭) কিছুকাল সেইখানে স্থকিত হইয়া লস্কর অগ্রভাগে তাঁই করিয়া আপনি সেই স্থানে তিষ্টিলেন। সেই কালে প্রাগের কেল্লা রচনা যাহা অদ্যাপিও আছে এদিগে প্রায় বৎসরাবধি গত হইল বাদসাহি লস্কর পার হওনের সাঙ্গত্য পায়না।

ইতি মধ্যে দেখ দৈবের ঘটনা দেবতার ইচ্ছা ক্রমে এক রাত্রি দাউদের লস্করে আত্মবিরোধ উপস্থিত হইয়া আপনা আপনি হইল মহামারির আরম্ভ চৌকিরদিগে কাহারু মনযোগ রহিল না। এই অপকাস ক্রমে বাদসাহি সৈন্য সমস্তই এককালিন পার হইয়া মহামারীতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনারদিগকে তাহারা গাফিল ছিল আচানক মারি পড়নেতে অনেক২ মারা গেল বক্রিরা

আপন২ সরঞ্জাম ফেলাইয়া কোনদিগে পলায়ণ করিল ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।

যখন গৌড়ের কর্ত্তা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে বাদসাহি সামন্ত তাঁহার মুরচা ভঙ্গ করিয়া পার হইল আসিয়া তখন দাউদের অন্তঃকরণ মহা হুতাস-যুক্ত দেখেন আর উপায় নাই।

দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন ভাইরে আর কি করিতে পারি এখন নিরোপায় পরে যাহা হউক এইক্ষণে আমরা কি করিব। আর কিছু সাঙ্গিত্য দেখিনা। আমার বল ও বুদ্ধি তোমরা দুই ভাই তোমরা এদিগে ওদিগে গুপ্ত রহ যদিত পশ্চাত কোন উপায় করিতে পারিবা যাবৎ শ্বাস তাবৎ আস বাদসাহ এখানে আসিবেন যদি কাহারু দ্বারায় সচেষ্টিত হইয়া কিছু প্রতুলের উপায় করিতে পারহ আমার কহনাধিক।

সম্প্রতি আমি সপরিবারে রাজমহলের পর্ব্বতের উপরে আরোহন করি যাইযা। আমার তত্ব তল্লাস করিও তোমারদের সংবাদ পাইলে ফের নামিব নত্তবা এই পর্য্যন্ত দেখা আর দেখা হয় বা না হয় প্রিয়তম বান্ধবেরা বিদায় হই। এই সকল কহিতে২ গৌড়াধিপ দাউদ রোদন করিয়া ব্যাকুল হইলে দুই ভ্রাতা বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে২ ভূমিতলে পতন হইলেন পরে দাউদ দুই ভ্রাতাকে শান্তনা করিয়া কিঞ্চিত ধন ও খাদ্য সামিগ্রি বৎসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত সাতে করিয়া লইয়া সকলে পর্ব্বতে আরোহন করিলে এ দুই ভ্রাতা বৈরাগি বেশ হইয়া কিছুকাল বরিন্দ্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন।

এথায় বাদসাহি লস্কর সেনাপতি রাজা তোড়লমল ও রাজা ওমরাও সিংহ (১৮) এই দুই সেনাপতি সর্ব্বসৈন্য লইয়া দাউদের থানা বথানায় রঞ্জিত হইয়া বেগগতি লুট ফশাদ করিতে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজমহলের কেল্লাতে দাখিল হইলেন। (১৯)

সে স্থান তদনুরূপ হইলে পর গৌড়ের সহর লুট প্রবত্ত সহর বাজার নগর চাতর পল্যাপল্লি সমস্ত লুট করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি-লেন শূন্যাগার জনমানবহীন কিঞ্চিত দ্রব্য মাত্র কেল্লার মধ্যে নাই কেবল কেল্লামাত্র শ্মশানাকার দাউদ কি তাহার অমাত্যগণের কাহার দেখা পাইলেন না এবং শুবা জাতের কাগজাতও কিছু পাইলেন না যে তাহাতে এ তিন শুবার উস্মুল তহসিল সুমার তফসিল ওয়াকিফ হএন ইহাতে দুই জনাই অতি বিমর্শ হইলেন।

দিবস দুই তিন ওখানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রাজমহল গতি করিলেন এইমতে কএক দিবস সেস্থানে তিষ্ঠিয়া রাজমহল ও গৌড় ও তাহার আস পাশ চৌদিকের সমস্ত পরগণায় ঢেঁড়ি দিলেন এই কথা।

বাদসাহ ও তাঁর রাজাগণের এই করার। দাউদ পলাইয়াছে। যদি তাহার সরদার চাকর লোকেরা কেহ যাহারা এ শুবাজাতের বিষয়ের জ্ঞাত নিকটাবৃত্তি থাকে তবে তিনি রাজমহলে আসিয়া রাজাগণের সহিৎ সাখ্যাত করিয়া এ তিন শুবার বিবরণও জানাইলে তাহারদের ভাগ্যের উদয় হবেক সাবেক বন্দোবস্তের চাকরি বাহাল থাকিবে আর যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক। রাজারা বলিতেছেন তাহারদিগকে নষ্ট করিব না তাহারদের বহুত২ ভাল করিব কদাচিত তাহারদের কোন ভয় নাই এই আমারদের সত্য অঙ্গিকার।

এইমতে ঢেঁড়ি দিতে২ ইহারা দুই ভ্রাতা অনুসন্ধান পাইয়া গুপ্তে রাজ-মহলে পৌছিয়া অস্পষ্ট উকিল পাঠাইলেন। রাজাগণেরা উকিলের স্থানে বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ইনাম একরাম দিয়া প্রফুল্ল করিলে কহিলেন তুমি যাও তাহারদিগকে আন যাইয়া তাহারা হিন্দু-লোক আমরাও সেই একি বর্ণ। তুমি বল যাইয়া আমারদের করার এই তাহারদের হিংসা কোনক্রমে হইতে পারিবেক না কিন্তু যথেষ্ট আনুগত্য ও

সম্ভ্রমের বাহুল্য যেমত তাহারা দাউদের নিকট ছিল আমারদের কাছেও ততোধিক হবেক এই আমারদের নিতান্ত নিয়ম জানিও। এবং রাজারা তন্মতে পাতিও লিখিলেন তাহারদিগকে।

ইহাতে দুই ভ্রাতা খাতির জমা হইয়া গেল রাজারদের সহিৎও নজর দিয়া সাখ্যাত করিলে তাহারা বিস্তর সম্মান করিল দুই ভ্রাতাকে খেলাত দিয়া খাতিরদারিতে সে দিবস বাসায় বিদায় করিল তাহারদিগকে।

পর দিবসে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল। দাউদ কোথায় তোমরা জান। ইহারা বলিলেন না মহারাজ আমরা নিতান্ত বলিতে পারি না কোথায় গিয়াছেন শুনিয়াছি রাজমণ্ডলের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন এতাবন্মাত্র ইহা ব্যতিবেকে আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।

কাগজ পত্রের সন্ধান তোমরা কিছু জান কি না। ইহারা বলিলেক হাঁ মহারাজ তাহা জানি সে সমস্ত আমারদের এক্তিয়ারে। তিন শুবার কাগজ প্রথক২ আমারদের কাছে আছে এবং এবিষব আমরা সমস্তই জ্ঞাত সে সমস্ত আমরা প্রকাশ করিব অগ্রে আপনারদের অঙ্গিকার প্রত্যক্ষ করুন রাজাবা বলিল তোমারদের দরখাস্ত দাখিল করিলে তদনুযায়ি হইতে পাবিবে। ইহারদের দরখাস্ত হইল এই।

বঙ্গভূমে যশহরের পশ্চিম ভাগে গঙ্গানদী তাহার পূর্ব্বধার ও ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহত রাজ্য আমারদের অধিকার (২০) এবং যাবৎ আপনারা এ রাজ্যে থাকেন এ কার্য্যের অধ্যক্ষতা আমারদিগের থাকে এবং কাননগো দপ্তর সাবেক বদস্তুর আমারদের খুড়া মহাশয়ের।

রাজাবা সে দরখাস্ত কবুল করিলেন জমিদারির ফরমান প্রাগ হইতে আনাইয়া দিলেন কার্য্যের সর্ব্বাধিক্য ইহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দো-বস্ত প্রযুক্ত সর্ব্বসমেত গৌড়ে প্রস্থান করিলেন মহালের বন্দোবস্ত আরম্ভ হইলে রাজা বসন্ত রায়কে পূর্ব্বদেশের রাজ্যপতি করিয়া মহারাজা বসন্ত রায়

খেতাব (২১) দিয়া অতি সম্ভ্রান্ত করিয়া যশহরে বিদায় করাইলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও শিবানন্দ কাননগো গৌড়ে থাকিয়া মহালের বন্দোবস্তের প্রবর্ত্ত হইলেন।

একালে দাউদের খাইবার ফুরান ক্রমে তাহার মাশুম খাঁ খানশামা পর্ব্বত হইতে নামিয়া খাদ্য সামিগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়াছিল। সে যাইয়া আরজ করিল বাদসাহের প্রেরিত রাজারা আপনকার অন্যেষণ বিস্তর২ করিয়া অনুসন্ধান না পাইলে আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সাবেক বদস্তুর মহলের কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়াছে আপনাকে পাইলে উহারদিগকে এমত করিত না। এক্ষণেও যদি আপনি যাইয়া তাহারদের সহিৎ সাক্ষ্যাত করেন তবে বুঝি আপনকার বর করারি হইতে পারে।

দাউদ কহিলেন এমত নহে তাহা হইলে অবশ্য বিক্রমাদিত্য আমাকে খবর দিত। চাকর বলে সে প্রমাণ এমতেই উচিত বটে কিন্তু এক্ষণ সটের কাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহারা হিন্দুলোক অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কতৃত্ব ভার পাইলে এক্ষণকার সহিৎ আর বিনয় কি। এক্ষণেও যদি আপনি উহারদের তথায় গতি করেন আমি বুঝি আপনাকে উহারা ত্যাগ করে না অবশ্য আপনাকে পদার্পণ করে আমি এই গুল গুলা শুনিলাম সহরের মধ্যে। দাউদ বলিলেন তুই পুনর্ব্বার নিচে যাইয়া কাহার দ্বারায় সন্ধান লইয়া দেখ কিছু উপগার দর্শে কিনা তুই পুনরায় শুভ সংবাদ দিলে আমি যাইয়া দেখা করিব বাদসাহী রাজাগণের সহিৎ।

দ্বিতীয়বার মাশুম খাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিৎ এবং তাহার দ্বারায় সিংহ রাজার কাছে এ কথার আলোড়ন হইলে। গুপ্তে ওমরাও গৌড় হইতে রাজমহলে উত্তরিয়া মাশুম খাঁকে বড়ই একটা দেলাসা করিল এবং বক্সিসও কিছু দিয়া কহিল তাহাকে তুই দাউদকে আন যাইয়া কিঞ্চিতমাত্র গৌণ করিস না শীঘ্র আনিস

তবে আমি পুনর্ব্বার খুব ইনাম দিব তোকে এবং তাহার বড় কার্য্য হবেক।

নির্ব্বোধ মাশুম খাঁ হর্ষমনে ফের পর্ব্বতে গতি করিয়া নিবেদন করিল সমস্ত বিবরণ দাউদের ঠাঁই ইহাতে দাউদের নিজও নিয়ত প্রযুক্ত নিচে আইসনের আকিঞ্চন যথেষ্ট হইল। কি করে। চারা কি। নিয়তঃ কেন বাধ্যতে। বেগম এ বিষয় জ্ঞাত হইলে পুটাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিলেন নবাবের গোচরে নবাব সাহেব সহসা এমত করিবেন না সহসা কর্ম্মেতে ব্যামহ আছে। বিক্রমাদিত্য আপনকার অতি বিশ্বাসপাত্র যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত তবে কি সে লোক না পাঠাইয়া রহিত। এ মত কদাচিত নহে। সে অবশ্য লোক পাঠাইত নতুবা আপনারা জনেক এখানে আসিত। আপনি এ মূর্খ চাকরের কথায় আস্থা করিবেন না। এ মূর্খ লোক এ কি বুঝে। ইহার কথা শ্রবণ করিবে না।

দাউদ বেএক্তিয়ার। আমার নিতান্ত মন টানিয়াছে নিচে গেলে আমার প্রতুল হবেক তাহার সন্দেহ নাই। বেগম মানা করিল। দাউ-দের আসন্ন কালক্রমে তাহা অমলে আনিল না বেগম স্ত্রীলোক কি করিতে পারে অদৃষ্ট মানিয়া বিলাপ করিয়া বহুমতে রোদন করিতে২ সর্ব্ব-সমেত দাউদের পশ্চাতবর্ত্তি হইয়া নামিল পর্ব্বত হইতে। মাশুম খাঁ যাইয়া ওমরাওকে জ্ঞাত করিলেই ওমরাও আপন তরফের লোক পাঠাইয়া দাউদকে আক্রমণ করিলে সেই ক্ষণেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মুণ্ড ঝণ্ডার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া দিল (২২) এবং জয়২ কার ধ্বনি দিয়া ঢেঁড়ি মারিল সমস্ত সহরে২।

দাউদের এ দুর্গতি দেখিয়া পরিবার লোক যাহারা২ সাতে ছিল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কে কোথায় গতি করিল তাহার ঠেকানা থাকিল না বেগম বিসন্ন বদনা খিন্নমানা অতি কাতরা হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।

চিত্রের পুথলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ শোকেতে কাতরা হইয়া ধরণি তলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। শান্তনা করে এমত কেহ নাই হানাথ২ করিয়া বহুবিধি বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই মতে ভূমিতে পড়িয়া বেগম বিলাপ করে। বেগমের বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায়২ রবে রোদন করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনান্তঃকরণ কোমল হইল ছল২ আক্ষিতে রোদন করিলেন।

কার্য্যান্তরে সেই দিবস বিক্রমাদিত্যও রাজমহলে আগমন করিয়াছিলেন এই কালে তিনিও সেই স্থানে উপস্থিত মহা শোকাবৃত হইয়া তিনিও অতিশয় শোকাকুল নিরোপায় কি করিতে পারেন ওমরায়ের স্থান হইতে কাটা স্কন্ধ লইয়া অন্য২ লোক দিয়া কবরে দেওয়াইলেন দাউদের শরীর ওমরাও সিংহ বাদসাহের ফরমান মত বেগমদিগের আর২ স্ত্রীলোকেরদিগকে পিঞ্জরায় কএদ করিয়া দাউদের মুণ্ড সমেত প্রাগে চালান করিলেন। (২৩)

পরে অল্প কএক মাস স্থিতি করিয়া মহারাজা বিক্রমাদিত্য শুবাজাতের সমস্ত কাগজ রাজারদিগকে জ্ঞাত করিয়া বিদায়ের যাচয়মান হইলেন কহিলেন। আজ্ঞা হয় খুড়া মহাশয় দপ্তর লইয়া হাজির থাকেন আমি এ চাকরি আর করিব না দাউদ আমার নিতান্ত দয়াযুক্ত মনিব ছিলেন তাহার রাজ্যে আমার কতৃত্ব করিয়া কার্য্য করা অকর্ত্তব্য। এখন আমি সাধনা করি আপনারদিগকে বিদায় করুণ আমাকে আপনি দয়া করিয়া যে রাজ্য দিয়াছেন আমাকে সেই যথেষ্ট এ গরিবের আর আবশ্যক নাই তবে যদি দয়া এ গরিবের প্রতি থাকে আমার এই এক নিবেদন পূর্ব্ব দেশের নবাব মনছব আমার হয় এই আমার দরখাস্ত। খুড়া মহাশয় এখানকার কার্য্য করেণ যাবৎ আপনারা আছেন এ অঞ্চলে।

রাজারা বিক্রমাদিত্যের দরখাস্ত মনজুর করিয়া প্রাগ হইতে ফরমাণ আনাইয়া দিলেন এবং তাহাকে আর বিস্তর২ অর্থ বিত্ত দিয়া হরিষ মনে বিদায় করিলেন যশোহরে বিক্রমাদিত্য বিদায় হইয়া বক্রি যে কিছু ধন গৌড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তর ইত্যাদি সমস্তই নৌকায় বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিলেন যশহরে কএক দিবস পরে শুভক্ষণে মাহেন্দ্র যোগে যশহরে উপস্থিত হইলেন ঘাটে পৌছিয়াই জন্ত্রিরা ও বাদকেরা বাদ্যধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ও তবকিরা আওয়াজের দেহড় নানান প্রকার উল্লাস হইতে লাগিল। এই সব ধ্বনিতে সহর চমকিত হইয়া রাজপূরে সংবাদ পৌছিলে সকলেই প্রফুল্ল হইল রাজা পরে বসন্তরায় ঠাকুর সমস্ত মন্ত্রিগণ সম্প্রদায় সসৈন্য ঘাটে আসিয়া মহারাজকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া গতি করাইলেন। পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রে নানান প্রকার উল্লাষের আরম্ভ হইল।

কাঙ্গালি লোকেরদিগকে সেই সপ্তায় লক্ষ তঙ্কা বিতরণ করিলেন এবং সর্ব্বত্রের দেবালয়তে যাগ যজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সম্রাটের আরম্ভ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধ্যে শাঙ্গ এইমতে মহা মহোৎসবে রাজা বিক্রমাদিত্য বসত বাস করিতেছেন রাজ কর্ম্মের ও আর২ সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ রাজা বসন্ত রায় আপনারদের মালগুজারী দিল্লিতে সদর তাহুত সে স্থানে উকিল লোক পাঠাইলেন।

বিক্রমাদিত্য মহা সুখি হইলেন মহারাজ্য অধিকার সহস্রাবধি বিবিধ প্রকার ধন স্থানে ২ ভাণ্ডার পূর্ণিত শান্তমতি সুপ্রকৃতি ভাই রাজা বসন্ত রায় আপনার অনুগত প্রজা লোক এই মত পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছেন।

এক সময় রাজা বসন্ত রায় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিতেছেন ঠাকুর দাদা মহাশয় অবধান করুন আমরা

এখানে সর্ব্ব বিষয়েতেই সুখি হইয়াছি কিন্তু এক দুঃখ স্বশ্রেণী নিকটাবৰ্ত্তি কেহ নাই আমার ইচ্ছা বাকলা ও আর ২ স্থান হইতে আপনারদের স্বশ্রেণী লোক সপরিবারে আনয়ন করিতে তাহারদের বসত বাস নির্ব্বাহ নিস্পত্য করণের সঙ্গস্থা করিয়া দিলে এও এক বিষষ্ট সমাজ হবেক যদি অনুমতি হয় তবে আজ্ঞা করিলে আমি তাহাতে প্রবত্ত হই।

বিক্রমাদিত্য আজ্ঞা করিলেন এ উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা বসতির সুখ কিছু হইতেছে না সচ্চরিত্র বিবেচক প্রিয়ম্বাদী লোক সকল স্থানে২ পাঠাও তাহারা যাইয়া আমারদের স্বশ্রেণী লোকের দিগকে আদর পূর্ব্বক সপরিবারে আনয়ন করিয়া তারদিগের নির্ব্বাহ নিস্পত্যের সঙ্গস্থা এবং পূরী দশ কর্ম্মের সঙ্গস্থা প্রচুর মতে করিয়া দেহ এবং এ বিধি প্রকার মতে পরিচয়ানুক্রমে সঙ্গস্থা কর তাহারদের আর২ যাহা২ আবশ্যক তাহা দেহ তাহারদের কারণ ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ।

অতএব রাজা বসন্ত রায় প্রিয়ম্বাদী সচ্চরিত্র সরলান্তঃকরণ প্রধাণ২ লোকেরদিগকে বাকলাদিগের স্থানে২ নৌকাযোগে অর্থ দিয়া বিশেষ বিশেষণ জ্ঞাতি পাঠাইলেন তাহারা যাইয়া কার্য্যের প্রতুল করিল আপনারা সেই২ স্থানে তিষ্ঠিয়া বঙ্গজ কায়স্তেরদিগকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া সপরিবারে নৌকাযোগে যশহরে পাঠইতে প্রবর্ত্ত হইল ইহারা এখানে পৌছিলে আপনি রাজা বসন্ত রায় সচেষ্টমতে ব্রাহ্মণীরদিগকে পাঠাইয়া বঙ্গজ কায়স্তের পরিজন লোকেরদিগকে সামুদায়িক লোককে প্রথক২ বস্ত্র অলঙ্কারে পরিচ্ছদান্বিত করাইয়া রম্য স্থানে বাসা ও খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর মতে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।

কিছু কাল শ্রমান্তে আপনারদের অধিকারের সান্নিধ্য গ্রাম ও পরগণায়২ গতায়াত করিয়া দেখান যে স্থানে তাহারদের মনঃ প্রকাশ হয় সেই স্থানে

তাহাদেরই পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং ভরণ পোষণ উপযুক্ত ভূমি মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন এই মতে অনেক২ বঙ্গজ কায়স্ত পূর্ব্বদেশ ত্যাগ করিয়া যশহরে আসিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন। (২৪)

ব্রাহ্মণশ্রেণী ও আর ২ কায়স্তগণও আনয়ন করিলেন ঢাকা অবধি হালিসহর পর্য্যন্ত এই ২ সমস্ত স্থানে ২ ব্রাহ্মণ কায়স্ত বৈদ্য নানা উত্তম বর্ণের বসতি হইল মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমাজপতি যশহর মহাসমাজ হইল (২৫) এমত সমাজ আর বাঙ্গালায় কখন ছিল না এ সমস্ত লোকের প্রধান২ বিজ্ঞগণ সমস্তই রাজসভায় সন্তোষরূপে থাকিতেন কেহ২ বা আপন বাটীতে থাকিতেন।

মহারাজা এই২ সমস্ত গ্রামে২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা মকতবখানা ও আর২ বিদ্যা অভ্যাসের স্থান নির্ম্মাণ করিয়া ও উপযুক্ত পাত্র অধ্যাপক ও আর২ লোকেরদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন এ সব লোকেরদের বালকেরদের বিদ্যা অভ্যাসের কারণ এই মতে সমস্ত মূর্খ লোক বিদ্যান্ত হইলেক সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজা বিক্রমাদিত্য এ সমস্ত লোকেরদিগকে আপনার মত রাজভোগে পরিতোষ করিয়া পরম সুখে প্রতিপালন করেণ ইহারদের পরিজন লোকের ভরণ পোষনার্থের খরচ পত্র মাস২ তত্ত তল্লাস করিয়া দেন যে কোন ক্রমে কেহ দুঃখ না পায়।

নিজাধিকারের মধ্যে পরগণা পরগণায় রম্যস্থানে দেবালয়ের স্থাপনা করিয়া অতীত অভ্যাগত লোকেরদেরও উত্তরণের স্থান ও তাহারদের সিদা দেওনের ভাণ্ডারা ও কাঙ্গালি লোককে মাস২ খয়রাত দেওনের উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন ইচ্ছা যে কোন ক্রমে কাঙ্গালি লোক দুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন।

মহারাজার সন্তান কিছুই হয় না ইহাতে সকলেই ক্ষোভিত নানা প্রকার দৈব ক্রিয়া করেণ পরে পুত্রকাম্য যজ্ঞ করিলে মহারাজার সন্তান

হওনের উপক্রম হইল মহারাণীর অন্তঃপত্ত্য ইহাতে সকলেরি মন প্রফুল্ল। কএক মাস গত হইলে মহারাণীর প্রসব সময় জ্যোতিষিক লোকেরা ঘড়ি দ্বারায় সময় নিরক্ষণে রহিলেন। বালক ভূমিষ্ঠ হওনের সময় নিরক্ষণে ছিলেন। একালে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন (২৬) অতি সুন্দর বালক ইহা-তেই সকলেই আনন্দ ও উল্লাস বাদ্য নৌবাৎখানায় ঘণ্টা ঘরে ঘণ্টা আর২ জন্ত্রীরা আপনারদের জন্ত্রেতে দিবারাত্র বাদ্যোদ্দম করিতেছে এবং কাঙ্গাল দুঃখি লোকেরদিগকে পরিতোষক্রমে খাদ্য সামগ্রি তৈল তাম্বুল বস্ত্র পরিচ্ছদ দিতেছেন এবং পরগণা পরগণায়ও এই মত খয়রাত একমাস পর্য্যন্ত। বাজপুরে ও পরগণা পরগণায় এই মত ২ উল্লাস আর ২ রাজকার্য্য পৃভৃতি সমস্ত বন্ধ কেবল খাও লও দেও এই মাত্র শব্দ চতুর্দ্দিগে মহারাজার কুমার হইল। ইহাতে অপারণ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।

পরে জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ হইলে লগ্ন নিরূপন করিয়া কুমার বাহাদুরের কোষ্ঠী স্থির করিলেন। তাহার ফলশ্রুতি এই হইল। সর্ব্ব বিষয়েতেই উত্তম কিন্তু পিতৃদ্রোহী। মহারাজা ইহাতে হরিষ বিষাদ হইলেন কুমারের প্রতিপালন যথেষ্ট মতেতে করিলেন সময়ক্রমে মহা ঘটা করিয়া অন্নপ্রাশন করিলেন নাম রাখিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য (২৭) পর২ কুমারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল চন্দ্রকলার ন্যায় অতিশয় রূপবান কুমার রাজা বসন্ত রায়ের অতি প্রীত কুমারের প্রতি। কতককাল পরে কুমারের পঞ্চমবর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম্ভ হইল দশ বারো বৎসেরের সময় সর্ব্ব বিদ্যাতেই বিশারদ লেখা পড়া বিদ্যাতে প্রকৃত্ত পণ্ডিত আরবি পারসি নাগরি বাঙ্গলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যা-তেই তৎপর।

মহা রূপবান সর্ব্বগুণেতেই তৎপর বলবান সদানন্দ সচ্চরিত্র সদাচারি

পণ্ডিত সৎকবি তুম্বুরগায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ সুভাসী সত্যবাদী জিতে-ন্দ্রিয় অস্ত্রবিদ্যাতেও তৎপর বাহুযুদ্ধে মহামল্ল তিরান্দাজী ও বরকন্দাজী ও তলোয়ারবাজী গুলপি ও নেজা ও বর্শি এ সর্ব্বতেই অতি পারক যোগ-ক্রিয়াতে মহাযোগী মহাতপী মহাযপী একাসনে নবরাত্রি আসন করিত বহু প্রকারে সাধন ভজন করিত। পুর্ন্ন তপস্বী। ইষ্টদেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন। কালী কন্যাভাবে তাহার গৃহে অবস্থিতি করিলেন পুনর্ব্বার বিদসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ হইল দক্ষিণ বাহিণী পশ্চিম বাহিণী হইলেন (২৮) এই মত প্রকাশমান গর্প তাহার ঠেকানা অদ্যাপিও আছে দক্ষিণ দিগে উঠানের বেদী প্রস্তুত আছে। রাজার সময়েতে রাজা সর্ব্বমত প্রকারেই এ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ছিল।

পরে তাহার বিবাহ দিলেন। (২৯) যখন বারো তের বৎসর বয়ক্রম তখন প্রতাপাদিত্য সমূহ প্রতাপান্বিত ইহার বল পরাক্রম দেখিয়া মহা-রাজাব শঙ্কা হইল মনে বিচার করিলেন আমার ঘরে এ মহা অসুর জন্মিল ইহা হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ হবেক ইহার আর সন্দেহ নাই। কি উপায় করিব। এই ভাবনা করিতেছেন।

দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূণ্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে। তাহাকে সেই স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র তুমি এ চিল্লকে তির মারিলা শৈকার করিলে রাজা বসন্ত রায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন এবং কহিলেন তোমার ভ্রাতস্পুত্র ইহা

মারিয়াছেন। শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্তরায় কুমার বাহাদুরের মুখচুম্বন করিয়া পরমাদরে সম্মান করিলেন তাহাকে এবং ব্যাখা করিয়া মহারাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজা কুমার বাহাদুর সর্ব্ব বিদ্যাতেই নিপুন ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্তি দেবতা ইহাকে প্রসন্ন। এই ২ মতে প্রশংসা করিতেছিলেন।

কিঞ্চিত পরে মহারাজা বালক আপন স্থানে বিদায় করিয়া দিলে ভ্রাতা বসন্ত রায়কে সাতে করিয়া পূজার অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই যে আমার বালক ইহাকে তুমি কি জ্ঞান করহ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন মহারাজা ইহার লক্ষণাপেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক দৈবভাগ্য ইহার অধিক জানা যায়। এ একটা অতি বড় মানুষ হবেক। মহারাজা কহিলেন সে প্রমাণ হইতে পারে। আমিও বুঝিতে পারি তাহা ভাবিয়া ইহাকে ছোট জ্ঞান করিবা না। এ আমার বংশে মহা অসুর অবতার হইয়াছে ইহার কোষ্ঠীতে বলে এ পিতৃদ্রোহী হবেক। তাহা আমাকে কি মারিবেন। আমার প্রায় আখের হইয়া আইল কিন্তু আমার নাম ইহা হইতে লোপ হবেক তোমার সংহারকর্ত্তা এ হবেক ইহার আর সন্দেহ করিও না অতএব আমি বলি এখন সাবধান হও ইহাকে মারিয়া ফেলিলে সকলের আপদ যায় এ কথা অল্প জ্ঞান করিবা না এই মত কর নতুবা ইহার ক্রিয়াতে পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে।

রাজা বসন্তরায় ইহা শ্রবন করিয়া শোকেতে তাপিত হইয়া দুই চক্ষু আরক্তিমাতে রুদ্যমান হইয়া পুটাঞ্জলি রূপেতে নিবেদন করিতেছেন মহারাজা এ কি আজ্ঞা করেন মহাশয়ের কুমার তাহাতে অতিশয় বিচক্ষণ বালক ইহাকে নষ্ট করা কোন মতেই হইতে পারে না এবং এ আমার

বড়ই প্রীয়োত্তম ভ্রাতুষ্পুত্র ইহার কোন বিঘটিত হইলে আমার জীবন সংশয়। রাজা বসন্ত রায়ের এই২ মত কাতর্য্যতা উক্তিতে মহারাজাও রোদন করিতে প্রবর্ত্ত দুই ভ্রাতাই রোদন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিত পরে মহারাজা কহিলেন শুন আমি কিছু এ বালকের জন্য ক্ষিপ্তমান নহি জানিলাম তোমার অন্তক নিতান্ত এই হবেক তোমার অন্তক কুলের কলঙ্ক ইহার স্নেহেতে তুমি ডুবিলা কিন্তু এ হবে দুর্য্যোধনের মত। কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবেক ইহাই ভাবিয়া আমি কাঁদি। রাজা বসন্তরায় স্নেহক্রমে মহারাজার কথার গৌরব করিলেন না মহারাজা অদৃষ্ট মানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। ইহাতে রাজা বসন্ত রায় হর্ষ চিত্ত হইলেন।

তৎপরে কএক বৎসর এই মতে গত হইয়াছে আর এক দিবস মহা-রাজা রাজা বসন্ত রায়ের নিভৃত বৈঠক করিয়া মন্ত্রণা স্থির করিলেন। কহিলেন বসন্ত আমি যাহা কহি তাহা শুন এবং মনে অবহেলা করিও না। তোমার প্রীয়োত্তম ভ্রাতুষ্পুত্র এখন প্রায় যুবা হইল। দেখিতে পাই তোমার সহিত কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায় কথা বার্ত্তাটা হয় অতএব এ আমার সমস্ত সে বাক্য প্রত্যক্ষ হওনের মূল। এখন কি হবেক। যাহা হবার তাহা হইয়াছে। উহাকে নষ্ট করিতে আর পারহ না। এবং উচিতও নহে কিন্তু এখানে থাকিলে অতি ত্বরায় প্রত্যক্ষ হয় অতএব কহি শুন আপনারদের সদর তাহুত দিল্লিতে (৩০) উকিলে না কায কাম করে কুমার বাহাদুর ক্ষমতাপন্ন রাজকার্য্যে তৎপর এবং বিষয়তে খুবি অভিনিবেশ অতএব ইহাকে দরবার করণের ছলে দিল্লিতে পাঠাও তবে দূরে থাকিবেক ইহাতে যদি কিছুকাল তোমার হিংসা না করে নতুবা তোমার শেষ দসা জানিও অতি সান্নিধ্য।

রাজা বসন্ত রায় ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার বাহাদুরের বিচ্ছেদ অন্তঃকরণবর্ত্তি

করিয়া কাতর হইলেন কিন্তু স্বৈকারও করিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজার আজ্ঞা। দুই ভ্রাতা একতাতে কুমার বাহাদুরকে আনাইয়া মহারাজা আজ্ঞা করিলেন শুন আমারদের সদর তাহুত উকিলেরা কায করিতেছে কিন্তু আমার চিত্ত সদা সর্ব্বদা ওসোয়সমান থাকে চিত্তের উদ্বেগ মিটেনা। এখন আমারদের মত খরচ পত্রের সচ্ছন্দ মত নহে উকিলেরা খরচ পত্রের বাহুল্য করে। আপনারা জনেক হেন্দোস্থানে থাকিলে হেস্মতও হয় এবং খরচ পত্রের এতেক বাহুল্য হয় না অতএব সেখানে জনেকের যাওনের আবশ্যক। তাহাতে ছোট ভ্রাতা বিদেশে গেলে এখানকার কার্য্য তোমা দিয়া নির্ব্বাহ হয় না অতদূরে তাহার বিদেশ যাত্রা কোন ক্রমে সম্ভবে না। তুমি এখানে থাকিলে ভাল কিন্তু না থাকিলেও রাজকার্য্যের আটকও হয় না এবং শুনা যাইতেছে সেখানে আপনারদের অনেক শত্রুপক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করণের উদ্দত্ত। এ সময় আপনারা জনেক তথায় না থাকিলে উপদ্রব হবার আটক হবেক না এবং সেখানেও একজন ক্ষমতাপন্ন লোক চাহি আর কাহা দিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব তুমি শুভক্ষণে দিল্লিতে যাত্রা করহ আর ব্যজ অনুচিত।

রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি বড় সাহসী লোক পিতৃ আজ্ঞা স্বৈকার করিল কিন্তু মনে ২ বুঝিল রাজা বসন্ত রায় চাতুর্য্য করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠান ইহাতে প্রকাশ কিছু করিল এমন নহে কিন্তু সর্পবৎ হইয়া থাকিল। (৩১) রাজা বসন্ত রায় থাকিয়া জ্যোতিষিকেরদের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক শুভলগ্ন ক্রমে দিন নিরূপন করিয়া কুমার বাহাদুরকে যাত্রা করাইয়া দিল্লিতে প্রস্থান করাইলেন নৌকাযোগে গতি হইল একজাই বিংশতি নৌকা হাময়া গেল এবং এক শত লোক ও রাজা বসন্তরায়ও শোকিত অন্তঃকরণে পদ্মার মোহানা

পর্য্যন্ত আগ বাড়াইয়া থুইলেন পরে বিমর্শে বসন্তরায় পুনর্ব্বার বাহুড়িলেন।

তৎপরে প্রতাপাদিত্য যাইয়া চতুর্থমাসে দিল্লিতে পৌছিলে উকিলেরা পূর্ব্বে সমাচার পাইয়া দিব্য এক অট্টালিকা মেরামত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে বাসা হইল কএক দিন পরে বিস্তর২ তহফা আদি দিয়া বাদসাহেব হজুরে দরপেষ হইলেন।

এই মতে কথক দিন থাকিতে২ দেখ দৈবে কি ঘটনা করে প্রতাপাদিত্যের মনে উপস্থিত হইল যে রাজাবসন্ত রায় শাএবতা কবিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন ইহাতেই সদা সর্ব্বদা উন্মান্বিত ঠাওরায় ইহার প্রত্যবকাব করিতে পারি তবেই সে আমার মনের দুঃখ দুব হবেক তাহারি আলোড়নে অনেকক্ষণ থাকেন কিন্তু সাঙ্গিত্য কিছু পায়েন না এ প্রযুক্ত স্থকিত নতুবা স্ব সাধ্য ক্রটি ছিল না বাদসাহের দরবাব যাতায়াত করেন আর২ আমিব লোক ও মনছবদার ও রাজোড়া লোক অনেকের সহিত পরিচায় হইয়াছে কিন্তু বাদসাহের নিকট অমন পর্বিচিত নহেন শব্দ পরিচা মাত্র।

ইতিমধ্যে এক দিবস পূর্ব্বাহ্ণে এক চবুতারায় আমির ও বাজা ও কবিগণ ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের বৈঠক হইয়াছে এবং আর২ জমিদার ও উকিল লোকেরা আপন২ উপযুক্ত স্থানে আছে এই সময় বাদসাহের আগমণ সেই স্থানে হইল একব্বর বাদসাহ অতি রসিক লোক সে সভায় আসিবামাত্রেই এক সমস্যা কবিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল এই সমস্যা শেত ভুজঙ্গিনী জাত চলিহেঁ। এ কি কবিলোকেরা সকলে বিব্রত হইলেন সমস্যা পূরিতে কেহ পারিতেছেন না ইহাতে সকলে ব্যাস্তিত এবং বাদসাহ বার২ তাকিদ করিতেছেন তথাচ কেহ সমস্যা পূরিতে পারিতেছেন না।

ইহাতেই লজ্জিত রাজা প্রতাপাদিত্য অতি বিদ্বান সৎকবি এ কথা শুনিয়া কিঞ্চিত অগ্রগামি হইয়া নিরুপিত স্থানে যাইয়া কায়দা মত শেলাম করিয়া ডণ্ডাইলে বাদসাহকে নিবেদন করিলেন যাহাঁপনার হুকুম হইলে এ গোলাম দিয়া এ সমস্যা পূরণ হইতে পারে। বাদসাহ দৃষ্টিপাত করিয়া ইসারাক্রমে অনুমতি দিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন দৈবক্রমে তাহার সমস্যা পূরণ তন্মত হইল। সে এই সাহ একব্বর।

শোবর কামিনী নীর নাহারতি।
রিত ভালিহেঁ।
চিরমচরকে গচপর বাবিকে।
ধারেছ চল্ল চলিহেঁ।
রায় বেচারি আপন মনমে।
উপমাও চারি হেঁ।
কেছুঙ্গ মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী।
জাত চলি হেঁ। (৩২)
এই সমস্যা পূরণ তন্মতে হইল।

ইহাতে বাদসাহ উহাকে সন্তুষ্ট হইয়া উজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেটা। পরে উজির প্রতাপাদিত্যের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন যাহাঁপানা গোলামের নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের যশহর চাকলা ওগএরহের জমিদার বিক্রমাদিত্যের তরফ লোক। এ সমস্ত উজির পুনরায় নিবেদন করিলেন বাদসাহের সম্মুখে। ইহাতে বাদসাহের অনুমতিতে উজির উহাকে খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন। সেই দিবস অবধি রাজা হুজুর পরিচিত হইলেন এই মতে কতকদিন গত হয় প্রতাপাদিত্য ঠাওরাইলেন কোন

ক্রমে এ রাজ্য আপন নামে লেখাইয়া পঞ্জা সমেত ফরমান লইয়া দেশে যাইতে পারিলে আমার কৃতত্ব তবে আমার নাম প্রদপ্ত হয় আমারদের দেশের উপর (৩৩) অতএব ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

মনে২ এই রচনা করিয়া সরদার উকিল যে ওখানে অনেক দিবসাবধি ছিল তাহাকে বাটীতে বিদায় করিলেন এবং খাজানার কারণ দেশে পুনঃ২ তাকিদ লেখেন তথাচ সদরে এক কবর্দ্দক দাখিল ও করেন না টালমটালে-তেই কাটান বাদসাহের হজুর যাতায়ত করেন এ প্রযুক্ত সকলে উহাকে সম্ভ্রম করে এবং হজুর তক এ বিষয় এত্তলা করে না।

এই মতে দুই তিন বৎসর গত হইল তথাচ রাজা খাজানা কিছুই সদর দাখিল করেণ না মফসল হইতে উহার তাকিদ প্রযুক্ত অধিক আমদানি হয় কিন্তু উনি সমস্ত আপনি তহবিলে রাখেন দাখিল এক কবর্দ্দকও করেণ না। তিন বৎসর গত হইল ইহাতে এ সমস্ত বিবরণ বাদসাহতক দরপেস হইলে ইহার উপর তাকিদ ক্রমে ইনি দরখাস্ত করিলেন যাহাঁপনা মফসলে রাজা বসন্ত রায় কর্ত্তা সে নষ্টতা করিয়া কর পাঠায় না আমি লাচার কি করিব হাজির আছি আমাকে খুন করিলেই বা আমা দিয়া ইহার আঞ্জাম কি মতে হইতে পারে। (৩৪) জমিদার নষ্ট প্রকৃতি ইহাতে উজিরের উপর হুকুম হইল বাঙ্গালায় এক মনছবদার যাইয়া যশহর ওগএরহ হইতে রাজা বিক্রমাদিত্যকে দূর করিয়া অন্য কাহাকে তাহাতে পদার্পন করিতে।

এ খবরে ফের রাজা প্রতাপাদিত্য দরখাস্ত করিলেন যদিত এ গোলা-মের উপর রাজ্যের ভার হয় তাহার ফরমান প্রাপ্ত এ গোলাম এখানে হয় তবে এ তিন বৎসরের যে বক্রি কর তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে হুকুম হইলে কর্জ্জদাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে।

ইহাতে বাদসাহের মনস্থ হইল চাকলে যশহর ওগএরহের রাজত্ব

বহলি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল (৩৫) রাজা প্রতাপাদিত্য ঐ আমানত টাকা সেই দিবস খালিসা দাখিল করিলে তিন বৎসরের করের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা উহাকে রেয়ায়ত হইল এবং নানাবিধ খেলাত রাজ্যের ও নবাবের মনছবদারির ইহাতে রাজা অতি দম্ভয়মান হইয়া উজির ইত্যাদি সমস্তকেই শওগাত দিয়া হর্ষ মনে বনি নেসান ডঙ্কা সমস্ত মনছবদারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া বাইস হাজার ফৌজ (৩৬) সমেত ডঙ্কা দিতে২ উকিল নিযুক্ত করিয়া হেন্দোস্থান হইতে বাহির হইলেন।

ক্রমে২ তিন চারি মাসে আসিয়া যশহর পৌছিলেই এককালিন বন্দুকের দেহড় ও মারিয়া ডঙ্কা দিয়া দপ্তর ও মালখানা সমস্ত বন্ধ করিলেক নগরে ডঙ্কা দিল রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া আসিয়াছেন (৩৭) রাজবাটীর বাহির ভাগেই রহিলেন বাটীর মধ্যে আইসেন না পিতা মাতা খুল্লতাত ও আর২ বান্ধবগনের সহিত মিলন করেন না ইহাতে মহারাজা বিক্রমাদিত্য আপনি বাহিরে আসিয়া রাজা বসন্ত রায় ও আর২ মন্ত্রী লোকের দিগকে সাতে করিয়া প্রতাপাদিত্যের সান্নিধ্য আইশে রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি উত্থান করিয়া ও পিতা ও খুল্লতাতের পদে নত হইয়া ভুমিষ্ঠ প্রণাম কবিল ইহারাও তাহার শিরে চুম্বন কবিয়া ক্রোড়ে করিলেন পরে সমস্তই একাসনে বসিয়া আলাপ বিলাপ করিতেছেন। (৩৮)

পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় ও প্রতাপাদিত্য তিন জন এক নিভৃত স্থানে যাইয়া বসিলে রাজা বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র কি সমাচার আসিবা মাত্রেই কিমার্থে এমত২ আচরণ করিলা। আমরা তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়া কেবল ছায়ার ন্যায় রহিয়াছি তোমার আইসনে বন্দুকের দেহড় শ্রবণ মাত্রেই শরীর পুলকিত হইয়াছিল পরে তোমার এমত২ আচারণে আমারদের ক্ষোভের আর পরিসীমা ছিল না এখন তোমার মুখ দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি

ইহাব দুঃখের সীমাহ নাই। ইনি সদাই নিরানন্দ কোন কার্য্যে আমদ নাই ইহার পূর্ব্ব মত আহার নিদ্রা নাই তোমার বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় ক্ষিত্যমান। আমি তোমাকে যত্নপূর্ব্বক পাঠাইয়াছিলাম ইহাতে ইনি হরিষ মনে আমার সহিত আলাপ কবেন না এই পর্য্যন্ত শোকিৎ। অতএব পুত্র তোমার বিবরণ অবগত কর আমাকে তবে আমার প্রাণ স্থির হয় নতুবা আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত।

প্রতাপাদিত্য পূর্ব্বে রাগত হইয়া এমত২ করিয়াছেন এখন রাগের বিচ্ছেদ হইয়া প্রেমের উদয় হইয়াছে ইহাতে বিস্তারিত কুণ্ঠ হইয়া লজ্জা প্রযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া এক কালিন কাঁদিতে২ পিতা খুল্লতাতেব চরণে পড়িয়া বলিতেছেন পিতা আমি নির্লজ্জ দুর্জ্জনতা করিয়াছি এখন কি মতে তাহা নিবেদন করিব। ইহাতে মহারাজা ও রাজা বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যকে ক্রোড়ে করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইয়াতেছেন ও বলিতেছেন পুত্র লজ্জা নাই ভয় করিও না যাহা তুমি করিয়া আসিয়াছ সেই আমাদের সৎক্রিয়া তাহা আমরা দুর্জ্জনতা গণনা করিব না। এই মতে শান্তনা করিলে সে কিছু প্রত্যুত্তর না করিলে বাদসাহি ফরমান পঞ্জা সমেত মহারাজা বিক্রমাদিত্যেব সম্মুখে দিলেন। (৩৯)

রাজা বসন্ত রায় তাহা পাঠ কবিয়া বালকের শির চুম্বন করিয়া বলিলেন কিমর্থ তুমি লজ্জিত এ একটা লজ্জাকর ক্রিয়া কর নাই রাজলক্ষ্মী সর্ব্বকাল একজনের থাকে না দেখ মান্ধাতা সগর দিল্লিপ ভরত ভগীরথ ইহারা সকলে পৃথিবীপতি। এখন কে কোথায় রহিলেন আমরা কোন কিটস্য কিট ক্ষুদ্র বস্ত। তত্রাপি আমাদের অদ্যাপি সে মত হয় নাই। আমায়দের পুত্র রাজা হইল আমরা হইলাম পিতা ও খুড়া এ আমায়দের অতি ভাগ্য ইহাতে আমাদের ক্ষোভ নাই (৪০) তুমি আইসহ এই কহিয়া দুই ভ্রাতা তাহার দুই কর ধারণ করিয়া পুরীর মধ্যে গতি করাইলেন।

এই মতে কতক দিন যায় রাজকর্ম্মে সমস্তই রাজা বসন্ত রায় পূর্ব্ব মত করেণ মহারাজা অন্তঃকরণে বিচার করিয়া দেখিলেন পুত্র দুজ্জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা তদনুরূপ শিষ্ট এবং তাহার সন্তানেরাও আছে। আমার আর ব্যাপক কালের বিষয় নহে অতএব যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটা বিলি বন্ধান না করিয়া দেই তবে আমাব পরে ইহারদেব মধ্যে আত্মকলহ যথেষ্ট হবেক অতএব আমি থাকিয়া ইহারদের অংশের নিষ্পত্তি করিয়া দিব।

এ মতে এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্যকে ডাকিয়া কহিলেন পুত্র আমার শেষ দসা অতএব আমার পরে তোমার খুল্লতাত কর্ত্তা। এখন যে মত আমি তাহার ও ছাল্যা পিল্যা গুলিন আছে তাহারদের প্রতিপালনও তোমার আবশ্যক অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি তোমাকে আমাবদেব পরে তুমি কি তাহারদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবা যেমত আমি করিতেছি তোমার খুড়ারদিগে।

তাহাতে প্রতাপাদিত্য নিবেদন করিল মহারাজ আপনে থাকিয়া ইহার একটা বন্ধান করিয়া রাখুন নতুবা পশ্চাতকাল বেতণ্টা হওনেব আটক হবেক না (৪১) অতএব এখন নিষ্পত্তি করিলে ভাল ইহাতে মহাবাজা রাজা বসন্ত রায়কে নিকটে ডাকাইয়া বিষয়জ্ঞ করিয়া দশানি ছয় আন ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তাখতি২ করাইয়া আপন জিম্বা রাখিলেন। (৪২)

এই মতে কতক কাল গত হইল সকলেরেই সন্তান বৃদ্ধি হইল ইহাতে তাহারা বৃহৎ গোষ্ঠী হইলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য বিচার করিয়া পিতাব স্থানে নিবেদন করিলেন পিতা আমার ইচ্ছা আমি আব একখান স্বতন্তর পূবী নিম্মান করি নতুবা এস্থানে কিঞ্চিত কাল পরে স্থানাভাব হবেক অতএব আমি ইহার একটা বন্ধান করিতে চাহি অনুমতি হইলে প্রবর্ত্ত হইব। মহাবাজা বলিলেন এ সৎ পরামর্শ। রাজা বসন্ত রায়কে ডাকিয়া কহিলেন

প্রতাপাদিত্য আর একখান পুরী করিবেন তাহাতে তোমাতে তাহার স্থান নিরুপন কর তাহাই করিলেন যশহর পূরীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে একস্থান তাহার নাম ধূমঘাট। (৪৩) সেই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের পশন্দ হইল। অতঃপর বাটীর নকসা অনুক্রমে গড় সমেত তৈয়ার করাইলেন গড় ও বাটী ও সহর বাজার চারি পাঁচ বৎসরে যাইয়া তৈয়ার হইল। তাহার আনপূর্ব্বক বিবরণ লিখা যাইতেছে।

যশহর পূরীর বর্ন্নর্না। (৪৪) চারি দিগে গড় তাহার দীঘ প্রস্থ এক এক দিগে পাঁচ২ ক্রোষ আয়াতন গড় প্রসস্তে একশত হাত বিংশতি হাত ভিতর গড়ের উপর মৃত্তিকার পোস্তা ত্রিংশতি হাত উচ্চ গোড়ায় ষাইট হাত মাথায় দশ হাত এ কেবল মাটিয়া পোস্তা। পোস্তার বাহির ভাগে গড় তাহার দুই পার্শ্ব এবং মধ্যস্থল সামুদ্রাইক রেকতায় গ্রাস্থিত। গড়ের মধ্য-ভাগে কোর হইয়া মাটিয়া পোস্তা লাগিয়া দশ হস্ত পরিসর দেয়াল গাঁথন মাটিয়া পোস্তার মস্তক পর্য্যন্ত এবং পোস্তার ভিতর পার্শ্বেও সেই মত পাঁচ হাত প্রশস্ত প্রস্তরের দেয়াল। দুই পার্শ্বের দেয়ালের মাথায়২ খিলান তৎ-পরে সেই খিলানের উপরে আর পাঁচ হাত দেয়াল উচ্চই হইয়া সেই স্থানে মুরচাবন্দি দশ২ ব্যামান্তরে এক২ তোব রাখিবার স্থল এবং আয়োজন সমেত তোব সেই স্থানে নিয়োজিত ও তোবচিন এক২ তোবের সাতে দুই২ ব্যক্তি এবং তাহারদের রহিবার স্থান তথা হইল।

এই মত তোব গড়ের চারিদিগে ও চারিদিগে চারি দ্বার তাহার উপরে নৈবত খানা। জন্ত্রী নানান প্রকার জন্ত্র সমেত সে স্থানে আছে দণ্ডে২ প্রহরে২ সায়াহ্নে ও প্রভাতে তাহারদের নিয়মানুযায়ি সময়েতে বাদ্যধ্বনি করিতেছে। তাহার উপরিভাগে ঘড়ি ঘর তাহাতে তরো বতরো ঘড়ি ঘড়িয়ালেরা দণ্ডে২ তাহারদের কাংস্য ঝাঁজের উপরে মুদ্গার ক্ষেপন করি-তেছে। তদুপরি মন্দিরের আকার চূড়া তাহার নাম ঘণ্টাঘর তাহাতে

বৃহত সত ন:দীয় ঘণ্টা কলে বান্ধা হইয়া দোলায়মান সময়ক্রমে ঘণ্টা বাদক কল ফিরাইলেই আপনা হতে ঘণ্টা ঠনাঠন শব্দ করে।

চারি দ্বারে গড়ের উপরে লৌহ নির্ম্মিতি বলের পুল কল সহযুক্তে প্রস্তুত হইয়া আছে দ্বারপালেরা সে পুল ক্ষেপন করিলে গড়ের উপর বন্ধিমত লোকেরদের গতায়াতে পথ হয় সময় ক্রমে কল আকর্ষণ করিলে পুল উঠিয়া দ্বার বন্ধ করে। এই২ মত সর্ব্ব দ্বারে সকলেই আপন কার্য্যে নিযুক্ত।

গড়ের পোস্তার নিচে প্রথম দিব্য বাগান এক পোয়া পথ প্রশস্ত চারি দিগে সমান নানা প্রকার মেওয়া গাছ ও পুষ্প কানন ও মধ্যে অপূর্ব্ব কেয়ারি ও রহিবার রম্যস্থল। পরে সৈন্যের স্থল চারি দিগেই সমান আয়াতন। তৎপরে চারি দিগে সহর বাজার গোলা ও গঞ্জ বহুমতে খরিদ ফ্রোক্ত হইতেছে দেশ দেশের মহাজন লোক গতায়াত করিয়া খরিদ ফ্রোক্ত করে। এই মত সহর বাজার চারি দিগে অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্ত পরে দ্বিতীয় গড় তাহার সমস্তই এই মত। পরে তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম গড় সমস্তই একি সরঞ্জাম।

পঞ্চমীয় গড়ের মধ্যে অপূর্ব্ব শোভাকর পুরী আয়াতন সর্ব্ব সমেত দেড় ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রসস্তে ও সেই মত। রাজার পুরের শোভা অতি মনোহর আখ্যান ভব হেন্দোস্থানে এমত পূর কখন কেহ করিতে পারেন না।

তাহার প্রথমত চতুর্দ্দিগে নগর বেষ্টিত এক পরিপাটির রাস্তা সে রাস্তা পার হইয়া গেলে দিব্য সহর হাট বাজার গোলা গঞ্জ তাহার স্থানে২ ভিন্ন২ সামিগ্রি সকল বিক্রয় হইতেছে লোকেরা দালানের মধ্যেতে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে নানাবিধ সামিগ্রি তাহার স্থানে২ পরিপূর্ন্ন চারি দিগেতেই এই মত নগর। পৃথক২ পটি তাহা অতি শোভাকর। তাহার এক২

পাটিতে কেবল এক২ দ্রব্য পরিপূর্ণ কয়াল লোকেরা ডালা পসরা ধরিয়া জিনিস পত্র ওজন করিতেছে তাহার এক ভিতেতে পসারির দোকান সহস্রাবধি।

কোন দিগে চালু ধান বহুবিধ ভুষি বস্তু বিকিকিনি হইতেছে ডালি হারার পটি এক দিগে। কোন স্থানে নানা চিত্র বিচিত্র বস্ত্র। কোন ঠাঁই কাঁসারিহাটা। কোন এক দিগে কামারহাটা সকলেই আপন২ স্থানে বসিয়া নিজ২ জিনিস বিক্রয় করিতেছে। কোন দিগে জওহরিরদের দোকান তাহাতে মুক্তা প্রবাল মণি চুনি রকমে২ বহুমূল্য প্রস্তব। কোন স্থানেতে হালইকরেবা মিষ্টান্ন পর্কান্ন বেচিতেছে। গোপগণেরা কোন দিগে দধি দুগ্ধ যাচযমান হইয়া বেচিতেছে মাক্ষন ও লবণি খির ও সর ছানা দোকানে২ প্রস্তুত। কোন দিগে গোয়ালিনীরা বলিতেছে আমার এ আচ্ছা দধি আসিয়া কিন ইহা। তৈল ঘৃত লবণ কোন ২ স্থানে। কোন দিগেতে দোকানে মৎস্য পরিপূর্ণ। কোন ২ পটিতে কেবল মুদিখানা দোকান। কোন স্থানে চিনি ও মিছ্রির খারখানা। কোন স্থানেতে নানা জাতি ফল বিক্রি হইতেছে। আর এক স্থানে চিনাদি বস্ত্রীয় দ্রব্য। কোন ভাগে সুঁড়িগণের দোকান। কোন স্থানে তামাক গাঁজা ভাঙ্গ চরস বিক্রি হইতেছে। এক দিগে শাঁখারিগণ শঙ্খ তৈয়ার করিতেছে। কোন স্থানে ছুতাব লোক দোকান করিয়াছে কাষ্ঠের নানামত সামিগ্রি প্রস্তুত। কোন ভাগে পাথর কাটারদের দোকান। কোন স্থানে সুবর্ণ বণিকেরা দোকানে বসিয়াছে তাহারদের কেহ ২ টাকা মোহর বদলাই করে কেহ ২ কড়ি বেচে কেহ ২ কেবল সোনা রূপা। সোনা ও রূপাব বাসন কোন স্থানে থরে ২ রাখিয়াছে। কোন স্থানে পশ্চিমীয় বজাজেরা দোকান দিয়াছে বহুবিধ জিনিস তাহারদের দোকানে সাল পামরি বনাত পট্টু ভোট কম্বল জমাট ইত্যাদি বস্তু রকমে ২। শাদা থান পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া

প্রথক ২ আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো। শত ২ দোকান কোন স্থানেতে দুলিচা গালিচা সতরঞ্চি মখমল। কোন দিগেতে কারোয়ানেরা ঘোড়া হাতী ওট খর গরু মেষ অজা ইত্যাদি পালে ২ লইয়া বসিয়া আছে। এই মত বৃহত শোভাকর সহর।

তার পরে চারিদিগে চাবি সরোবর নানাবিধ পুষ্প তাহাতে সুগন্ধ আমদ করে। বিলক্ষণ মিঠা জল বিস্তর ২ বিহঙ্গম তাহাতে জলক্রীড়া করে। চারি সরোবরের পার্শ্বেতে অপূর্ব্ব বাগান বিধানে ২ সহস্রাবধি পুষ্প তাহায় শোভা পাইতেছে। লক্ষ ২ মেওয়া বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কত ২ মালিগণ তাহাব তদবির কারক শোভান্বিত ফুলওয়ারি তাহাতে ভ্রমরা ভ্রমরি ঝঙ্কার দিতেছে।

চতুর্দ্দিগেতে কোকিলেরা. সুনাদ করিয়া বুলিতেছে আর আর পক্ষিরা ডালে ২ বেড়াইতেছে মউর পেকম ধরিতেছে খঞ্জনেরা নৃত্য করে সহস্রা-বধি আর ২ পক্ষি চারিদিগে কলধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর উদ্যান। প্রথমত নগর বেষ্টিত বাট। তৎপরে সহর। তারপর সরো-বর। তার পর উদ্যান ক্রমে ২ এ চারি স্থান। এ চারির আয়াতন এক ক্রোশ। তৎপরেতে চন্দ্রপ্রভা পূরির আরম্ভ।

প্রথমত মল্লগণেরা ও অশ্ব ও গজ ও আর২ সওয়ারির পশুগণের রঙ্গভূমি অর্দ্ধক্রোশ প্রশস্তে পুরির চারিদিগ বেষ্টিত। ইহাতে দুর্ব্বা ঘাস জমাইয়াছে অর্দ্ধহাত পুর দুর্ব্বা সমাশর। শত২ মালিরা তাহার তদবির করে নির-বধি ছাপ ও সমাশর রাখিতেছে। অতএব এইমত সে রঙ্গভূমি দূর্ব্বা যেন সবুজ বর্ণ মখমলের ন্যায় দেখা যায়।

ইহা ছাড়াইলে পূরির আরম্ভ। পূবে সিংহদ্বার পূরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রাহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভিগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে

ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহারদের সাতে আর২ অনেক ২ পশুগণ।

এক পোয়া দীর্ঘ পস্থ নিজপুরী। তার চারিদিগে প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পূবর দিগের সিংহদ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা। শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎখানা তাহাতে অনেক ২ প্রকার জন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে জন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ডপূর্ণ হবা মাত্রেই তারা তাহারদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।

তদুপরিভাগে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় ঘণ্টাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে অতি উচ্চ সে ঘর বিলক্ষণ দেখায় তাহার মধ্যে সত নাদীয় ঘণ্টা বদ্ধ লোকেরা তাহার সময়েতে কল ফিরাইয়া দেয় প্রতি দণ্ডে সে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে ঘণ্টার ঠন ঠনি শব্দ গড়ের মধ্যে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত শুনা যায়।

ঘণ্টা ঘরের চূড়ার উপরে ধ্বজ। তাহাতে উড্ডীয়মান পতকা শোভা পাইতেছে কৃষ্ণবর্ণ পতাকা উড়িতেছে সে ধ্বজের ওপরে তাহা অন্য লোকেরা দ্বারে থাকিয়া দেখিতে পায় যে মত মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে। এমত আশ্চর্য্য সিংহদ্বার গঠন করিয়াছে হেন্দোস্থানের মধ্যে এমত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।

দ্বারে দ্বারপাল সের আলি খাঁ (৪৫) নামে পাঠান ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দর্শ কায় মহা পরাক্রমে। আফিম চরস ইত্যাদি খায় সাদাই ক্রোধি শত শত পাঠান তাহার পরিবার অতি দম্ভেতে সে দ্বার রক্ষা করে তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষ লোক পলায়নপর হয়। সে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার পর অপূর্ব্ব সুশোভিত নগর চারিদিগেই দোপটি সহর ছেমহলা

বালাখানা তাহাতে পৃথক ২ স্থানে বেস মূল্য সামিগ্রির মহাজন লোকের দোকান। বহুমত প্রকার বস্তু সেখানে বিক্রি হয়।

যদি সে পূরে প্রবেশ করিতে চাহ তবে শুন তাহার পথ এই ২ দিগে।

পূর্ব্ব দ্বার পূরী। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমত উত্তরবাহিনী হইয়া সে পথের সীমা পর্য্যন্ত যাইও পরে পশ্চিম মুখে যাইয়া দক্ষিণ মুখে হইবা। তাহার অর্দ্ধ পথ গেলে দ্বার পাইবা সে দ্বিতীয় দ্বার সিংহদ্বারেরি মত। পূর্ব্বমুখ হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবা পূর্ব্বমত সহর বাজার চৌদিগে ছেমহলা শোভা পায়। পরে উত্তর দিগে গতি করিয়া পথ না পাইলে পূর্ব্বমুখে যাইও। দক্ষিণ মুখে অর্দ্ধপথ গেলে আর এক দ্বার পাইবা সে দ্বার ও সিংহদ্বারের তুল্য। পশ্চিম হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিবা এক দিব্য চক। অতি শোভান্বিত চক চিনার ভাস্করেরা তাহার চুনকামকারক। চকের চারিদিগে স্ফটিকের বেদি। ইহাতে সে স্থানে তেজস্কর ঝিকমিক করে।

মধ্যেস্থলে নানা বর্ণের প্রস্তরে রচিত এক উচ্চইতর দিব্য মঞ্চ তাহার উপরে শ্রীমূর্ত্তির বার হয় বিশেষত পর্ব্ব উচ্ছবের সময়ে গোবিন্দদেব (৪৬) তাহার উপরে বিরাজমান হএন। চকেতে প্রবেশ করিয়া বামদিগে গতি করিও কতকদূর এই মতে গেলে দ্বার দৃষ্টি হইবেক সে দ্বার ও বৃহত দ্বার সিংহ দ্বারের ন্যায়। নওবতখানা ঘড়ি ও ঘণ্টা ঘর সমস্তই একি সিংহদ্বারের মত কেবল এ দ্বারের দ্বারপালেরা রাজপুত নতুবা আর কিছু বিভেদ নাই সিংহদ্বার হইতে। সে দ্বারে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া কতদূর গেলে সম্মুখে এক বিলক্ষণ দরজা পাইলে পশ্চিম মুখে সে দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তর মুখ হইয়া ডাণ্ডাইও তাহাতে সম্মুখে অতি সান্নিধ্য এক দ্বার পাবা তাহার মধ্য দিয়া গেলে পশ্চিম দিগে কতদূর যাইও।

ডানিদিগে দ্বার পাইলে উত্তর মুখে হইয়া তাহাতে পসিও। তৎপরে

ঐ মতে কতকদূর যাইতে ২ দেখিবা বামে দ্বার তাহে সাদাই ঐ দিগেই গমন করিও দূরে সম্মুখে এক দ্বার পাইবা উত্তর মুখে তাহার মধ্যে গেলে এক মনোরম পূরী দেখিবা সে অতীতসালা দেশ দেশের যাবদীয় অতীত রাজ্জ বাটীতে উত্তরিলে সেই পূরীতে তাহারদের স্থিতি হয়। ছেমহলা সে পূরী। অদ্যা পর্য্যন্ত (৪৭) অতীতেরদের স্থিতি সেই আলয়তেই হয়।

সে পূরীর দক্ষিণ পশ্চিম কোনে এক দ্বার পাইবা। মনোহর ফুল বাগান তাহার মধ্যে এক দিব্য চবুতারা তাহাতে কখন২ বৈঠক হয়। তাহার পশ্চিম দিগে দক্ষিণ মুখ দ্বার পাইবা তাহার ভিতর গেলে দেখিবা ভাণ্ডারের পূরী। তাহাতে ২ স্তুপ ২ চেরি ২ খাদ্য সামিগ্রি কত ২ ভাণ্ডারিয়া তাহাতে নিযুক্ত দ্রব্যজাতি আনয়ন করিতেছে এবং বিতরণ করিতেছে এই মত তাহারদের ক্রিয়া দিবা রাত্রি।

দোমহলা বেশ ঘর। তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনে এক দ্বার পাইবা তাহা দিয়া গেলে সে স্থানে দেখিবা এক দিব্য সরোবর। রাজপুরের যাবদীয় পুরুষ মানুষ সেই সরোবরে সবেই স্নান করেণ। তাহার অপূর্ব্ব নির্ম্মল জল। সরোবরের চারিপার্শ্ব তাহার তলা হইতে প্রস্তরে গ্রন্থিত। চারি পাড়ের উপরে স্ফটিক বিরচিত চারিবেদি। চারিদিগে শ্বেত প্রস্তরে রচিত চারি ঘাট। ঘাটের উপরে অপূর্ব্ব বিরাজের স্থল দোমহলা। সে স্থান বড় সুগঠন।

সরোবরের মধ্যস্থলে এক বেদি। প্রস্তরের ত্রিশ স্তম্ভ রোপণ করিয়া তাহার উপর দিব্য চবুতারা। চবুতারার চারিপার্শ্বে সহস্র২ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভ্রমরেরা তাহাতে ঝঙ্কার ধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর সরোবর।

সরোবরের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে আর এক দ্বার পাবা। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবরি যাইয়া ডাহিন দিগে দ্বার পাইলে তাহার মধ্যে পসিও

সেখানে দেখিবা পৃথক স্থান তাহাতে দেয়ান মুৎছদ্দিগণের বৈঠক হয় তাহার কোন স্থানে মালের কাছারি। কোন দিগে দেয়ানী ও ফৌজদারী আদালত তেজারতের কাছারি। এক দিগে কোন স্থানে পোদ্দারেরা টাকা পরখাই করিতেছে। এই মত অতি জলজলাট দিবা রাত্রি সে স্থানে।

তারপর তার উত্তর পশ্চিম কোন দিয়া চলিয়া যাইও উত্তর মুখ হইয়া বহুদুর গেল বাম দিগে দ্বার পাইবা তাহা পার হইলে দেখিবা পূরী দেবালয়। তাহা হইতে দক্ষিণ মুখে বারি হইবা মাত্রেই যে দ্বার পাইবা তাহার মধ্যে খাজানাখানা জানিও। সমস্ত আমদানির টাকা সেই স্থানে থাকে। খাজানাখানার পশ্চিম দিগে দ্বার পাইলে তাহে পসিলে দেখিবা দেবী পূজার পূর। তাহারি উত্তর পশ্চিম কোনে দ্বার সেথায় এক সল্প স্থান সেখানে বোধনের গাছ।

তাহা পাচ করিয়া পশ্চিম মুখ দ্বারে গেলে দিব্য পূরী তাহার নাম দেয়ান খানা। তাহাতে রকমে২ মিনার কারখানা। তাহা দেখিয়া তাহার পশ্চিম দক্ষিণ কোনে গেলে দ্বার পাইবা সে তোষাখানা রাজার যাবদীয় ধন রত্ন রাখিবার স্থান। সে স্থান হইতে চলিতে চলিতে দক্ষিণ মুখে হইয়া যাইও দক্ষিণ পূর্ব্বে দ্বার পাইবা তাহাতে পসিও। মহারাজার কুটুম্ব অন্তরঙ্গ রহিবার স্থান। সে পূরীর পূর্ব্বদিগে দ্বার তাহার মধ্যে বালকেরদের পাঠশালা।

তাহা ছাড়াইলে দক্ষিণ মুখ হইয়া গতি করিও। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনে দ্বার পাবা সে পূরীর নাম নাচঘর। সে পূরী দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হবেক যে এমত স্থান মানুষে কি মত গঠন করিল। ঝকি মাক করে তাহাতে দৃষ্টি করা কঠিন একারণ তাহার যাবদীয় স্থান রজত মণ্ডিত। তাহার মধ্যস্থল এক অপূর্ব্ব স্থান তাহার মধ্যে নটীরা নৃত্য গীত করে।

অনেক২ জন্ত্র তথায় আছে। কোন দিন নৃত্য দেখিতে মহারাজা আসনে রাণীগণের সহিত আগমন করেন।

সে পূরের দক্ষিণ পশ্চিমে গেলে পুন দ্বার পাবা বৈঠকখানা পুরী তাহার নাম। এবং মহারাজার জল পানীয় সামিগ্রি সেই স্থানে থাকে তাহার অজ দক্ষিণে দ্বার সে মহারাজার ইষ্ট পূজার স্থল। সে পূরীর পশ্চিমে যে দ্বার সেই অন্তঃপুর যাওনের পথ। তাহার মধ্যে যাইয়া প্রথমত দেখিবা দিব্য দ্বাররক্ষক নপুংসকগণ অনেক নপুংসক সেই দ্বার রক্ষা করে। মহা-বলবান তারা যমে নাহি ডরে।

সে দ্বার পার হইয়া গেলে অন্তঃপুরে পসিয়া বামে দ্বার। দক্ষিণ মুখ হইয়া সেই দ্বারে প্রবেশ করিও পরে পশ্চিম মুখে পুনঃ দ্বার তাহা দিয়া যাইও উত্তর মুখ হইয়া। অৰ্দ্ধ পথ গেলে সে ঘরের দ্বার পাইবা। উত্তর দক্ষিণ দিঘল চৌমহলা সে ঘর। তাহার সর্ব্ব উপরে মহারাজার রহিবার স্থল। ছেমহালা অবধি নিচে আর২ লোকের ঘরের পশ্চিমে এক লম্বা দোমহলা ঘর তাহাতে আর২ দ্রব্য জাতি থাকে। তাহার উত্তর ভাগে রসইশালা।

রসইশালার পশ্চিম দিয়া পুষ্কন্নির পথ। বড় ঘরের নিজ দক্ষিণেই অন্দরের বাজে লোকের সেতখানা আর২ সেতখানা দোমহলা ছেমহলা চৌমহলা মহলা মহলায়তেই আছে। এই২ মত ধুমঘাটের পুরী। (৪৮)

এথা পূরী তৈয়ার হওনের পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্যের পরলোক (৪৯) হইয়াছে তাহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্রাটপূর্ব্বক সমাপন করিয়াছেন এই মত কতক কাল গত হয়। এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা বসন্ত রায়ের স্থানে করপুটে কহিলেন খুল্লতাত মহারাজা আজ্ঞা হয় করিতে ধুমঘাটের পূরীর গৃহপ্রবেশ এবং এ দাসকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। (৫০) ইহাতে বসন্ত রায় বিবেচনা করিলেন এখন দাদার কাল হইল। এই দুরন্ত অসুর

অতএব সম্প্রতি অন্তর হইয়া থাকিলেই ভাল। (৫১) এতদর্থে কহিলেন আমি এখন সেই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলাম। এই মতে রাজা বসন্ত রায় মন্ত্রিগণের সহিৎ একাসনে বসিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হওন ও গৃহপ্রবেশন মহামহোৎসবের সমধ্যার সামিগ্রি আয়োজনের আন্দাজি বরার্দ্ধের বিবেচনা করিতেছেন। ক্রোর টাকা খরচের বারার্দ্ধ হইল। (৫২) নিমন্ত্রণ রাঢ় গৌড় বঙ্গ (৫৩) তাহাতে দুই দেশের কেবল প্রধান২ লোক রাজা ও অধ্যাপকগণ। বঙ্গের সামুদাইক ব্রাহ্মণ কায়স্ত বৈশ্য আর২ যাবদীয় অপরাপর লোক সমস্ত ইতর বর্ণ যবন ইত্যাদি ছত্রিশ জাতি। ইহাতে অতি মহাসম্রাট হবেক।

ইহারদের ভক্ষ্যভুয্য আয়োজন এবং রহিবার স্থান নিয়োজন করণ এ সমস্তের সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা রাজা বসন্তরায়। রহিবার স্থান নিয়োজিত হইল পূরের মধ্যে। ভক্ষ্য দ্রব্য আয়োজন কর্ত্তা বাসুদেব রায় পৃভিতি আট জন। আর২ সহস্রাবধি লোক তাহারদের পরিবার গ্রামে গ্রামে পরগণায়২ কর্ম্মচারিদের স্থানে তাহারদের বরার্দ্ধ আনুক্রমে চালু সরু মোটা আতপ উসনা কলাই নানান প্রকার মাস কলাই মুগ অরহর খেসারি মসুরি মটর রম্ভা বোরা ইত্যাদি। তৈল ঘৃত লবন মধু গুড় রকমে২ চিনি মিছরি এ সমস্ত জিনিসের ফর্দ্দ গচ্ছিত হইল। দধি দুগ্ধ খির নবনি ছানা ও মিষ্টান্ন পর্কান্ন চতুর্ব্বিধ প্রকার চব্য চষ্য লেহ্থ পেয় নানাপ্রকার মিষ্টান্ন সমস্ত সামিগ্রির ফরমাইস দিলেন। নানাবিধ ফল নারিকেল আম্র পনশ কদলি আর২ সমস্তের ফরমাইস হইল। স্থানে২ ভাণ্ডারার স্থান নিয়মিত সহস্রাবধি ভাণ্ডার। শত২ মুটীয়া লোক ভাণ্ডারে নিয়োজিত হইল।

রাজাহওন ও গৃহপ্রবেশনের দিন নির্ণয় হইল বৈশাখী পূর্ন্নিমা (৫৪) মহা পুণ্যাহ দিন তদানুসারে নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়া দেশে২ ভাটগণ পাঠাইলেন। সামিগ্রি সমাধান দিবা রাত্রি নৌকাযোগে ও বলদে ও শকটে আপন সুগম মতে পরিপুর্ন বোঝাই হইয়া নিয়োজিত ভাণ্ডারে২ দাখিল হইতেছে।

কর্ম্মের দিনের দশ দিবস পূর্ব্বে বরাহুত ব্রাহ্মণগণ ও ভাট ফকির আর কাঙ্গালি লোকেরা আসিতে প্রবর্ত্ত হইল। বরাহুত সমস্ত লোকের রহিবার স্থল গড়ে২ নিয়োজিত হইয়াছে তাহারদের পরিচারক লোকেরা আইসন মাত্রেই তাহারদিগকে সাতে করিয়া বাসায়২ স্থল দেয় এবং তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের ভাণ্ডার সেইং স্থানের সান্নিধ্য। ভাণ্ডারিগণেরা সমাচার পাইলেই লোকের গণনা মতে সামিগ্রি দেয়। কোন লোক না পাইলাম বাক্য কহিতে পারে না।

রাজাগণ ও অধ্যাপক ও কায়স্ত ও বৈদ্য আর২ ব্রাহ্মণ লোকেরদের আগমন পাঁচ দিন থাকিতে আরম্ভ হইল। পৌঁছিবা মাত্রেই পরিচারক লোকেরা আপন২ প্রভুরদের সেবাতে নিযুক্ত কদাচিৎ কাহ দিয়া কোন ত্রুটি হয় না। সকলেই আপন২ বাসায় ভোজন পান গীত বাদ্য নৃত্য ক্রিয়াতে সকলেই সদানন্দ। তা২ থৈ২ নৃত্য গীতে আমোদিত। ইহাতে বিমর্ষ কেহ নহে সকলেই সদানন্দ।

এই মতে শতাবধি সহস্রাবধি ত্রিবিধ প্রকার লোকের আগমণ হয় দিবা রাত্রি অবিরামে আসিতেছে।

এই২ মতে ক্রিয়ার পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত লোকেরদের আগমন হইল। সায়ংকাল তাগাদ আমদানির ক্ষমা পড়িল।

ধূম ঘাট পঞ্চক্রোশি (৫৫) মানবারণ্য হইল। হাট ঘাট বাট নগর চাতরে বালাখানা ও তহখানায় লোক পরিপূর্ন থাও দাও চতুর্দ্দিগে এইমাত্র রব না পাইলাম বাক্য কাহার বদনে নিস্মরে না। ভাণ্ডারিরা এক২ জনকে দশ২ জনের উপযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল তাহাতে সমস্ত লোক ভোজন পানে পরিতোষ। চারি দিগে সাধুবাদ জয়২ কার ধ্বনি করিতেছে। সমস্ত লোকেরা এই মতে রজনী কাটিতেছ।

অথ পুরের মধ্যে মহারাজা বসন্তরায় ঠাকুর তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে(৫৬)

সাতে করিয়া যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিবাস রাজনিত ক্রিয়া সমাচরণ করিলেন।

রাত্রির শেষভাগে জন্ত্রিরা এককালে দ্বারে২ নৌবত খানায় নৌবত ও ঘণ্টা ঘরে শত নাদীয় ঘণ্টা আর উচ্ছবীয় বাদ্যকরেরা আপন২ জন্ত্রে সুনাদ করিতে প্রবর্ত্ত। বাদ্যধ্বনিতে এককালিন সহর সমেত সমস্তই কম্পমান ধাঁ২ তাঁ২ এইমাত্র শব্দ চারিদিগে।

প্রত্যুষায় ব্রাহ্মণেরা প্রাতস্নান করিয়া বেদধ্বনি করিতে২ সভাগমন করিতেছেন। তৎপশ্চাত রাজাগণেরা ও নিরহ কায়স্ত বৈদ্যগণ সেই মতাবলম্ব আর২ অপরাপর লোকেরা বরাহুত অনাহুত লোকেরা তামাসা দেখিতে সভাস্থ হইল যাইয়া।

জন্ত্রিগণেরা সভার এক পার্শ্বে বসিয়া বিনা আদি জন্ত্রে মধুর ও মাধুর্য্যরাগে মঙ্গল আলাপ করিতেছে চকের মধ্যে বেদির চারিপার্শ্বে ত্রিবিধ প্রকার লোকের বৈঠক। উপরিভাগে অতি বৃহত সামিয়ানা চারিদিগে ছেমহলার ছাতেতে কড়ায় ২ বদ্ধ চকের মধ্যে সূর্য্যের প্রকাশ নাই। এই মত আনন্দে সকলের বৈঠক হইয়াছে নট নটী গণ নৃত্যগান করিতেছে এই মত আমোদেই সভাসত লোক সমস্ত আছেন।

পূরীতে মঙ্গলাচার হইতেছে। দ্বারে২ তণ্ডুল ও দধি লেপন করি। বারিপূর্ণ কুম্ভ সমস্ত পল্লব ও অখণ্ড ফলে নিয়োজিত হইয়া শোভা পাইয়াছে। পুষ্পমালা ও আম্রশাখা দ্বারে২ দোলায়মান। মনোরমা নৃত্যকীরা দ্বারে২ নৃত্য করিতেছে।

শুভক্ষণানুসারে যশহর পূরীর সমস্ত রাণীগণেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য অম্লান বস্ত্র কেহ বা পট্ট বস্ত্র কেহ বা কামতাই কেহ বা লক্ষ্মীবিলাস কেহ বা পীতাম্বর কেহ বা নীলাম্বর নানান প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশ বিন্যাস করিয়া বহুবিধি সুগন্ধি আতর পৃভৃতিতে

আমোদিতা হইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণে ধুম ঘাটেরপূরীতে আগমন করিতেছেন।

একশত চতুর্দ্দোল পরিপূর্ন্ন। অগ্রে রাণীরা তাহারদের বালক বালিকা সহিত চতুর্দ্দোলারোহনে গমন করিতেছেন তৎপশ্চাত মনোরমা সেবকীরা সেইমতে। ইহারদের চারি পার্শ্বে মনোরমা নৃত্যকীগণ চতুর্দ্দোলা রোহনেতে শত২ নৃত্যকী নৃত্য গীত বাদ্য ধ্বনী করিতেছে। সকলের অগ্রভাগে রত্ন মণ্ডিত চতুর্দ্দোল তাহার বর্ণনা কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

চারি ব্যাম দীর্ঘ প্রস্থ স্বর্ণ তেলাকারি মণ্ডিত। চারিপার্শ্বের ঝালর। উপরি ভাগ মখমলের বিছানা পাতিত। বিছানার চারি কেনারা টোপে বদ্ধ ঝালরের চারিদিগের মুড়ায় শত২ কাংশ্য ঘন্টিকা দোলায়মান ঠুন্নু২ শব্দ করিতেছে। দোলার মধ্যাস্থলে কাষ্ঠনির্ম্মিত স্বর্ণ মার্জ্জিত মন্দিরের আকার চূড়া সহযুক্তে দিব্যস্থান। সেই মন্দিরের চারি স্তম্ভ স্বর্ণ মণ্ডিত উপরিভাগে মখমলের ঘটাটোপ। তাহাতে তেজস্কর চুনি ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার ঝাবা চতুস্পার্শ্বে। তাহার মধ্য দিব্য রত্ন মণ্ডিত সিংহাসন কতেক শোভাকর সামিগ্রি তাহাতে শোভা করিতেছে। তাহার মধ্যে জরির বিছানা ও বালিষ শোভা পাইতেছে। সেই আসনে মহারাজা ও মহারানী বিরাজমান ও বিরাজমানা মন্দিরের চারিদিগে কৃত্রিম পুষ্প উদ্যান আতর ইত্যাদি সুগন্ধিতে রচিত। এই মত চতুর্দ্দোলা রোহণেতে রাণিগণ বিরাজমানা হইয়া নূতন পূরীতে গমন করিতেছেন।

সকলের আগে দ্বিজগণ বেদ উচ্চারণ করি স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। এইমতে প্রফুল্ল মনে গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশ হইলে রাণীরদের আজ্ঞায় সেবকীরা তৈল পান ভক্ষ্য দ্রব্য মিষ্টান্ন পৃভৃতি দ্রব্য গরিব লোকের দিগকে বিতরণ করিতেছে। এই২ মতে সকলেই আনন্দিত। পূরীর মধ্যে চারিদিগে জয়২ কার ধ্বনি হইতেছে।

বাহিরে শুভলগ্নানুসারে মহারাজের অভিশেক করিয়া চকের মধ্যস্থলে স্ফাটিক রচিত শোভাকর মঞ্চে দিব্য সিংহাসন শোভা করিতেছে তাহার মধ্যে আসন করাইলেন মঞ্চের উপরে : রাজা প্রতাপাদিত্যকে রত্ন অভরণে ভূষিত করিয়া স্বর্ণ টোপর মস্তকে দিয়া সিংহাসনে বসাইলে এককালে জন্ত্রীরা সমস্ত জন্ত্রে ধ্বনি করিলে বাদ্যের শব্দ অতিশয় হইয়া সমস্তকে কম্পিত কম্পমান করিলেক।

একজন পশ্চাত ভাগে থাকিয়া রাজার উপরি ভাগে রত্ন খচিৎ ছত্র ধারণ করিল। আর২ শত২ জন শেত চামর কৃষ্ণ চামর ব্যাজন করিতেছে এবং শত২ ময়ুর ছল লইয়া লোকেরা ডণ্ডবত হইয়া রহিয়াছে। মঞ্চের নিকট হইতে প্রায় চকের মুড়া পর্য্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ও চাপদার ও বান ও নিশান ও বরশি ও ভালা ঢালিয়াত শিপাহিরা সমস্ত ডাণ্ডাইল।

দ্বারের উপর নকিব লোকেরা জয়ধ্বনি ফোকারিতেছে। মহারাজের জয় হওক২। এই মত রব চারিদিগে উঠিল। গড়ের উপরের তোবচিন লোকেরা এক কালিন সমস্ত তোবের দেহড় করিল। বন্দুক ওয়ালা বর কন্দাজেরা ও সেই মত করিল। সর্ব্বত্রে জয়২ কার ধ্বনি হইলে সভাস্থ রাজাগণ ক্রমে২ সভা হইতে উত্থান করিয়া যৌতুক প্রদানে সম্ভাষিত হইতে ছেন। এই২ মতে ক্রমে২ সমস্ত রাজাগণ সম্ভাষাকরণের পরে আর২ প্রধান২ লোকেরা উত্থান করিয়া যৌতুক দেওনের ছলায় সম্ভাষা করিলেন। পরে কটুম্বান্ত রঙ্গ বন্ধু বান্ধব যাবদীয় সকলেই সেইমত।

এবং মহারাজার প্রধান২ চাকর লোকেরা নজর প্রদান ও ডণ্ডবত ও প্রণামাদি করিয়া আপন২ নিরূপিত স্থানে ডাণ্ডাইলেন। পরে সমস্ত চাকর ও রাইয়ত লোক নজর দিয়া প্রত্যক্ষ আলাপে সম্মানিত:হইল। এই২মতে মহারাজা এ ক্রিয়া শাঙ্গ করিয়া দ্বিজ সভায় গত্তি করিয়া পণ্ডিত এবং আর দ্বিজগণ সমস্তকেই যথেষ্ট সম্মান করিয়া বাসায় বিদায়:করিলেন তাঁহারদিগকে।

তৎপরে আপনারদের স্বশ্রীনী সভায় যাইয়া প্রথমে রাজা বসন্তরায় খুল্লতাতের পদে নত হইয়া পড়িলে আপনি রাজা ভ্রাতুস্পুত্র কুমার বাহাদুর রাজাকে ক্রোড়ে করিয়া শির চুম্বনে বিস্তারিত সমাদর করিলেন এবং আর২ সকলেরি সহিত মিলনের পরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

সে স্থানে রাজার গুরু পরম্পরা রাণী ঠাকুরানীরা পূর্ব্বেই মঙ্গল রচণা কবিয়া রাখিয়াছিলেন তদানুরূপ সাঙ্গত্য করিয়া রাণীকে রাজার বাম পার্শ্বে একত্তর রাখিয়া বরণ ইত্যাদি নারী ব্যবহাব মঙ্গলাচার করিয়া ঘরের মধ্যে দিব্য পুষ্প শয্যায় বসাইয়া মঙ্গল আরতি করিয়া যৌতুক রাজাও দিলে সকলকে পরিচা মতে সন্মান রক্ষা কবিলেন।

বাহির ভাগে যাবৎ বরাহুত লোক পৃথক২ স্থানে রাজা বসন্তবায় আপনে যত্ন পূর্ব্বক সকলকে মিষ্টান্ন পক্কান্ন ভোজন করাইয়া পরিতোষ করিলেন। সর্ব্বত্রেই জয়২ কাব ধ্বনি।

পবাহ্নে যথেষ্ট সন্মানে রাজা ও পণ্ডিত ও আর২ দ্বিজগণ এবং প্রধান২ কায়স্ত ও বৈদ্য আর২ যে কেহ ছিল সকলকেই বিদায় কবিলেন।

পরদিবস বরাহুত লোকের দিগকে প্রতিজনেরে এক বৎসর কাটানের উপযুক্ত অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন ইহাতে সুখ্যাতির ধ্বনি দেশ বিদেশ আসমুদ্র হইল মহারাজার যশ সর্ব্বত্রেই ঘোষণা।

স্বশ্রেণী লোকের দিগকে নিমন্ত্রণ দিয়া একদিবস পক্তি ভোজন হইল। এবং সকলেরি সন্মান পূর্ব্বক আপন২ স্থানে বিদায় করণের পরে একমাস ত্যাগাদি যশহর পুরের সকলের অবস্থিতি ধুমধাট ছিল। তাহারা ও সন্মা-নিত হইয়া আপন২ স্থানে যাত্রা করিলেন। এই মতে এ কার্য্যের সঙ্কুলন হইল।

রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গ ভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এইমতে বৈভবে কতক কাল

গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেণ আমি এক ছত্রী রাজা হইব এ দেশের মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানের দিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল। এখন কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই মতে ঐশ্বর্য্য পর২ বৃদ্ধি হইতেছে। নিকটাবর্ত্তি আর২ পট্টাদার যে২ ছিল সমস্তকেই উৎখ্যাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইল। কোন ক্রমে আর হ্রাস নাই পর পর বৃদ্ধি।

বিবেচনা করিল আমার ধনের কিছু অধিক আকিঞ্চন নাই। তাহা প্রচুর মতেই আছে। এখন আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভূঁয়ার দিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি। এখন আমি ইহাতে অপারক নাহি সর্ব্বক্ষম।

সে সময় এ প্রদেশে বারো ভুঁয়া ছিল। বাঙ্গলা বেহার উড়িস্যার কতক আসাম এই২ দেশ তাহারদের বারো জনের অধিকার। (৫৭) তাহারদের একজন রাজা প্রতাপাদিত্য এই২ মত বিবেচনা করেন। এবং সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রবর্ত্ত ক্রমে২ সৈন্য জমা করিতেছেন। রাজা প্রতাপাদিত্য অতি ভাগ্যমন্ত রাজা।

লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী। তিনি অদ্যাপিও আছেন। (৫৮) মহারাজাকে সদয় হইয়া বর দিলেন তাহাতেই উহার এতেক প্রদপ্ততা। তাহার বিবরণ এই শুনিয়াছি।

এক দিবস রাজার বাহির গড়ের সেনাপতি কমল খোজা (৫৯) নামে একজন মহাপরাক্রান্ত এবং রাজার কাছে বড়ই প্রতিপন্ন হাত যোড় করিয়া নিবেদন করিল রাজার গোচরে। মহারাজা আমি দুই তিন দিবস হইতে দেখিতেছি রাত্রি দুই প্রহরের পরে ঐ জঙ্গলটাতে অকস্মাত অগ্নি আকার প্রজ্বলিত হয় বড়ই দীপ্তিকর প্রচণ্ড আনলের ন্যায় তাহাতে প্রথম দিবস

ঠাওরাইলাম বুঝি কোন রাখাল ইত্যাদি লোক এ বনে অগ্নি দিয়া থাকিবেক তাহাতে রাত্রে প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রাতে ঘোড় শোয়ারিতে যাইয়া দেখিলাম বন পূর্ব্ব মতই আছে বরং অধিক তেজস্ব। দুই তিন দিবস হইতে আমি এই মত২ দেখিতেছি। মহারাজা আমাকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিবেন এ পরাভয় প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।

অদ্য সেইস্থানে এক আশ্চর্য্য ক্রিয়া হইয়াছে। রাখাল ছোক্রারা প্রত্যহ ঐ মাটে গরু ছাড়িয়া দিয়া ঐ খানে খেলায়। অদ্য তাহারা পূর্ব্বমত করিয়াছিল তাহাতে সেই স্থানে একটা ঢিপি আছে বনের ফুল ইত্যাদি সেই ঢিপিতে সাজাইয়া নিরূপিত করিল এক কালীঠাকুরাণী এবং ফুল দিয়া সেই ঢিপিতে পূজা করিল। ওই রাখালদের কেহ নিরূপিত হইল কর্ম্মকর্ত্তা। কেহ পুরোহিত। তাহারদের কেহ ছাগল। একগাছ হোগলা ঘাশ আনিয়া নিরূপণ করিল খড়্গ।

পরে ছাগল নিরূপিত ছোকরা উবুড় হইয়া পড়িলে বলিদান কারক নিয়োজিত হোগলার খড়্গ উঠাইয়া এক কোপ মারিল তাহার ঘাড়ে তাহাতেই তাহার শিরচ্ছেদন হইয়া বেগে রক্ত ছুটিল ছোকরা ধড়ফড় করিতে লাগিল। অন্য২ ছোকরা পলায়নপর পরে সে শিরকাটা ছোকরার মাতা পিতা নালিস করিলে অন্য২ ছোকরারদিগকে অক্রমন করিয়া আনা গিয়াছে। সমস্ত ছোকরারা এই মত কহে এবং সে কাটা শব সেই স্থানেই আছে এবং তাহার পিতা মাতার চৌকিদার।

রাজা এ আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ মাত্রেই সমস্ত সভাসমেত উত্থান করিয়া আপন২ জনারোহনে সেই স্থানে গেলে খোজা সেনাপতির বাক্য তৎমতে বিদিত হইল। দেখিলেন সে ঢিপিতে নানা প্রকার ফুল সাজাইয়াছে এবং মুণ্ড কাটা ছোকরা ও সে হোগলার খাঁড়া রক্ত মিশ্রিত। রাজা আর২ ছোকরারদিগকে নিকটে ডাকিয়া বিবরণ তৎমতে জ্ঞাত

হইলেন তাহারদিগ হইতে কিন্তু ইহার হেতু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

শব মৃত শরীরের লক্ষণ কিছুই হয় না শরীরের উত্তাপ জীবত শরীবের মত ফুলেও না এবং দুর্গন্ধও হয় নাই কেবল স্কন্ধ মুণ্ড আলাদা২ হইয়া রক্ত অনেক পাত হইয়াছে এ সকল ধারা ও নির্য্যাস করিতে পারিলেন না। এক সিন্দুক আনাইয়া তাহাব মধ্যে ছোকরার মুণ্ড সমেত শরীর রাখিয়া সিন্দুকের চাবি আপন কাছে রাখিলেন। ছোকরার মাতা পিতাকে কহিলেন কল্য প্রাতে ইহার বিচার কবিব। আজি তোরা সমস্ত যা।

এই মতে সকলেই আপন স্থানে গতি করিলে রাজা সে খোজা সেনাপতি সমিভ্যারে করিয়া বাহিরের গড়ে স্থিতি করিলেন সে দিবস এবং রজনীতে ঘোর নিশায় দেখেন এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে। ক্রমে২ সেই জ্যোতির বৃদ্ধি হইয়া গগণস্পর্শীয় প্রলয় আনলাকার হইল। রাজা অতি সাহসি খোজাকে সাতে করিয়া অশ্ব আরোহণে গতি করিলেন সে স্থানে। কতদূব যাইতে২ খোজা অজ্ঞানাবৃত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িলে ঘোড়া পলায়ন করিল। খোজা পশ্চাতগামি ছিল এ কারণ রাজা জানিতে পারিলেন না সে সকল বৃত্তান্ত। রাজা অতি নিকটাবর্ত্তি হইলে তাহারও ঘোড়া ত্রাসে পড়িয়া গেল তাহাতেও তিনি না পাছাইয়া অগ্রে বেগে গতিতে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিলেন জ্যোতি সে বনের ঊর্দ্ধে শূন্যে স্থাপিত। তাহারি মধ্যে দৃষ্টি করিতে২ দেখেন সিংহাসনাস্থ এক সুন্দরী আকার তাহারি শরীর হইতে এ সমস্ত জ্যোতি।

কিঞ্চিত পরে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িলেন মৃত্তিকাতে বাহ্যজ্ঞান রহিত কিন্তু শপ্নাকার দেখিতেছেন। আকাশবাণী হইল সেই জ্যোতির মধ্যে হইতে। প্রতাপাদিত্য চাহিয়া দেখ আমি তোর ইষ্টদেবতা। আমি প্রসন্ন আছি তোকে। এ কারণ আমার স্থানের নিকটে বাস দিলাম তোকে। এ টিপি

খোদন করিয়া যাহা পাইবি ইহার মধ্যে তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিস। সে আমারি অনুকল্প জানিবি। তোর প্রজা পুত্র রাখাল মরে নাই। তাহাকে পাইবি তাহার মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

তোর ঐশ্বর্য্য হবেক বৃহত তোর পিতৃ পিতামহ হইতে। এ ভূমি সমস্ত হবেক তোর করতল। আমি কন্যাভাবে স্থিতি করিব তোর গৃহে যাবৎ তুই বিদায় না করিবি আমাকে। এবং আমার এই আজ্ঞা মানিস স্ত্রীয় কি তাহার দুঃখদাতা কদাচ হইবি না। সেই হবে তোর কালের অন্ত। এই মাত্র শুনিল।

পরে চৈতন্য পাইয়া দেখিল ঘোরতর অন্ধকার। কমল খোজা কোথায়। কোথায় বাহন। অশ্ব কোথায়। সে দীপ্তি কিছুই দেখিতে পায়না। কেবল দেখে আপনি ধুলাতে লোটাতেছে। কিন্তু শপ্নের ন্যায় যে সমস্ত দেখিল তাহা সমস্তই তাহার মনে পড়িয়াছে।

উত্থান করিয়া খোজা সেনাপতির অন্বেশন করিতে২ দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে একটা খাদের মধ্যে। তাহাতে চেতনা করিয়া বলিল এ কি। এথায় পড়িয়াছ কেন। সে বলিল আমি ইহার কিছুই জানি না মহাতেজ দেখিতেছিলাম। এই২ মাত্র মনে আছে। আর কিছুই জানি না। রাজা বলিলেন আইসহ আমার সাতে আগে দেখি যাইয়া সিন্দুক কোথায়। এবং তল্লাস করিয়া দেখেন সিন্দুকের তালা এক স্থানে ও খোল আর এক স্থানে মৃত ছোকরা তাহার মধ্যে নাই। মহারাজা খোজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেমন। তুমি এ ছোকরার বাটী কোথায় জান। খোজা বলিল হাঁ মহারাজা এই যে গড়ের নিকটেই তাহার পিতা মাতার ঘর। দুইজন সেইক্ষণে তাহারদের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন ঘরের দ্বার খোলা কিন্তু মানুষ সমস্ত নিদ্রিত।

খোজা শোর করিয়া ডাকিলে সেইক্ষণে সে আসিয়া জানিল মহারাজা

তাহার বাটীতে। ত্রস্ত হইয়া কাকুতিতে বলিল মহারাজ আমার কি তকসির। মহারাজ এত রাত্রে এ কাঙ্কালির কুড়িয়ার দ্বারে কেন। রাজা কহিলেন তোর কোন তকসির নহে। তোর ছায়াল কোথায়। সে কাঁদিতে২ বলিল মহারাজ সে মহারাজার শিন্দুকের মধ্যে। হায়২ করিতেছে। রাজা কহিলেন ভাবনা নাই আলো জ্বাল। তাহা করিলে দেখে সে ছোঁড়া শুইয়া আছে তাহার মাতার সহিত। মহারাজা ছোকরা ও তাহার পিতাকে সাতে করিয়া আনিলেন তাহার গড়ের মধ্যে।

প্রাতে ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কি সমাচার। তোর এ গতিকের বৃত্তান্ত কি। ছোকরা বলিল মহারাজ আমি আর কিছুই জানি না আমরা ওই ঢিপিতে পূজা করিতেছিলাম তাহাতে আমি অজা নিরুপিত হইয়াছিলাম। আমি স্নান করিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম বলিদান হওনের কারণ এইমাত্র আমি জানি পরে বাবা ডাকিলেন চেতনা হইয়া দেখিলাম মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছি।

রাজা ছোকরা ও তাহার পিতাকে বিস্তর২ ইনাম বখশিষ দিয়া সে ঢিপি খোদাইতে২ দেখিলেন এক প্রস্তরের মুণ্ড প্রকাশ হইল। তাহার গলা পর্য্যন্ত খোদন হইলে অকস্মত এই শূন্যবাণী হইল। স্থকিত হও এই পর্য্যন্ত। তাহাতে আর মৃত্তিকা না কাটিয়া এই তাগাদি মুড়া দিলেন। এবং তাহারি চারিভিত লইয়া ঘর গ্রস্থিত করাইয়া দিব্য সে বার বন্ধান করিয়া দিলেন।

লোকে বলে তাহার বিদসার সময় সেই কালী দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইলেন (৬০) তাহার বিবরণ পশ্চাত লেখা যাইবেক।

রাজা প্রতাপাদিত্যের ভাগ্য পর২ প্রসন্ন হইল এবং নষ্ট বুদ্ধিও সেই মত। শিষ্টাচারের ত্রুটি ছিল না। দাত শক্তিতে উত্তম দাতা প্রতি দিবস এক২ শত আশরুপি কাঙ্গালি লোকেরদিগকে দিয়া জলযোগ করিত এ নিত্য নৈমিত্যকের দান। আর২ ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোকের-

দিগকে কতেক দিত তাহা কে সঙ্খ্যা করে। দানে অদ্বিতীয় এই মত দাতা।

এক দিন পূর মধ্যে রাজা ও রাণী বসিয়াছিলেন এই কালে এক কাঙ্গালিনী আসিয়া কিছু যাচিঞা করিল মহারাজার কাছে তাহাতে মহারাজার আজ্ঞামতে মহারাণী পূর্ণ এক থলিয়ার ওপর হইতে এক মুঠা আশরুপি দিতেছিলেন দৈবক্রমে মহারাণীর হাত হইতে একটা পুনরায় সেই থলিয়ার মধ্যে পড়িল রাণী ফের সেইটা উঠাইতেছিলেন ইহাতে রাজা কহিলেন তুমি জান কোনটা পড়িয়াছে তোমার হাত হইতে। রাণী কহিলেন না আমার তাহা চেনা নাহি। পরে রাজার আজ্ঞাক্রমে সে থলিয়া সমেত আশরুপি দিলেন কাঙ্গালিণীকে তাহাতে সহশ্র আশরুপি ছিল। দেখ এ কি মত দান।

এই মতে ছিল তাহার দান। এক কালে দিল্লির বাদসাহের সম্মুখে হইল তাহার দানের প্রসংশা। একব্বর বাদসাহের পরে তাহার পুত্র জাঁহাগির সাহ বাদসাহ হএন তাহাতে তখনকার বাদসাহ লোকের ব্যবহার ছিল তক্তে বৈসনের পূর্ব্বে বেগমের সহিত একত্তর অভিশেক হইতে। কিন্তু একজন বেগম ও দিন নিযুক্ত হইতে। তাহার বিবরণ এই।

যত২ মহারাজারা হেন্দোস্থানে ছিলেন তাঁহারদের আপন দেশের এক২ সুন্দরী কন্যা নব বাদসাহকে ডোলা দিতেন তাহাতে যাহাকে বাদসাহের মনোরম হইত তাহারি সহিৎ অভিশেক হইলে তিনি হইতেন খাশ বেগম। জাঁহাগির বাদসাহের সময় সকল রাজাগনেরাই ডোলা দিয়াছিলেন তাহাতে বাদসহের পশন্দ হইল দুই ডোলা চিতোরের রাজার এবং যশহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের।

তাহাতে এই দুই কন্যর মধ্যে বিরোধ হইয়া একজন বলে আমি চিতোরের মহারাজার পালক পুত্রী আমার বাপ হইতে কে অধিক সম্ভ্রান্ত

হেন্দোস্থানের মধ্যে আমারি সাতে বাদসাহের অভিশেক হবেক। এও কহে আমি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্রী আমার বাপ প্রধান হেন্দোস্থানের রাজাগণের মধ্যে অতএব আমিই হইব খাশ বেগম। এই মতে দুইজনে কন্দল। বাদসাহ ইহাদের মধ্যস্থ হইলেন। নিয়ম হইল রাজা ভাট সকলের বৃর্ত্তান্ত জানে সে যাহা কহিবেক তাহাই করা যাবেক। ভাটকে ডাকিয়া বাদসাহ আপন সম্মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন হেন্দোস্থানের মহারাজাগণের মধ্যে কেটা হয় অতি মহারাজা।

ভাট শেলাম করিয়া বলিল জাঁহাপনা এ সকলেই আমার কাছে মহারাজা তাহার মধ্যে তিন ব্যক্তি অতি মহারাজা। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গে ইন্দ্র পাতালে বাসুকি পৃথিবীতে প্রতাপাদিত্য (৬১) ইহা ব্যতিরেক আর কেহ অতি মহারাজা নাই সংসারের মধ্যে। সমস্ত রাজাগণের দরবারের আমার গতায়াত আছে তাহাতে চিতোরে আমি যখন গিয়াছিলাম সে মহারাজা আমাকে দিয়াছিলেন পাঁচ হাজার টাকা ও এক ঘোড়া। এই মাত্র।

যশহরে গেলে তিন চারি মাস পর্য্যন্ত মহারাজাকে দেখিতে পাইনা এবং আমার সংবাদ ও মহারাজাতক পৌছে না। এক দিবস মহারাজা শিকারে বাহিরে হইলে আমি বহুত তফাত থাকিয়া আশীস ফোকারিলে মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুই কে। আমি কহিলাম মহারাজা আমি হস্তিনাপূরের রাজভাট আশীস করিতে আসিয়াছে মহারাজাকে। তাহাতে আজ্ঞা হইল তুমি এখানে থাকহ আমি ফিরিয়া আইলে তোমাকে বিদায় করিব। আমি বিনয় পূর্ব্বক কহিলাম মহারাজা আমি এখানে আসিয়া ছয়মাসের পরে একবারে সাক্ষ্যাত পাইলাম আর আমার মহারাজার সাথ্যাতে পত্তনের সঙ্গত্য হবেক না আজ্ঞা হয় আমাকে বিদায় করেন। মহারাজা আজ্ঞা করিলেন আমি ফিরিয়া আইলে তোমার ভাল হইত। আচ্ছা। পরে হুকুম করিলেন দেয়ানকে ভাট বিদায় করহ নগদ লক্ষ

টাকা এক হাতি আর পাঁচ ঘোড়া দেহ উহাকে। হটাত্তকারের কারণ এই মতে প্রাপ্তি আমার হইল। সেথানে যদিত দেরি করিতাম আর কতেক পাইতাম এই মত মহারাজা প্রতাপাদিত্য তাহার তুল্য কোন কেহ নাই হেন্দোস্থানে। অতএব প্রতাপাদিত্যের ডোলার কন্যা হইলেন খাশ বেগম। (৬২)

মহারাজার সময়তে তিনি এক দিবস কল্পতরু হইয়াছিলেন। (৬৩) তাহার নিয়ম এই। যে যাহা যাচিঞা করে তাহাই দিতে হয় প্রাণ পর্য্যন্ত সীমা। মহারাজা ও মহারাণী এক সিংহাসনে বসিয়া এই মত দান করিতেছিলেন বিশ লক্ষ টাকা দান করেন সেই দিন। মধ্যাহ্ন সময় একজন প্রধান ব্রাহ্মণ রাজাকে পরখ করিবার জন্য আসিয়া বলিল মহারাজা আমি আর কিছু চাহি না কেবল তোমার রাণী দেহ আমাকে। ইহাতে রাজা দ্বিরুক্ত ব্যাজ করিলেন না। রাণীকে কহিলেন তুমি যাও। এবং রাণী ও সে দণ্ড কর পুটে ডণ্ডাইলেন ব্রাহ্মণের সম্মুখে। ইহতে সমস্ত লোক চমকিত হইল। মহারাজার মহারাণী এবং রাজা উদয় আদিতের মাতা ইহাকে দরিদ্র ব্রাহ্মণ লইয়া যায় একি অসম্ভব।

এই মতে সকলে কহা বলা করিতেছে। ব্রাহ্মণ রাজার দান শক্তির সাহস দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইয়া বিস্তর ২ আশীর্ব্বাদ করিলেন মহারাজাকে ব্রাহ্মণ কহিলেন মহারাজা ইনি আমার কন্যার মত আমি ফের ইহাঁকে দিলাম মহারাজাকে। রাজা বলেন একি কথা। আমি আমার রাণী দিলাম তোমাকে পুনর্ব্বার আমি দান লইব তোমা হইতে। ইহা কদাচ হইতে পারিবে না। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণের নিতান্ত যেদ্ধেতে এই মত হইল রাণীর অঙ্গের যাবদীয় অলঙ্কার এবং রাণীকে ওজন করিয়া স্বর্ণ এই সমস্ত দিলেন ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ সে সমস্ত সামিগ্রি সে স্থানে বসিয়া বিতরণ করিয়া দিল কাঙ্গালি লোকেরদিগকে। এ মত দাতা রাজা প্রতাপাদিত্য।

তাহাব অতি বৃহত দানে সে হয় উত্তম দাতা। দেবতার ইচ্ছা ক্রমে ইহাব সৎক্রিয়ার পরিসীমা রহিল না। সহস্র গরিবকে পরিতোষ না কবিয়া আপনি কিছু আহার করিতেন না। এই নিয়ম ছিল।

রাজা বসন্ত রায়ও দেবতার ইচ্ছায় পরম সুখি তাহাব এগাব পুত্র সন্তান ইহা ব্যতিরেক কন্যা সন্ততি এবং পৌত্র দৌহিত্র ইত্যাদি অতি বৃহত গোষ্টি এবং জমিদারির ছয় আনা হিসা (৬৪) ইহাতে নির্বিঘ্ন পবম সুখে আছে।

প্রতাপাদিত্য পূর্ব্ব হইতেই সেনা সংগ্রহ করিতেছিল যখন দেখিল প্রচুর মতে সামন্ত প্রস্তুত বিচার করিল এখন আর আমাব দিল্লিতে কর দেওনের আবশ্যক কি এবং ভূইয়ার দিগকেও আপন করতল করিতে হবেক 'এবং এ প্রদেশে এক ছত্রী হইতে পারি কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে সাঙ্গ পাঙ্গরূপে হইতে পারিতেছেনা। আচ্ছা। পশ্চাত তাহার প্রতিকার করিব। অগ্রে ভূইয়াব দিগকে শাসন করিব এবং বাদসাহি কর উঠাইয়া দিব।

এই মননে সৈন্যের সাজনি কবিয়া সেনাপতি মহাবীর কমল খোজা। পঞ্চবিংশতি সহস্র বাহিনীতে প্রথমত রাজমহল প্রবেশ করিলে মুহূর্ত্তেক রণে সেখানকার নবাবকে পরাজয় করিয়া দশ ক্রোব কেবল নগদ তঙ্কা পাইলে রাজমহলে সেখান কার নবাব দন্তে তৃণ লইয়া পলাইল ঢাকার কেলায় সেই স্থানে আপনা রক্ষা করিয়া রহিলেন। (৬৫) পর২ কেলা২ জয়ী হইতে২ পাটনা পর্য্যন্ত ইহার কর তল হইল। দিল্লিতে কর দেওন এক কালিন বন্দ। (৬৬)

এদিগে ক্রমে২ কেদার রায় প্রভৃতি ভূইয়ার দিগকে নিপাত করিয়া তাহাবদের রাজ্য লইল। (৬৭) আপন তরফের লোক সর্ব্বত্রে নিযুক্ত করিয়া রাজ্য রাজ্যের খাজনা আদায়তে প্রবর্ত্ত। তাহারদের মধ্যে কেবল রাজা

রামচন্দ্র বাকলা ওয়ালা ভূইয়া তাহার রাজ্য কবজ করিল এবং সে পলায়ন করিয়া দেশান্তরি হইল। (৬৮) তাহার বিবরণ এই।

রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা তাহার অধিকারের উপর চড়াই না করিয়া ঠাওরাই কোন কৌশলে দেশ কবজ করে তাহা করিল একটা প্রবন্দে নিমন্ত্রণ দিয়া তাহাকে আনাইল ধুমঘাট নিজ পুরীর মধ্যে তাহাতে খাতির জমায় থাকিল ভাবিল এখন কাবুর তলে থাকিলেন আবশ্যক হইলে ইহাকে সংহার করণের আটক হবেক না আর ২ কেদার রায় প্রভৃতি সমস্তকেই নিপাত করিয়া তাহার অধিকার আপন লোক দিয়া শাসন করিলেন।

ইতি মধ্যে রামচন্দ্র ব্যতিরেক আর ২ সমস্তই করতল প্রতাপাদিত্য ঠাওরাইলেন এখন রামচন্দ্রের রার্জ্যে কবজ করণে আটক হইতে পারে না। মাত্র অখ্যাতি লোকে বলিবেক জামাতার অধিকার কাড়িয়া লইল ইহা না করিয়া যদি উহাকে গুপ্তে সংহার করিয়া মৃত্যুর সমাচার সর্ব্বত্রে দিয়া শোকাচার করিলে পশ্চাত রার্জ্য কবজ করণে অখ্যাতি হবেক না। অতএব সেই কর্ত্তব্য।

এই রচনা করিয়া হুকুম হইল অগুই কোন ক্রমে গুপ্তে সংহার করহ তাহাকে। বিবেচনা এই হইল। প্রাতে যখন গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে যাবে সেই কালে সাঙ্গত্য ক্রমে গুপ্তে তাহার শিরচ্ছেদন করে।

এই কথা পরামর্শ হইলে অস্ত্রধারি লোক স্থানে ২ নিয়োজিত হইল। এ সকল কথা পরম্পর পুরী মধ্যে প্রচার হইলে রাজ কন্যা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত দিবাংশে স্বামীর গোচর করিতে পারেন না। এইরূপ চিন্তাতে দিবাগত হইলে সাঙ্গত্য ক্রমে স্বামীকে এ সকল বৃত্তান্ত তন্মতে নিবেদন করিলেন। রাজ জামাতা এ সকল শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং যথোচিত ক্ষুন্ন ভাবিলেন কি ক্রমে এখান হইতে নির্গত হইতে পারা যায়। রাজ-

কন্যা কহেন উপায় কিছু দেখি না ঈশ্বর বুঝি আমার বৈধব্য দসা করিলেন।

রায় বিস্তর চিন্তিয়া কহিলেন তোমার ভ্রাতা উদয়াদিত্যের সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয় তুমি তাহাকে এ স্থানে আনিতে পারিলে যদি তাহা হইতে ইহার কোন উপায় হয়। রাজ কন্যা স্বামী আজ্ঞানুসারে ভ্রাতা নিকট গমন করিয়া আপন স্বামীর স্থানে গুপ্তে আনয়ন করিলেন রায় সবিনয়েতে বেওরা বিদিত করিলে রাজকুমার চিন্তিত হইয়া কহিলেন ইহার আর কিছু উপায় দেখিতেছি না। কেবল একটা সুগতিক হইয়াছে। অদ্য এই রাত্রে খুল্ল পিতামহের বাটীতে নাচ দেখিবার অনুরোধ আছে তাহাতে আমার যাওয়া আবশ্যক ইহাতে যদিত তুমি কিছু কঠিন কর্ম্মে শক্ত হইতে পারহ তবে আমি এ সঙ্কট হইতে মুক্তা করিতে পারি। রায় হর্ষ হইয়া কহিলেন কহ কি কঠিন কার্য্য অদ্য আমি যে বিপদ গ্রস্ত যে কোন কর্ম্মে আমার উপকার দর্শে তাহাতেই আমি শক্ত। রাজপুত্র কহিলেন তোমায় পালকি কান্দে লইতে হবে না কিন্তু তুমি গতি কর আমার অঞ্চলে পরিচ্ছদান্বিত হও আমার মশালচির পরিচ্ছদে। তবে দেবতা যাহা করুন।

রায় প্রাণের রক্ষার্থে রাজকুমারের মতাবলম্বি হইয়া সওয়ারির সন্নিভ্যারে মশাল ধরিয়া প্রস্থান করিলেন এই২ মতে এ দুর্গম হইতে পরিত্রাণ হইয়া অতি দ্রুত আপন আমাত্য সমুদয় নৌকা আরোহিয়া ঐ রাত্রে খোস্তা কাটির নালা মুখল করিয়া মরিচাপে নদিতে নৌকা দিলে প্রফুল্ল হইয়া এক কালিন তোব ও বন্দুকের দেহড় ও নাকারা ইত্যাদিতে ডঙ্কাদিলে শব্দানুসারে রাজা প্রতাপাদিত্যে চৈতন্য পাইয়া প্রহরির দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি শব্দ শুনা যায়। তর্ত্ত কর। বুঝি রামচন্দ্র প্রস্থান করিল। (৬৯) এই প্রসঙ্গেতেই রাত্রি প্রভাত হইলে মহারাজা প্রাতঃকালে গুপ্ত অনুসন্ধানে

জানিলেন রাজা বসন্ত রায় নাচের ছলার নিমন্ত্রনে রামচন্দ্রকে বাহির করিয়া দিয়াছেন ইহাতেই কোপান্বিত অন্তঃকরণে।

তৎ পশ্চাৎ মহারাজার অনুজ্ঞাতে কমল খোজা সেনাপতি সসৈন্যেতে সর্জ্জমান হইয়া রামচন্দ্রের রাজ্য করদায় করিয়া বাহুড়িলেন। রাজা বসন্ত-রায়ের হননের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত। এইরূপে কিছুকাল গতে বসন্তরায়ের মন্ত্রিগণেরা প্রতাপাদিত্যের দুষ্ট আচরণ অনুভব করিয়া অনু-পূর্ব্বক নিবেদন করিল বসন্তরায় ঠাকুরকে ইহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়া সসাবধানে রাজার রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিলেন।

ঠাকুরপুত্র গোবিন্দরায় মাহাবল পবাক্রম এবং সর্ব্ব বিদ্যেতেই বিষারদ তিরান্দাজি ও বরকান্দাজি ও তলোয়ার বাজি ইত্যাদি সমস্তেই বিচৈক্ষণ সে আপনি আপন পিতার রক্ষার্থে সেনাগণ দ্বাবে২ ও স্থানে২ নিয়োজিয়া আপনে সসস্ত্রে গতি করে রাজা আপনিও গঙ্গাজল নাম তলোয়ার সর্ব্বক্ষণে সাতে রাখেন সে অস্ত্রহাতে থাকিলে বসন্তরায়কে পঞ্চাশ জনেও আক্রমণ করিতে পারে না তাহার প্রাদুর্ভবে বসন্তরায় দণ্ডমান।

রাজা প্রতাপাদিত্য কোন ক্রমে হননের ছিদ্র পায় না রাজা বসন্ত-রায়ের পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবসে অবারিত দ্বার পূর্ব্বাপর থাকে ইত্যাপকাসে রাজা প্রতাপাদিত্য এক দিব্য তলোয়ার সঙ্গোপনে লইয়া যশহর পুরী প্রবেশ করিলে দেখে রাজা বসন্তরায় স্নান করিতেছেন ইহাতে বেগে গতি করিয়া আইসেন। এই সময়ে খানসামা বলিল রাজাকে মহারাজ রাজা প্রতাপাদিত্য বেগে আসিতেছেন। ইহাতে তিনি ত্রস্ত হইয়া বলিলেন গঙ্গাজল আন। তাহারর্থ গঙ্গাজল নাম তলোয়ার। খানসামা তাহা না বুঝিয়া এক বাটীতে করিয়া গঙ্গাজল উপস্থিত করিল ইহা দেখিয়া বুঝিলেন পরমায়ু এই পর্য্যন্ত। ইতি মধ্যে রাজা, প্রতাপাদিত্য অতি বেগে নিকটস্থ হইয়া তাহার শিরচ্ছেদন করিলে মুণ্ড

ভূমিতলে পতন হইল ইহাতে অতিশয় কলরব এবং হাহাকার শব্দ হইল। (৭০)

তৎপশ্চাৎ তাহার পুত্র গোবিন্দরায়ের অন্ধর মধ্যে প্রবেশ করিলে সে বুঝিল বিগ্রহ উপস্থিত মতে আপন ধনুকে গুণ দিয়া তির ক্ষেপন করিল তাহা রাজার গায় লাগিল না পাগ উলটিয়া ফেলিল দ্বিতীয় তীর কর্ণের কুণ্ডলে এই অপকাশে রাজা দ্রুত গতিতে গোবিন্দরায়ের মস্তক কাটিল (৭১) এবং তাহার স্ত্রী গার্ত্তবতী ছিলেন তাহাকে কাটিয়া বসন্তরায়ের কাটামুণ্ড লইয়া নিজস্থানে গমন করিল।

রাজা বসন্তরায়ের স্ত্রী সহগামিনী হওনের উদ্যোগিতে দুই মুণ্ড আনয়ন করিতে পুরোহিতকে পাঠাইয়া যত্ন ক্রমে আনাইয়া চিতারোহিতে রাজা প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিলেন যে তাহার স্ত্রী পুত্র অন্ত্যজ গ্রস্ত হইবে। রাজা বসন্তরায়ের রাঘবরায় প্রভৃতি সপ্তপুত্র বক্রি তাহারদিগকে শক্ত কএদ রাখিয়া (৭২) নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

রূপ বসুনামে (৭৩) একজন রাজা বসন্তরায়ের নিতান্ত অন্তরঙ্গ তিহ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিল যে কয়েদি বালকের দিগের উদ্ধারের পথ কিছু দেখি না বিনা রাজার পাগড়ি বদল বন্ধু। দক্ষিণ দেশীয় রাজা ইছা খাঁ মছন্দরী (৭৪) তাহার নিকট যাত্রা করিয়া সকল বৃত্যান্ত আনুপূর্ব্বক কহিলেন মছন্দরি খেদান্বিত হইয়া বিস্তর আশ্বাসিয়া খালাসের চেষ্টা করিতে প্রবর্ত্ত হইল সেনাপতি বলমন্ত খোজাকে (৭৫) রণসর্জ্জ হইতে আজ্ঞা করিলেন।

খোজা কহিলেন মহারাজা কমর বন্ধিতে ইহার উপায় হবে না অকস্মাত আমি যাইয়া প্রতুল করিব। ইহা কহিয়া খোজা কেবল পেষ কবজ হস্তে করিয়া গতি করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট উপস্থিতে মুজুরা জানাইয়া কহিল মহারাজার সহিত বিরলে কিছু নিবেদন আছে। ইহা শুনিয়া রাজা অঙ্গিকার করিল কিঞ্চিতকাল গৌণে খোজাকে বিরলে

ডাকিয়া খোজা সে স্থানে উপস্থিত হইয়া এক কালিন কমর ধরিয়া পেষ কবজ রাজার বক্ষস্থলে দিয়া কহিল কয়েদি বালক কয়জন এইক্ষণে আমার মহারাজার নিকট রাহি কর নতুবা তোমাকে নষ্ট করি। রাজা কাবু হইয়া ইশ্বর দর্শাইয়া বালকের দিগকে পাঠাইতে স্বিকার করিল। (৭৬) তখন রাজাকে ছাড়িয়া খোজা করযোড়ে স্তব করিল।

রাজা উহার সাহসে তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট ইনাম দিয়া লৌকাযোগে বালকের দিগকে মছন্দরি নিকট পাঠাইলেন। তথা কিছুকাল তিষ্টিয়া ঐ রূপ বসুকে সাতে করিয়া রাজা বসন্ত রায়ের অবশিষ্ট সাত পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় নামে বাদ উদ্ধারের জন্য দিল্লি যাইয়া (৭৭) ওজিরজাদার ওস্তাদের নিকট পঠিতে আরম্ব করিলেন। বসু সমিভ্যারি নানান প্রকারি লঘু বৃত্তিতে দিন যাপন করেন। এইরূপে অনেক দিবস যায়।

এদিগে রাজা প্রতাপাদিত্য রাঘব রায় প্রভৃতির বাহির হইয়া যাওনেতে কখন২ মনস্তাপিত বিচার করে। ইছাখাঁন মছন্দরি এ মত২ করিয়াছে অতএব সৈন্য সাজনি করিয়া তাহার দেশও কবজ করিতে হবেক এই মতে সেনাগণ সাজিয়া হিজলির উপরে চড়াই করিল দিবস আষ্টাদশ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে করতল করিল। (৭৮)

এখন বাঙ্গালা ও বেহার সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার (৭৯) ইহাদের রাজচক্রবর্ত্তি প্রতাপাদিত্য। এখানে প্রতাপাদিত্য একছত্রী রাজা দিল্লিতে কর দেয় না। (৮০) প্রচূর ধনসংগ্রহ করিয়াছে। সেনাও ততোধিক। কোন দফায় ক্রুটি নাই। পাটনা অবধি থানাবথানায় সেনা সব মুরচাবন্ধি করিয়া আছে। (৮১) তাহাতে মন্ত্রনা এই করিয়াছে যদিত দিল্লির কেহ ওমরাও কি সেনাপতি কি সেনাগণ এ দিগে আইসে ভাল আসিবার সময় বারণ করিও না ক্রমে মৌতলায় পৌছিলে দুই দিগে মারি দিয়া সংহার করিব তাহারদিগকে। এই২ মত মন্ত্রনা স্থির করিয়া রাখিয়াছে রাজার

একাধিপত্য কোন বিষয় ভাবা ভাবনার বিষয় নহে। আনন্দে রাজ্য করিতেছেন।

এক দিন রাজার এক সহিলি পলায়ন করিয়া কোথায় ছিল তাহার ঠেকানা ছিলনা। পরে চৌকিতে ধরা পড়িল। রাজা তাহার নষ্ট কুয়ার সাজা নিমিত্ত দুই স্তন কাটিয়া ফেলিল। (৮২) ছুকরী স্তন কাটা জ্বলাতে নিতান্ত কাতরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে২ বলিল রাজা আমাকে বৃহত জন্ত্রণা দিয়া নষ্ট করিলা কিন্তু তোমারও সর্ব্বনাশ হওনের সময় উপস্থিত জানিও তাহারও আর বিস্তর কাল অপিক্ষা নাই। ত্বরাই সংহার হইবা। এই কহিতে২ প্রাণত্যাগ করিল।

সেই হইতে রাজার হ্রাস হওনের উপক্রম এবং আর লোকেরা কহে রাজা যশহবীশ্বরীর আজ্ঞা লঙ্ঘনে একটা স্ত্রীকে জন্ত্রণা দিয়া সংহার করিল অতএব উহার বৃদ্ধি আর হবেকনা এখন পর২ হ্রাস। সেই২ মতও হইতে লাগিল। এই মতে রাজার শরীরে কুষ্ঠব্যাধি হইল। (৮৩)

অথায় রাঘব রায় দিল্লিতে ওজিরজাদার ওস্তাদের কাছে পারসি পড়েন ওজিরজাদার ওস্তাদের কাছে নিযুক্ত সদাই তাহার খেদমত করেণ। ইহাতে ওস্তাদ অধিক সন্তুষ্ট ছিল তাহাকে এবং যখন তিনি ওজিরজাদাকে পড়াইতে যান নিরবধি রাঘব রায়ও তাহার সাতে যাতায়ত করিতে২ পরিচিত হইলেন ওজিরজাদার কাছে। (৮৪) পরে ওজিরজাদার হুকুমে তিনি তাহার সহিত এক মকতবে পড়েন এবং ওজিরজাদা বড়ই অনুগ্রহ করেণ তাহাকে এবং রাঘব রায় আত্ম বিবরণ সকল তাহার স্থানে নিবেদনে ওজিরজাদা বড়ই ক্ষেদান্বিত হইয়া এ সমস্ত করপুটে তাহার পিতার স্থানে নিবেদন করিলেন ওজির সে বালকের কাতর্য্যতা দেখিয়া নিতান্তরূপে ভরসা দিল তাহাকে এবং সমস্ত বিবরণ ছোকরাকে দরপেষ করিয়া নিবেদন করিল বাদসাহের হজুরে।

এবং কাননগোরাও আরজ করিল অনেক কাল অবধি বাঙ্গালার খাজানা কিছুই আইসেনা সমস্ত বং ও বেহার প্রতাপাদিত্যের করতল। দোতরফি নালিসে বাদসাহ ক্রোধান্বিত হইয়া হুকুম করিলেন একজন আমির পাঠাইয়া তাহার দমন করিতে এতদর্থে আবরাম খাঁ বাহাদুর (৮৫) পঞ্চ হাজারি মনশবে আপনার সমস্ত লওয়া জমা সমেত রাঘব রায়ের নালিসে রাজা প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিতে বাঙ্গালায় তাঁই হইয়া চারি মাষে পাটনা পৌছিল।

মহারাজা পাটনার থানার সেনার সহিত মুহমেল হইলে তাহারা বলিল আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে রহি নাই কেবল চৌকিদারীর জন্য যাহাতে বিপক্ষ লোক দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তোমরা বাদসাহী লস্কর। তোমরা বিপক্ষ নহ। তোমরা সচ্ছন্দে যাহ আমরা বারণ করিনা তোমারদিগকে। হর্ষচিত্তে আবরাম সর্ব্বসৈন্য লইয়া এ দেশের মধ্যে প্রবেশ করিলে পাটনার থানার সেনাপতির হুকুম আনুযায়ি এই পর্য্যন্ত চৌকি শক্তাই করিল যে একটা পশু ওদিগ হইতে এদিগে আসিতে পারে না না এদিগ হইতে যাইতে পারে ওদিগে।

পরে বাদসাহী লস্কর রাজমহলের কেলা (৮৬) সেই মতে ছাড়াইলে রাজার সেনাও তাহাদের পশ্চাতবর্ত্তি হইল। আসিতে আসিতে সেনারা এক কালিন মৌতলার গড়ের (৮৭) নিকট আইলে একেবারে দুই দিগেই মারি দিল বাদসাহী সামন্তের সনাপতি আবরামকে তোবের গোলার চোটে নিপাত করিল। (৮৮) বক্রি সেনারা রাজার সৈন্যের সাতে মিলিয়া গেল।

এই মতে ইহার দেরিতে আর এক আমির হপ্ত হাজারি মনশবে (৮৯) আইলে তাহাকেও সইমত করিল। ক্রমেং বাইশ জন আমির আইল হেন্দোস্থান হইতে সকলেরি একে দসা করাইয়া কবর দয়াইল যশহরে। (৯০)

বাইশ ওমরার পরে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আইলেন (৯১) এবং পাটনা অবধি থানাজাতের সেনারা পূর্ব্বকার আমিরের দের সহিতের আচরণও করিল তাঁহার সহিত রাজমহল ছাড়াইলে সিংহ রাজা দেখেন সেখানকার থানার লোকেরা আসিতেছে তাহাদের পাছে২। ইহাতে তিনি স্বসদার হইয়া যশহরে না যাইয়া বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিল। রাজা প্রতাপাদিত্য প্রধান লোক পাঠাইয়া যত্ন পূর্ব্বক সিংহ রাজাকে লইয়া গেল যশহরে এবং রাজার বাসা হইল মৌতলার কোটে রাজা প্রতাপাদিত্য বিস্তর বিস্তর সওগাত দিয়া সিংহ রাজা নিকট প্রতিপণ্ণ হইলেন এবং প্রতাপাদিত্য তাহার ডোলার এক সুন্দরী কন্যা আপন কন্যা পচার করিয়া বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুত্রের সহিত। ইহাতেই সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল। (৯২)

কতককাল পরে সিংহরাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে কাশি পৌছিয়া তাহার পরলোক হইল। (৯৩) এ সমাচার দিল্লি পৌছিলে আপনে ওজির এছলাম খাঁ চিস্তি (৯৪) প্রত্যাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গালায় সাজনি করিয়া হেন্দেস্তানের তিন হিসা ফৌজ সাতে লইয়া থানাবথানা মারিপিট করিয়া সরবসর আসিয়া সালিখার থানায় (৯৫) পৌছিলে রাজার প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল।

ইতি মধ্যে একদিন কমল খোজার মরণের খবর (৯৬) পৌছিয়াছে ইহাতে রাজা ব্যাস্ত ছিলেন। কি করিবেন। কি হবেক। এই পরামর্শ করিতেছিলেন। এই কালে তিনিই দেখেন উহারি মধ্যম কন্যার আকৃতি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দরবার স্থলে যাইয়া কহিতেছে বাবা তবে আমি এখন যাই। ইহাতে রাজা মহা রাগান্বিত হইয়া তাহাতে দূর২ করিয়া খেদাইয়া দিলেন (৯৭) বুঝিলেন তাহার আপনার কন্যা এবং যুবা কন্যা কাছারিতে

গতি করিল এই লজ্জায় তাহাকে দূর২ বাক্যে খেদাইয়া আপনে সর্ব্ব সৈন্য লইয়া যুদ্ধে সাজিয়া যান।

তখন পুর মধ্যে যাইয়া রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার কন্যা বিদায় হইতে দরবারে গিয়াছিল কেন। তোমরা কি সকলে পাগল হইয়াছ। মহারাণী কহিলেন একি সমাচার। আমার কোন কন্যা অদ্য বিদায় হইতে যায় নাই। রাজা কহিলেন এই বটে। এই আমার সর্ব্বনাশের সময়। যশহরেশ্বরীর বাটী যাইয়া দেখেন দক্ষিণ বাহিনী ঠাকুরাণী পশ্চিম বাহিনী হইয়াছেন। (৯৮) তখন আর প্রণাম করিতেও গেল না।

এক কালিন সসৈন্য যাইয়া ওজির সহিত দেখা করিলে ওজির তাহাকে সন্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল এখন কি তোমার কর্ত্তব্য। লড়াই কি কয়েদ। রাজা কহিলেন না আমরা আর লড়াই করিব না। (৯৯) আমার আসন্নকাল এই। অতএব আমি কয়েদ হইব। এই মতে তাহাকে পিঞ্জারায় কয়েদ করিয়া (১০০) সহর ও বাজার গড় ও পূরী সমস্ত লুটিয়া যাবদীয় স্ত্রিলোকেরদের কয়েদ করিয়া পিঞ্জিরায় দাখিল করিল কেবল প্রতাপাদিত্যের রাণী নাগঝির (১০১) আওয়াসে কেহ২ গেল না। এবং তাহাকে কয়দে করিল না। লুটের পূর্ব্বে রাঘব রায় যাইয়া সেই পূরীর দ্বারে ডাণ্ডাইয়া কহিলেন এ দিগে আমার পরিজন। অতএব সে অঞ্চলে আর কেহ গেল না।

উজির সমস্ত লুট করিয়া এক শত ক্রোর নগদ টাকা (১০২) পাইল ইহা ছাড়া এলবাস পোষাক সোণা রূপা আর২ এ সমস্ত লইয়া ত্বরাই পুনরায় হেন্দোস্থানে প্রস্থান করিল। পথে যাইয়া বানারস মোকামে প্রতাপাদিত্যের কাল হইলে (১০৩) এ সকল ধন ও রাঘব রায় ও স্ত্রিলো-কেরদিগকে দিল্লি দাখিল করিল।

জাঁহাগির সাহ ওজিরের দরখাস্তে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ও মনশব-

দারির ফরমান রাঘব রায়কে দিয়া খেতাব যশহরজীত (১০৪) এবং আর২ খেলাতদিগের দিয়া পদার্পণ করিলেন রাঘব রায়ের কয় ভ্রাতাই একত্তর আছেন (১০৫) ইছা খাঁ মছন্দরির ভঙ্গ হইতে সর্ব্বসমেত সজ্জামান হইয়া আসিতে২ কয়েক মাস পরে পৌছিলেন আপন নগরে দেখেন যশহরে সর্ব্বত্র শ্মশানাকার। ইহাতে বড়ই দুঃখিত চিত্য হইয়া উদাষ হইল রাঘব রায়কে।

মনে২ বিচার করিয়া প্রকাশ করিলেন এই রাজ্যের জন্য আমার পিতার শিরচ্ছেদন হইল এবং মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সন্তানের প্রধানের প্রায় জাতি গেল। (১০৬) অতএব এ দুষ্ট জগত। ইহার রাজ্য দুষ্ট। ইহার প্রেম অধম। যে করে সে অজ্ঞান। অতএব কিঞ্চিত তালুক কেবল ভরণ পোষণের জন্য রাখিয়া আর আর সমস্ত রাজ্য হিসা২ করিয়া দিলেন। আমাত্য লোকের দিগকে। যশহরজীত নাম মাত্র রাজা রহিলেন। আপনি অপুত্রক প্রায় বৈরাগ্য। তাহার সকল ভ্রাতাকে প্রায় নিঃসন্তান। কেবল রাজা চাঁদ রায় (১০৭) তাহার পুত্র রাজা রামরায় তাহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা নীলকণ্ঠ রায় ও কনিষ্ঠ রাজা শ্যাম সুন্দর রায়। রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের দুই রাণী ও বড় রাণীর পুত্র রাজা মুকুন্দেব রায় তাহার পুত্র রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাহার পুত্র রাজা গোবিন্দদেব রায় তাহার পুষ্য পুত্রে শ্রীযুত নরসিংহ দেব রায়। তাহার কিঞ্চিৎ তালুক আছে। যশহর চাকলার সামিল খোড়গাছি পরগণা। (১০৮) এ রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের বড়রাণীর সন্তানের দের উপাখ্যান।

তাহার ছোট রাণীর তিন পুত্র। তাহার জ্যেষ্ঠ রাজা নবনীত রায় মধ্যম রাজা ব্রজ কিশোর কনিষ্ঠ রাজা ব্রজমোহন রায়। নবনীত রায়ের পুত্র রাজা রাধাবিনোদ রায় তিনি নিঃসন্তান।

ব্রজকিশোর রায়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণ রায় তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা পঞ্চানন রায় তাহারও কিঞ্চিত বিসয় আছে যশহর জিলার সামিল নুর নগরের (১০৯)

মধ্যে। ব্রজমোহন রায়ের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা হরিদেব রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা জুগলকিশোর রায়।

হরিদেব রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাজা আনান্দচন্দ্র রায়। তাহারও কিঞ্চিত পটি আছে ওই নুর নগরে। জুগল কিশোর রায় আপনে বর্ত্তমান নুর নগরের কিঞ্চিত পটীদার।

রাজা রামরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্যাম সুন্দর রায়। তাহার দুই রাণী। বড় রাণীর পুত্র রাজা শ্রীকৃষ্ণ রায়। তাহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাজা শিব-নারায়ণ রায় কনিষ্ঠ রাজা শুকদেব রায়। শিবনারায়ন রায় নিঃসন্তান। শুকদেব রায়ের পুষ্যপুত্র শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়। তাহারও কিঞ্চিত তালুক আছে ওই নুর নগরে।

শ্যামসুন্দর রায়ের কনিষ্ঠা রাণীর দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কনিষ্ঠ রাজা নন্দকিশোর রায় কৃষ্ণকিঙ্কর রায়ের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত রাজা হরেকৃষ্ণ রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা প্রাণকৃষ্ণ রায়।

রাজা নন্দকিশোর রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাজা রাধানাথ রায়। তাহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা রামনারায়ণ রায।

এই এই কয়জন শ্রীযুত বিশিষ্ট রাজা বসন্তরায়ের সন্তান। ইহার মধ্যে রাজা শ্যামসুন্দর রায়ের সন্তানেরা এখন প্রধান। তাহারাই যশহর সমাজের গোষ্টিপতি। (১১০) আর২ সকল বঙ্গজ কায়স্থের দিগকে তাহারাই প্রতি-পালন করিতেছেন তাহারা সকলের কর্ত্তা।

সমাপ্ত।

টিপ্পনী।

(১) চন্দ্রকেতু—জেলা ২৪ পরগণার বারাসত সবডিভিসনের অন্তর্গত দেউলিয়া গ্রামে রাজা চন্দ্রকেতু বাস করিতেন। ইহার পূর্ব্ব পুরুষেরা সেনবংশের রাজত্বকালে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহারা সেনবংশের সম্পূর্ণরূপ অধীনতা স্বীকার করিতেন কিনা জানা যায় না। বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয়ের সময় চন্দ্রকেতু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহা সুস্পষ্টরূপে অবগত হইবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার কিছু পরে যে তাঁহার অবসান ঘটে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌড়ের ষষ্ঠ মুসল্‌মান শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীনের সময় (১২৩০ হইতে ১২৩৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত) চন্দ্রকেতু বিদ্যমান ছিলেন, এবং সেই সময়েই তাঁহার অবসান ঘটে। উক্ত সময়ে পীর গোরাচাঁদ নামে একজন মুসল্‌মান ফকীর দেউলিয়ার নিকট বালাণ্ডা গ্রামে পদ্মাতীরে আসিয়া বাস করেন। তিনি চন্দ্রকেতুকে মুসল্‌মান ধর্ম্মগ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রকেতু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হওয়ায় গোরাচাঁদের প্রস্তাবে অসম্মত হন। গোরাচাঁদ তাহার পর গৌড়ে গমন করিয়া আলাউদ্দীনের নিকট হইতে পীর সা নামক এক ব্যক্তিকে বালাণ্ডার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করাইয়া তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার তথায় উপস্থিত হন। পীর সা চন্দ্রকেতুকে আহ্বান করিয়া পাঠান। চন্দ্রকেতু তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইলে পীর সা তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন। বাটী হইতে আসিবার সময় চন্দ্রকেতু দুইটী সাঙ্কেতিক পারাবত আনিয়াছিলেন।

পরিবারবর্গকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া ছিল যে, পারাবত উড়িয়া তাঁহাদের নিকটে গেলে চন্দ্রকেতুর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বিবেচনা করিবেন ও তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইবেন। পীর সা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া চন্দ্রকেতু পারাবত উড়াইয়া দেন। পরিবারবর্গ পারাবত উপস্থিত হইতে দেখিয়া জলমগ্ন হন। যদিও তাহার পর চন্দ্রকেতু মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পরিবার বর্গের পথানুসরণ করেন। দেউলিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে রাজা চন্দ্রকেতুর বাসভবনের চিহ্ন আছে। হাড়োয়া নামক স্থানে পীর গোরাচাঁদের স্মৃতির জন্য প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

(২) পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে ঃ— প্রচলিত পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের কোনই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিজামউদ্দীন আহাম্মদ রচিত তবকৎ-ই-আকবরীতে প্রতাপাদিত্যের পিতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজনামা নামে পারস্য গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে। উক্ত রাজনামার বিবরণ অবলম্বন করিয়া রাজা বসন্তরায়ের বংশজাত ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত খোড়গাছি গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে স্বরচিত সারতত্ত্ব তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ স্বীয় বংশ পরিচয় কবিতায় প্রদান করিয়াছেন। ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসের ঐতিহাসিক চিত্রে উক্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এ গ্রন্থের পরিশিষ্টেও তাহা প্রদত্ত হইল। রায় মহাশয়ের রাজনামাখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাজনামার অনুসন্ধান হইলে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক বিবরণ জানা যাইতে পারে। বসুমহাশয় কোন্ কোন্ পারস্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি রাজনামাও দেখিয়া থাকিবেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

মহাশয় মুতাক্ষরীণে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে বলেন, আমরা কিন্তু খুঁজিয়া পাই নাই।

(৩) রামচন্দ্র :—আদিশূরানীত বিরাট্‌গুহের বংশধর নারায়ণের পুত্র দশরথ বল্লালসেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দশরথের অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে অন্যতম ভরতের পীতাম্বর নামে পুত্র হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাণ্ডির অন্যতম পুত্রের নাম তপন। তপনাত্মজ শঙ্করের আঁশ প্রভৃতি অনেকগুলি পুত্র হয়। আঁশের জ্যেষ্ঠ পুত্র গজপতির ছকড়ী প্রভৃতি অনেকগুলি পুত্র জন্মে। রামচন্দ্র উক্ত ছকড়ীর পুত্র। রামচন্দ্র সম্বন্ধে কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"ছকড়ীতনয়ঃ শ্রেষ্ঠো রামচন্দ্রো মহাকৃতী।
মহামানী মহাশূরঃ নবর্ভিগুণৈর্যুতঃ॥"

(৪) পাটমহল :—হুগলীর উত্তরে অবস্থিত। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহা পাণ্ডুয়া চৌকীর অধীন ছিল। পাটমহল সম্বন্ধে হণ্টার সাহেবের Statistical Account of Hughliতে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"Patmahal area 2,483 acres, or 3.88 square miles ; 9 estates ; land revenue, £321-12s-od : population 2,843, Subordinate Judge's court at Panduah." (P. 416) বর্দ্ধমানে এইরূপ লিখিত আছে,"Patmahal, area 104 acres, or.16 square mile 1 estate ; land revenue £ 9. os. od." (Statistical Account of Burdwan. P. 175.)

সপ্তগ্রাম হইতে অধিক দূরবর্ত্তী না হওয়ায় রামচন্দ্র তথায় বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বাসের সময় পাটমহল পরগণার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আইন আকবরীতে সরকার সাতগাঁ বা

সেলিমাবাদের মধ্যে পাটমহল নামে কোন পরগণাই নাই। রামচন্দ্রের বাসস্থান প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালে পাটমহল পরগণা হওয়ায় বসুমহাশয় তাঁহার পাটমহলে বাস উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) সপ্তগ্রাম ঃ—হুগলীর উত্তর পশ্চিম এবং ত্রিশিবিঘা ও মগরা ষ্টেশনের নিকট। বাঙ্গলার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর এক্ষণে একখানি সামান্য গ্রামে পর্য্যবসিত। প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার প্রধান বন্দর ছিল। তৎকালে ইহা সরস্বতী নদী-তীরে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সরস্বতী রুদ্ধ-প্রবাহ হওয়ায় ইহার অধঃপতন ঘটে। প্লিনি হইতে প্রথম ইংরেজ পর্য্যটক রাল্‌ফ ফিচ্‌ পর্য্যন্ত ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্টুগীজ ও জেসু-ইট পাদরীগণের বিবরণেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। পর্টুগীজগণ ইহাকে পোর্টো পেকিনো বা ক্ষুদ্র বন্দর বলিতেন। তাঁহাদের মতে চট্টগ্রামই বৃহৎ বন্দর ছিল। এইজন্য তাহাকে পোর্টো গ্রাণ্ডী বলিতেন। অনেক পারস্য এবং প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও পাঠান রাজত্বকালে ইহা বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বন্দর ও একটি প্রধান নগর ছিল। পাঠানদিগের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করি-তেন। মোগলরাজত্বকালে ইহা ধ্বংসমুখে পতিত হইলেও ইহার নামে একটি সরকারও গঠিত হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের ধ্বংসের পর হুগলী প্রধান বন্দর হইয়া উঠে।

(৬) ছোলেমান গররানি ঃ—সুলেমান কিরাণী বা কররাণী ৯৭২ হিজরী বা ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা অধিকার করিয়া টাঁড়ায় রাজধানী স্থাপন করেন। কিরানী বংশ সের সাহ ও তাঁহার পুত্র সেলিম সাহ কর্ত্তৃক অনেক জায়গীরাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুলেমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাঁ সেলিম সাহের সময় সম্বলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু মহম্মদ আদলির

বাদসাহী আমলে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের জায়গীরে প্রত্যাবৃত্ত হন। সুলেমান প্রথমতঃ সেলিম সাহ কর্ত্তৃক বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর সুযোগক্রমে তিনি বাঙ্গলা অধিকার করেন। সুলেমান পরিশেষে উড়িষ্যাও অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই প্রথমে উড়িষ্যা হিন্দুরাজদিগের নিকট হইতে অধিকৃত হয়। সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড় সুলেমানের সেনাপতি ছিলেন।

(৭) হোমাঙুএর বৃহৎ গোষ্ঠী তাহার সন্তানদের মধ্যে কলহ—বসুমহাশয় হুমায়ুনের গোষ্ঠীকে বৃহৎ বলিয়াছেন, ও তাঁহার সন্তানদের মধ্যে কলহবিবাদের জন্য সুবা বাঙ্গলার তহসিল তাগাদা হয় নাই বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি আংশিক সত্য। হুমায়ূনের গোষ্ঠী বৃহৎ না হইলেও তাঁহার সন্তানদের মধ্যে যে বিবাদবিসম্বাদ ঘটিয়াছিল তাহা সত্য। আকবর ও তাঁহার ভ্রাতা মির্জা হাকিমের মধ্যে কাবুল লইয়া বিবাদ ঘটে, কিন্তু তজ্জন্য সুবাজাতের তহসিলের বিশেষ কোন বাধা ঘটে নাই। আফগানদিগের সহিত বহুকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল বলিয়া কেবল বাঙ্গলা নহে, ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই মোগলশাসন বদ্ধমূল হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

(৮) বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া—বাঙ্গলা অধিকারের অব্যবহিত পরেই সুলেমান উপঢৌকনাদি সহ প্রতিনিধি পাঠাইয়া বাদসাহের অনুগ্রহ প্রার্থনা করায়, বাদশাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইহা ঐতিহাসিক কথা। (আকবরনামা দ্বিতীয় খণ্ড ও ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গলার ইতিহাস দেখ।)

(৯) শিবানন্দ—কুলাচার্য্যগণ শিবানন্দকে দিল্লীশ্বরের মন্ত্রী ও ভবানন্দকে গৌড়মন্ত্রী বলিয়াছেন :—

"শিবানন্দো মহাজ্ঞানী সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
বৃহস্পতিসমো বাগ্মী কন্দর্প ইব রূপবান্॥
দিল্লীশ্বরস্য মন্ত্রিত্বং তথা তেন হি লভ্যতে।
দানে কর্ণসমঃ সোঽপি গুণে চ বাসবোপমঃ॥
ভবানন্দো মহাপ্রাজ্ঞো গৌরমন্ত্রী বভূব হ॥"

শিবানন্দ যে গৌড়ের কাননগো দপ্তরের কর্ত্তা হইয়াছিলেন ইহাই প্রকৃত। কুলাচার্য্যদিগের বর্ণনা হইতেও শিবানন্দকে তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানা যায়।

(১০) দাউদকে সুবাদারী আসনে বসাইল—৯৮১ (বদৌনির মতে ৯৮০) হিজরী বা ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কিরানীর মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়জিদ সিংহাসনে বসেন। ৫।৬ মাস পরে তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার ভগিনীপতি হসু রাজ্যলাভের চেষ্টা করিলে লোদী কর্ত্তৃক সেও নিহত হয়, এবং দাউদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এ সম্বন্ধে তারিখ দাউদি প্রণেতা আবদুল্লা এইরূপ বলেন :—"On the death of Sulaiman, his eldest son Bayazid succeeded his father. * * * He showed a desire of getting rid of his father's courtiers. On this account, several of the nobles joined themselves with the son-in-law and nephew of Hazrat' Aly (Sulaiman) the latter of whom by name Hasu, was of weak intellect and put Mian Bayazid to death. Mian Lodi a grandee of Mian Sulaiman who held the chief authority in the State, gained over the Afgans, and rasied Daud, the youngest son of Hazrat' Ali to the throne,with the tittle of Daud (Shah) (Elliot's His-

tory of India Vol iv pp 509-510). আবদুল্লার উক্তি হইতে হসুকে সুলেমানের জামাতা হইতে পৃথক্ বুঝায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আকবরনামায় হসুকে হান্সু বলা হইয়াছে ও তাহাকে বায়জিদের জামাতা ও ভাগিনেয় বা ভ্রাতুষ্পুত্র (nephew) বলা হইয়াছে। "According to Abul Fazel, the nephew and son-in-law of Bayazid, whose name was Hansu took an active part in his removal. He is in turn was killed by Lodi, and Daud was placed upon the throne. Akbarnama." (Elliot Vol v. P. 372. Note) বসু মহাশয় তারিখি দাউদিরই অনুসরণ করিয়াছেন। নিজাম উদ্দীন আহম্মদ ও বদৌনি কেবল আমীরগণ কর্ত্তৃক বায়জিদের হত্যা ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১১) শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া—শ্রীহরি মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও জানকীবল্লভ রাজা বসন্তরায় উপাধি দাউদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। শ্রীহরি যে দাউদের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, ইহা মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা দাউদের প্রতি শ্রীহরির সদুপদেশের কথা বলেন নাই, বরঞ্চ তাহার বিপরীতই উল্লেখ করিয়াছেন। এইখানে বসুমহাশয়ের সহিত মুসল্‌মান লেখকদিগের মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। তবকৎ আকবরী প্রণেতা নিজাম উদ্দীন আহম্মদ শ্রীহরিকে শ্রীধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নিজাম উদ্দীন আকবরের সমসাময়িক ও তাঁহার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীহরি বা শ্রীধর সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলেন ;—"At the instigation of Katlu Khan, who had for a long time held the country of Jagannath and of Sridhar Hindu Bengali, and through his own want of judgment he seized Lodi his amir-ul-

omra, and put him confinement under the charge of Sridhar Bengali. When in prison, Lodi, sent for Katlu. and Sridhar, and sent Daud this muessage. 'If you consider my death to be for the welfare of the country, put your mind quickly at ease about it, but you will be very sorry for it after I am dead. * * * Act upon my counsel for it will be for your good. And this is my advice. After I am killed, fight the Mughals without hesitation, that you may gain the victory.' * * * Katlu Khan and Sridhar Bengali had a bitter animosity against Lodi, and they thought that if he were removed, the offices of vakil and wazir would fall to them, so they made the best of their oppertunity. They represented themselves to Daud as purely disinterested, but they repeatedly reminded him of those things which made Lodi's death desirable. Daud, in the pride and intoxication of youth, listened to the words of these sinister counsellors. The doomed victim was put to death, and Daud became the master of his elephants, his treasure, and his troops. * * * When Daud saw Imperial forces swarming in the plain, and when he was informed of the fall of Hijipur, although he had 20,000 horse, abundance of artillery, and many elephants, he determined to fly, and at midnight of Sunday, the 21st Rabi-u-s-sani, he embarked in a boat,

and made his escape. Sridhar, the Bengali, who was Daud's great supporter, and to whom he had given the tittle of Raja Bikrmájit, placed his valuables, and treasure in a boat, and followed him" (Elliot's History of India Vol v pp 373-78,) নিজামউদ্দীন আহম্মদ লিখিয়াছেন যে, দাউদ শ্রীধরকে বিক্রমাজিৎ উপাধি দেন, এই বিক্রমাজিৎই বিক্রমাদিৎ উপাধি। কারণ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উজ্জয়িনীপতি সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যকেও বিক্রমাজিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "Singhason Battisi, which is a series of thirty-two tales about Raja Bikrámajit, king of Malwa" (Badauni Vol ii p 183. Elliot Vol V p. 513.) ফারসী ভাষায় 'দ' অনেক স্থানে 'জ' এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। মুসলমান লেখকগণ উক্ত উপাধিকে বিক্রমজিৎ বলেন নাই। বিক্রমাজিৎই বলিয়াছেন তদ্দ্বারা বিক্রমাদিত্য উপাধিই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"ভবানন্দো মহাপ্রাজ্ঞো গৌরমন্ত্রী বভূব হ।
শ্রীহরিস্তস্য পুত্রশ্চ বিক্রমাদিত্যসংজ্ঞকঃ ॥
গুণানন্দ পুণ্যবানঃ (?) শান্তচেতা দ্বিজার্চ্চকঃ।
সুতস্তস্য মহাজ্ঞানী জানকীবল্লভঃ স্মৃতঃ।
বভূব খালিসাধীশঃ গৌরকোষাধিপস্তথা।
দিল্লীশ্বরপ্রসাদেন প্রচণ্ডবলবিক্রমঃ।
বসন্তরায়সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈবচ।
প্রাপ্তবাংশ্চ স বঙ্গশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥"

বসুমহাশয় আবার আর এক স্থলে জানকীবল্লভের বসন্তরায় উপাধির

কথা বলিয়াছেন। (২১) টিপ্পনী দেখ। সেখানে তোড়লমলের নিকট হইতে উক্ত উপাধি পাওয়া বুঝায়। তাহা হইলে কুলাচার্য্যদিগের উক্তির সহিত ঐক্য হয়। কিন্তু দাউদের নিকট হইতেই উপাধি পাওয়া সম্ভব।

(১২) **কর দিব না**—দাউদ যে আপনার সৈন্যসংখ্যা ও ধন-সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাদসাহের অধীনতা ছেদন করিয়াছিলেন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। নিজাম উদ্দীন আহম্মদের গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে ইহার উল্লেখ আছে। (ষ্টুযার্টের বাঙ্গালা ইতিহাস দেখ)।

(১৩) **দক্ষিণ দেশে যশহর * * * চাঁদ খাঁ মছন্দরীর জমিদারি ছিল**—বসুমহাশয়ের মতে বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির নগর স্থাপনের পূর্ব্বেও সেই স্থানের যশহর নাম ছিল। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, বিক্রমাদিত্যই যশহরের স্থাপয়িতা।—

"শ্রীহরি স্তস্য পুত্রশ্চ বিক্রমাদিত্যসংজ্ঞকঃ।
পুরং যশোহরং রম্যং গজবাজীসমন্বিতং॥
স্থাপয়ামাস স প্রাজ্ঞ স্তত্রোবাস প্রযত্নতঃ॥"

বসুমহাশয়ের মতে যশোহরের অস্তিত্ব থাকিলেও বিক্রমাদিত্য কর্তৃক উক্ত নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কুলাচার্য্যদিগের সহিত বিশেষ কোন অনৈক্য দেখা যায় না। বিক্রমাদিত্য কর্তৃক যে যশোরের প্রতিষ্ঠা ওয়েষ্ট-ল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রবাদাবলম্বনে তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন যশোরের উৎপত্তি হইয়াছিল ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন—

"The name of Jessore continued to attach itself to the estates which Pratapaditya had possessed. The foujdar, or military governor, who had charge of them,

and who, as we should see, was located at Mirza-nagar, on the Kabadak, was called foujdar of Jessore ; and when the head quarters of the district, which still differed not much in its boundaries from what it had been Pratapaditya's time, were brought Murali and thence to Kasba (where they now are) the name Jessore was applied to the town where courts and catcharies thus were located." (Westland's Jessore 2nd ed. p 25.)

এইখানে আমরা যশোরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। যাঁহারা বলেন যে গৌড়ের যশ হরণ করায় তাহার যশোহর নাম হয়, তাঁহাদের উক্তির মূল নাই, কারণ, বিক্রমাদিত্যের নগরপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও তাহার যশোর নাম ছিল। সংস্কৃত তন্ত্রাদিতে যশোহর নাই, কিন্তু যশোর আছে, যথা—তন্ত্রচূড়ামণিতে "যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ"। দিগ্বিজয়প্রকাশে যথা—"উপবঙ্গেঃ যশোরাদ্যাঃ দেশাঃ কাননসংযুতাঃ"। ভবিষ্যপুরাণে যথা—"যশোরদেশবিষয়ে"। সুতরাং সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে ইহা যশোর বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। কুলাচার্য্যগণ কেবল ইহার যশোহর নাম প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন তন্ত্রাচূড়ামণি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কুলাচার্য্যদিগেরও কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। তবে যশোর শব্দের উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা স্থির করা কঠিন। কনিংহাম বলেন যে, আরবী জসর অর্থাৎ সেতু হইতে যশোরের উৎপত্তি, যাহা সেতুগম্য তাহাই জসর বা যশোর। যশোরের অবস্থানানুসারে ইহার সার্থকতা থাকিতেও পারে।

বসুমহাশয় বলিতেছেন যশোরের নিকট চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারী ছিল। এই চাঁদ খাঁ মছন্দরী বা মসনদ আলি কে তাহা জানিবার উপায়

নাই। পাঠানদিগের সময়ে অনেক আফগান বীর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সাধারণতঃ মসনদ আলি উপাধি ধারণ করিতেন। সুতরাং কোন মসনদ আলি বংশ দেখিলে তাহার সহিত চাঁদখাঁর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা কতদুর ফলবতী হয় বলিতে পারা যায় না। বেভারিজ সাহেব চাঁদখাঁকে যশোর জেলার প্রসিদ্ধ খানজা আলির বংশীয় বলিতে চাহেন। তিনি আবার জেস্যুইট পাদরী ও পর্টুগীজদিগের কথিত Chandecan নামক স্থানকে চাঁদ খাঁ স্থির করিয়া চাঁদখাঁর নামানুসারে তাহার চাঁদখাঁ নামকরণ ও ধুমঘাটের সহিত Chandecanএর অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল।

"My reasons for this view are, firstly, that Chandecan or Ciandecan is evidently the same as Chand Khan, which, as we know from the life of Raja Pratapaditya by Ram Ram Bosu (moderenised by Haris Chandra Tarkalankar) was the name of the former propritor of the estate in the Sundarbans which Pratapaditya's father Bikramaditya got from King Daud. . Chand Khan Masundari had died, we are told, without leaving any heirs, and consequently his territory, which was near the sea, had relapsed into jungle. Bikramaditya saw that King Daud would be ruined, as he had taken upon himself to risist the Emperor of Delhi, and therefore Bikramaditya, who was his minister, took the precaution of establishing a retreat for himself in the jungles. King Daud was killed in 1576, and Bikramaditya though he

had prepared a city beforehand, seems to have gone, to it in person about this time. His dynasty had been only about twenty-four or twenty-five years in the country when the Jesuits visited it, and it would have been quite natural if the name of the old proprietor (Chand Khan) had still clung to it. Moreover, we know that Pratapaditya did not live always, at least, at his father's city of Jessore. He reblled against him, and established a rival city at Dhumghat. In so doing he may have selected the site of Chand Khan capital, and this may have retained the name of Chand Khan for two or three years after Pratapaditya had removed to it. Nor is there anything in this opposed to the fact that one Khanja Ali formerly owned Jessore; Khanja Ali died in 1458, or 120 years before Bikramaditya appeared on the scene, so that Chand Khan may very well have been the name of one of Khanja Ali's descendants." (Beveridge's History of Bakargunj pp 176-77.- চাঁদখাঁর জমিদারীর নিকটে হিজলী ছিল। তাহাতেও মস্‌নদ আলির এক বংশ ছিল। হোসেন খাঁর সময় হইতে তাঁহাদের অভ্যুদয়। চাঁদখাঁ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ কিনা বলা যায় না। সে সময়ে আফগান সাধারণের মসনদ আলি উপাধি থাকায় এ বিষয় স্থির করার কোনই উপায় নাই। Chandecanযে ধূমঘাট নহে, কিন্তু সাগর দ্বীপ, তাহা উপক্রমণিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

বসুমহাশয়ের বর্ণনানুসারে দাউদের সিংহাসনারোহণের পর বিক্র-

মাদিত্য প্রভৃতি যশোরে আপনাদিগের অবাসস্থান স্থাপন করেন। ৯৮১ হিজরী বা ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে দাউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়ে বিক্রমাদিত্যের যশোরে আবাসস্থান স্থাপন করা হয়। কিন্তু কালীগঞ্জ থানার অধীন ডামরাইল নামক স্থানে যে নবরত্নের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তাহা বিক্রমাদিত্যের স্থাপিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাতে যে সময় খোদিত আছে, তাহার অর্থানুসারে এক অর্থে এই সময়ের দশ বৎসর পূর্ব্বে ও আর এক অর্থে ইহার ৮৯ বৎসর পরে মন্দিরের স্থাপনা হয়। আমরা উক্ত মন্দিরের বিবরণসহ তাহার সময় উল্লেখ করিয়া পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

"The Navaratna stands in the midst of paddy-fields near village Damrail, on the left bank of the river Kalindi. It is within the jursidiction of police-station Kaligunj of the Satkhera subdivision.

The Navaratna consists of a circular room in the centre, the vault over which carries the highest pinnacle. On the four corners of the room, which are enclosed within four outer walls. The four inner walls run parallel to the four outer ones and seperate the central room from the side rooms. Over each of the four corners of the inner and outer walls there was a pinnacle which with the one over the vault made up the nine *churras*. The outer walls are engraved with figurs of Hindu gods and goddesses of excellent workmanship. On the western wall there is an inscription which on

account of the ravages done by time can be read now with great difficulty. The inscription is as follows :—

"শাকে বেদসমযুতে বসুবাণসমন্বিতে
ইয়ং মগ সোপান"

After the word 'সোপান' what followed cannot be made out.

The Navaratna is said to have been built by Raja Vikramaditya, the father of Maharaja Pratapaditya. Vikramaditya was the founder of the family, and he lived during the reign of the Emperor Akbar. The exact date cannot be ascertained, but it seems that the Navaratna was erected some time during the third quarter of sixteenth century. As the inscription cannot be read throughout no reliable conclusion can be drawn from it as regards the date of erection.

There is no idol within the Navaratna, and it seems that there never was any image within it. It appears that Navaratna was never dedicated to a god or goddess. If such was the case, some story most have been handed down by tradition, and the present descendants of Pratapaditya would have known something about it. It was built for a different object, viz, as a *Shamajmandir*. Raja Vikramaditya, who was a minister of the Pathan

King Daud Khan, when he established himself in Jessore, caused many Brahmans and Kaiyasthas of respectable family to be brought from various parts of Bengal, and made them settle near his capital. He established a *Shomaj* or assembly for the guidance in social matters of his subjects, and styled himself the head of that *Shomaj*. The assembly consisted of nine men, who, like the nine sages in the court of Maharaja Vikramadittya of Ujjain were called Navaratna, or nine gems, and it was in the *Shomaj Mandir* that they used to meet for consultation. The Navaratna derived its name partly because it was the place of meeting of nine ratnas and partly because it had nine *Churras*. At present in Bengal a temple having nine *Churras* is called a Navaratna, and a temple having five *Churras*, a Panchratna." (Ancient Monuments in Bengal, 1896.)

নবরত্নের গাত্রে খোদিত যে সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অস্পষ্ট। কিন্তু তাহা হইলেও, তাহা হইতে অর্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে। "শাকে বেদসমযুতে বসুবাণ সমন্বিতে" ইহা হইতে ৪৮৫ এই কয়টি অঙ্ক পাওয়া যায়। তাহা শাক হইলে অবশ্য তাহার কোন স্থানে একটি ১ থাকিবে। ইহার পর যে 'ইন্নং' কথা আছে উপর পাঠ 'ইন্দু' হইতেও পারে। না হইলে অবশ্য কোন স্থানে ১ থাকিবেই। অঙ্কের বামাগতি অনুসারে উক্ত অব্দ ১৫৮৪ শাক হয়, তাহা হইলে ১৬৬২ খৃঃ অব্দ হইতেছে। ১৬৬২ খৃঃ অব্দ হইলে নবরত্ন কদাচ বিক্রমাদিত্যের নির্ম্মিত হয় না।

বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্য তাহার বহুপূর্ব্বে এ জগৎ হইতে বিদায় লইয়া-ছিলেন। যদি বামাগতি অনুসারে পাঠ না করিয়া সরল ভাবে পাঠ করা যায়, (যদিও তাহা রীতিবিরুদ্ধ) এবং তাহাতে ১ ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ১৪৮৫ শাক বা ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ হয়। ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে দাউদ এমন কি সুলেমান পর্য্যন্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হন নাই। ৯৭২ হিজরী বা ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে সুলেমান ও ৯৮১ বা ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে দাউদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বিক্রমাদিত্য যে দাউদের মন্ত্রী ছিলেন তাহা মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহারই অনুগ্রহে যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহা হইলে ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন মন্দিব নির্ম্মাণ করা ঘটিয়া উঠে না। আবার ইহার প্রথমে শাক, তাহার পর বেদ বা ৪ আছে। ১টি ৪ এর পূর্ব্বে না থাকিলে সরল ভাবে পাঠে অব্দ স্থির হয় না, অথচ তাহাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বামাগতি অনুসারে পাঠই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে নবরত্ন বিক্রমাদিত্যের অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। নয়টি চূড়া হইতে নবরত্ন নাম হইয়াছে ইহাই প্রকৃত। সামাজিক নবরত্ন কল্পনা করিয়া যশোরের বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলনা করিয়া বর্ত্তমান কালে নবরত্নের সহিত প্রবাদ বিজড়িত হইয়া ইহাকে বিক্রমাদিত্যের নিম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বিক্রমাদিত্যের বহু পরে অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কোন বারুই রাজা ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদও আমরা শুনিয়া থাকি। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে বা তাহার কিছু পরে বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। যশোর সমাজের ঘটকগণের কুলজী গ্রন্থে দেখা যায় যে, বিক্রমাদিত্য ১৫১৪ শাক বা ১৫৯২ খৃঃ অব্দে রাজা হইয়া ৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

"বেদেন্দুতিথি শকাব্দে ভবানন্দগুহাত্মজঃ।
বিক্রমাদিত্যনামাচ পঞ্চাব্দং যশোরে নৃপঃ॥"

১৫১৪ শাক বা ১৫৯২ খৃঃ অব্দ দাউদের পতনের অনেক পরে হয়। এত দিন বিক্রমাদিত্যের স্থানান্তরে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(১৪) ফরমান রাজা তোড়লমল্ল * * * তাঁহ হইলেন।—

দাউদ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করিলে, বাদসাহ প্রথমতঃ খানখানান মুনিম খাঁর প্রতি তাঁহার দমনের জন্য ফর্ম্মান দেন। প্রথমে রাজা তোড়রমল ফর্ম্মান পান নাই। মুনিম খাঁ দাউদের অমাত্য লোদী খাঁর সহিত সন্ধি করায় বাদসাহ তাঁহার পরিবর্ত্তে রাজা তোড়লমল্লকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। "The Emperor was informed that Daud had stepped out of his proper sphere, has assumed the titte of King, and though his morose temper had destroyed the fort of Patna which Khan-zeman built when he was ruler of Jaunpore. A farman was immediately sent to Khan Khanan directing him to chastise Daud and to conquer the country of Behar," (Nizam-u-d-din Ahmad's Tabkat-i-Akbari) তাহার পর রাজা তোড়লমল্লের নিয়োগ সম্বন্ধে Stewart সাহেব বলিতেছেন,—"The emperor Akbar was also displeased with his general for granting such easy terms to the enemy, and appointed Raja Todermal to supersede him in the command of the troops destined to the conquest of Bengal." (History of Bengal.) তাহার পর মুনিম খাঁ ও তোড়লমল্ল উভয়েই

মিলিত হইয়াই দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তোড়লমল্লের দাউদের সহিত যুদ্ধ সম্বন্ধে Blochmann সাহেবের আইন আকবরীতে এইরূপ লিখিত আছে। "—In the 19th year, after the conquest of Patna, he got an *alam* and a *naggarah* and was ordered to accompany Munim Khan to Bengal. He was the soul expedition, In the battle with Daud Khan-i-Kararani, when Khan Alam had been killed, and Munim Khan's horse had run away, the Rajah held his ground bravely, and not only was there no defeat, but an actual victory. 'What harm' said Tcdar Mull 'if Khan Alam is dead; what fear, if the Khan Khanan has run away, the empire is ours !' After settling severally financial matters in Beagal and Orisa, Todar Mull went to Court and was employed in revenue matters. When Khan Jahan went to Bengal, Todar Mull was ordered to accompany him. He distinguished himself, as before in the defeat and capture of Daud, in the 21st year, he took the spoils of Bengal to Court, among them 3 to 400 elephants." (P. 351). ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার বাঙ্গলার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১৫) তোড়লমল গঙ্গার কিনারায় আসিয়া দেখিলেন—সম্ভবতঃ পাটনার নিকট উপস্থিতির বিষয় বসুমহাশয় মনে করিয়া থাকিবেন। মুনিম খাঁ প্রথমতঃ দাউদকে পাটনা দুর্গে অবরোধ করেন। পরে বাদসাহ উপস্থিত হইলে তাঁহার আদেশে খাঁ আলম হাজীপুর অধি-

কার করেন। দাউদ পরিশেষে নৌকাযোগে পাটনা হইতে পলায়ন করেন। পাটনায় তোড়লমল্লও উপস্থিত ছিলেন।

(১৬) **ইহারা সহস্রাবধি বৃহৎ নৌকায় * * * চালান করিলেন।**—দাউদের ধনসম্পত্তিপূর্ণ নৌকা লইয়া শ্রীহরি বা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা করার কথা (১১) টিপ্পনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইতেছে। "Sridhar the Bengali, who was Daud's great supporter, and to whom he had given the title of Raja Bikramajit, placed his valuables and treasure in a boat and followed him." (Nizam-u-d-din Ahmad) দাউদ পাটনা হইতে ৯৮২ হিজরীর (১৫৭৪ খৃঃ) ২১এ রবি উশ্‌সানির রাত্রিতে পালায়ন করেন। সেই সময়ে বিক্রমাদিত্যও তাঁহার ধনরত্ন লইয়া নৌকাযোগে পালায়ন করিয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের মতেও সাধারণ প্রবাদানুসারে এই সমস্ত ধনরত্ন যশোরে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আর পুনর্ব্বার দাউদকে প্রদত্ত হয় নাই। ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, ইহার পর হইতে দাউদ ক্রমে পরাজিত হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি উড়িষ্যার রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বাঙ্গলার পুনরধিকারের জন্য ব্যস্ত থাকায় ঐ সমস্ত ধনরত্ন সম্ভবতঃ আনয়ন করেন নাই। তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হইলে বিক্রমাদিত্য উহার অধিকারী হন। এই ধনরত্ন হইতে তাঁহারা যে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে।

(১৭) **বাদসাহ * * * প্রাগ পর্য্যন্ত পৌছিলে**—আকবর বাদসাহ দাউদের পরাজয়ের জন্য পাটনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে প্রয়াগে পৌছেন। সেই সময়ে প্রয়াগ বা এলাহাবাদের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। "On Safar 23rd A. H. 982, His

Majesty arrived at Payag (Prayag), which is commonly called Illahabas, where the waters of the Ganges and Jamuna unite. * * * Here His Majesty laid the foundations of an Imperial city, which he called Illahabas." (Badauni Elliot Vol V. pp. 512-13.) 'The fort and city as they now stand were founded by Akbar in 1575; but a strong hold has existed at the junction of the two rivers since the earliest times." (Imperial Gazetteer.)

(১৮) **রাজা ওমরাওসিংহ**—আইন আকবরীতে লিখিত মনসবদারদিগের তালিকায় ওমরাও সিংহের নাম দৃষ্ট হয় না। তবে মনসবদার ব্যতীত অনেক সৈনিক কর্ম্মচারীও ছিলেন। ওমরাও সিংহ তাঁহাদের অন্যতম হইতে পারেন। অন্য কোন গ্রন্থে ওমরাও সিংহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বসুমহাশয়ের উক্তি কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না।

(১৯) **সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজমহলের কেল্লাতে দাখিল হইলেন।**—দাউদের সহিত নানা স্থানে যুদ্ধের পর রাজমহালে শেষ যুদ্ধ হয়। "The king of Bengal had taken post, with the greater part of his army, in the strong situation of Agmahal (now called Rajemahal), protected on one flank by the mountains, and on the other by the river Ganges. In this position he defended himself for several months, till the Moghal governor, having been reinforced by the imperial troops of Patna, Tirhoot, and other places, on the 10th Rubby-al-Akhir (4th month), 984, made a

general assault upon the Afghan lines." (Stewart) এই সময়ে হোসেন কুলী খাঁ খাঁ জেহান মোগল সেনাপতি ছিলেন। রাজা তোড়লমলও তাঁহার সহিত উপস্থিত ছিলেন।

(২০) **বঙ্গভূমে যশহরের পশ্চিম ভাগে * * * বৃহৎ রাজ্য আমাদের অধিকার**—বসু মহাশয়ের বিবরণ হইতে বোধ হয় যে, যশোরের সীমা বর্ত্তমান ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা পর্য্যন্তও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কবিরামরচিত দিগ্বিজয়প্রকাশে যশোর রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে এই-রূপ লিখিত হইয়াছে। পশ্চিম সীমায় কুশদ্বীপ, পূর্ব্বে ভূষণ ও বাকলার সীমা মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর ও দক্ষিণে সুন্দরবন এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী একবিংশতি যোজন পরিমিত স্থান যশোর নামে খ্যাত। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে যশোরকে দশযোজন পরিমাণ বলা হইয়াছে। "দশ-যোজনমানঞ্চ যশোরস্য চ পত্তনং"। আর ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও ঐরূপ লিখিয়াছেন। "His (Pratapaditya's) dominions, either those which he acquired by inheritance, or those which he obtained by enlarging what he inherited, extended over all the deltaic land bordering on the Sunderban embracing that part of the 24 Pergunnahs district which lies east of Ichhamati river, and all but the northern and north-eastern part of the Jessore district. The Raja of Krishnanagar (Naddia) was apparrently the owner of the lands which lay on the north-west of Pratapaditya." (Westland's Jessore 2nd ed. P. 24.) কিন্তু সে সময়ে কৃষ্ণ-নগরের রাজার রাজ্য যে অধিক দূর বিস্তৃত ছিল তাহা বোধ হয় না।

প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের পর হইতে কৃষ্ণনগর রাজার রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই সমস্ত বিবরণ ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, যশোর রাজ্যের পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্ব্বে মধুমতী ও দক্ষিণে সমুদ্র ছিল। উত্তরে বর্ত্তমান নদীয়ার দক্ষিণ অংশ, চব্বিশ পরগণার ও যশোরের উত্তরাংশ ছিল। যদিও সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যশোর রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল, তথাপি ভাগীরথী ও মধুমতী পর্য্যন্ত সমস্ত সুন্দরবন বিক্রমাদিত্য বা প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল কিনা সন্দেহ। সে যাহা হউক, যশোর রাজ্যের পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্ব্বে যে মধুমতী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিগ্বিজয়প্রকাশ হইতে জানা যায়, এবং ইহাও ঐতিহাসিক সত্য যে মধুমতী ভূষণা ও বাকলার সীমা ছিল। সে সময়ে ভূষণা বা ফতেয়াবাদে মুকুন্দরাম রায় রাজত্ব করিতেন। আর বাকলা কন্দর্প নারায়ণ ও তৎপুত্র রামচন্দ্র রায়ের রাজ্য ছিল। এ সমস্ত স্থান যে যশোর হইতে পৃথক্ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘটকগণ ও বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য বহুরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি না। সেই সেই স্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব। জেসুইট পাদরীরা লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভ্রমণ করিতে ১৫ দিন বা ২০ দিন লাগিত। "Fernandez describes Chandeean as lying half way between Porto Grande (Chittagong) and Porto Piccolo (Gullo ?), and says that the King's dominions were so extensive that it would take fifteen or twenty days to traverse them." (Beveridge's History of Bakarganj, Appendix, p. 446) তাঁহারা ইহার পূর্ব্বভাগে বাকলা ও শ্রীপুর রাজ্যের অবস্থানের কথাও বলিয়াছেন।

(২১) মহারাজ বসন্ত রায় খেতাব দিয়া—এই স্থলে বসু মহাশয়ের বিবরণ হইতে বোধ হয় যেন মোগল কর্ম্মচারিগণ রাজা বসন্ত রায়কে মহারাজা উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজা বসন্ত রায নামেই খ্যাত। কুলাচার্য্যগণ তাঁহার রাজোপাধির কথাই লিখিয়াছেন। (১১) টিপ্পনী দেখ।

(২২) মুণ্ড ঝণ্ডার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া দিল। —ইতিহাসে ওমরাও সিংহের দ্বারা দাউদের আক্রমণের কথা নাই। খাঁ জেহানের কর্ম্মচারী হাসান বেগ দাউদকে বন্দী করিয়া আনিলে খাঁ জেহান তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। আমরা দাউদের শিরশ্ছেদ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—"Daud Shah Kirani was brought in a prisoner, his horse having fallen with him Khan Jahan seeing Daud in this condition, asked him if he called himself a Musalman, and why he had broken the oaths which he had taken on the Kuran and before God Daud answered that he had made the peace with Munim Khan personally, and that if had now gained the victory, he would have been ready to renew it Khan Jahan ordered them to relieve his body from the weight of his head, which he sent to Akbar the King. The date of this transaction may be learnt from this verse.—Malki Sulaimanzi Daud raft. (983 H. 1575 A. D)" (Abdulla's Tarikhi Daudi, Elliot vol IV. P. 513.) মোখাজেনি আফগানি ও তারিখি খাঁ জাঁহানের মতে দাউদ যুদ্ধে নিহত হন, কিন্তু তাহার বিশেষ

কোন প্রমাণ নাই। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও দাউদের বন্দী-অবস্থায় নিহত হওয়ার কথা বলিয়াছেন। "Daud being left behind was made prisoner, and Khan Jahan had his head struck off, and sent it to His Majesty" (Nizam-u-d-din Ahmad's Tabakat-i-Akbari, Elliot vol V P 400). "The horse of Daud stuck fast in the mud, and Hasan Beg made Daud prisoner, and carried him to Khan Jahan. The prisoner being oppressed with thirst, asked for water. They filled his slipper with water, and took it to him. But as he would not drink it, Khan-Jahan supplied him with a cupful from his own canteen, and enabled him to slake his thirst. The Khan was desirous of saving his life, for he was a handsome man; but the nobles urged that if his life were spared, suspicions might arise as to their loyalty, so he ordered him to be beheaded. His execution was a very clumsy work, for after receiving two chops he was not dead, but suffered great torture. At length his head was cut off. It was then crammed with grass and annointed with perfumes, and placed in charge of Saiyid' Abdulla Khan." (Tarikh-i-Baduni. Elliot Vol V. P. 525). "When victory declared for the Imperial army, the weak-minded Daud was made prisoner. His horse stuck fast in the mud. and * * * a party of brave men seized him, and brought him prisoner to Khan-Jahan.

The Khan said to him 'Where is the treaty you made and the oath that you swore ?' throwing aside all shame he said, 'I made that treaty with Khan-Khanan. If you will alight, we will have a little friendly talk together and enter into another treaty.' Khan Jahan, fully aware of the craft and perfidy of the traitor, ordered that his body should be immediately relieved from the weight of his rebellious head. He was accordingly decapitated, and his head was sent of express to the Emperor. His body was exposed on a gibbet at Tanda, the capital of that country." (Akbernama vol III P. 518. Elliot vol VI pp. 54-55.) এই সমস্ত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দাউদ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অশ্ব কর্দ্দমে প্রোথিত হওয়ায় তিনি বন্দী হন এবং অবশেষে তাঁহার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। মোখজানি আফগানীর মতে কতলু খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দাউদ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। "The Mukhzam-i-Afghani represents that this defeat was entirely owing to the treachery of Katlu Lohani, who was rewarded by the settlement upon him of some pergunnahs by withdrawing from the field at a fovourable juncture." (Elliot, Vol IV. P. 513. Note.)

(২৩) ওমরাও সিংহ * * * বেগমদিগের * * * দাউদের মুণ্ড সমেত প্রাগে চালান করিলেন।—দাউদের মুণ্ড যে বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা (২২) টিপ্পনীতে উল্লিখিত

হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বেগমদিগের প্রেরণের কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। তাঁহার পরিবারবর্গ রাজমহলে ছিল না, সপ্তগ্রামে ছিল। "After this victory, Khan Jahan dispatched Todar Mall to Court, and moved to Satganw (Hughi) where Daud's family lived. Here he defeated the remnant of Daud's adherants under Jamshed and Mitti, and reannexed Satganw, which since the days of old had been called *Bulghakkhanah* to the Moghul empire. Daud's mother came to Khan Jahan as a suppliant" (Blochmann's Ain-i-Akbari P. 331.)

(২৪) **অনেক অনেক বঙ্গজ কায়স্থ * * * যশোহরে আসিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন।**—রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় কর্তৃক যশোর বঙ্গজকায়স্থ সমাজ গঠিত হয়। তাঁহারা অনেক কুলীন ও মৌলিক বঙ্গজ কায়স্থকে বাকলা প্রভৃতি স্থান হইতে আনাইয়া যশোরে বাস করান। অদ্যাপি যশোর বঙ্গজকায়স্থ সমাজ শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণে পরিপূর্ণ হইয়া বিক্রমাদিত্য, বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্যের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

(২৫) **ব্রাহ্মণ শ্রেণী * * * যশোহর মহাসমাজ হইল।**—কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতিকে আনয়নসম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"চন্দ্রদ্বীপপুরাৎ তস্মিন্ কায়স্থান্ ব্রাহ্মণান্ তথা।
বৈদ্যকমানয়ামাস সমাজেশ বভূব সঃ॥"

চন্দ্রদ্বীপ সমস্ত বঙ্গজ কায়স্থগণের মূলস্থান ছিল, কুলাচার্য্যগণ চন্দ্রদ্বীপকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবরণে বঙ্গজকায়স্থসমাজ-শরীরের এইরূপ নির্দ্দেশ হয়।

"চন্দ্রদ্বীপঃ শিরস্থানং যশোরা বাহবস্তথা।
উরূ দ্বে বিক্রমপুরঃ পাদৌ ফথয়বাদকঃ॥
গুহ্যানি বাজুবশ্চৈব অন্যস্থানঞ্চ পুরীষঃ॥
এতে বঙ্গজভাবাশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥"

সরকার ফতেয়াবাদ ও বাজুহা হইতে ফতেয়াবাদ ও বাজু সমাজের নামকরণ হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষেরা সমাজ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করায় মর্য্যাদায় কিঞ্চিৎ হীন হইয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় যশোহর সমাজ গঠন করিয়া তাহার সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি হওয়ায় পুনর্ব্বার উচ্চ মর্য্যাদা লাভ করেন। চন্দ্রদ্বীপ মূল সমাজ হইলেও যশোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার সমকক্ষ হইয়াছিল।

(২৬) এখানে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন।—বসু মহাশয়ের মতে দাউদের পতনের পর বিক্রমাদিত্য যশোরে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন। তাহার পর প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। প্রতাপাদিত্যের জন্ম কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু অনুমান দ্বারা স্থির হয় যে, দাউদের পতনের পূর্ব্বেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে জেস্থইট পাদরী ফনসেকা প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যকে দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে উদয়াদিত্যের জন্ম হয়। সে সময়ে প্রতাপাদিত্যের বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসর হইলেও ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপের জন্ম হয়। আমরা দেখাইয়াছি যে, দাউদ ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে নিহত হন। তাহা হইলে তাঁহার পতনের পূর্ব্বে যে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয় তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। যশোরের ঘটকদিগের মতে প্রতাপাদিত্য ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ৪৫ বৎসর সম্ভবতঃ তাঁহার জন্মকাল হইবে। আমরা মানসিংহদত্ত ভবানন্দ মজুমদারের

ফরমান ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। তাহা হইলে ৪৫ বৎসর তাঁহার জন্মকাল হইলে ১৫৬১ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

(২৭) **নাম রাখিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য**—'রাজা প্রতাপাদিত্য' নাম যে অন্নপ্রাশনের সময় হইতে হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। অন্ততঃ তখন যে রাজা উপাধি যোগ হয় নাই তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্নপ্রাশনের সময় প্রতাপ কি সম্পূর্ণ প্রতাপাদিত্য নাম করা হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই।

(২৮) **কালী কন্যা ভাবে তাহার গৃহে···পশ্চিমবাহিনী হইলেন**—(৯৮) টিপ্পনী দেখ।

(২৯) **পরে তাহার বিবাহ দিলেন**—কুলজী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, প্রতাপাদিত্যের দুই বিবাহ ছিল। প্রথমে জিতামিত্র-নাগের কন্যার, পরে গোপাল ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। (বঙ্গীয় সমাজ ১৫২ পৃষ্ঠা) বসুমহাশয়ও প্রতাপাদিত্যের রাণীকে নাগঝি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জিতমিত্র নাগ নামে বিক্রমা-দিত্যের এক মাতুলও ছিলেন। * যথা—"তন্মাতুলো মহাপ্রাজ্ঞো নাগবংশ-সমুদ্ভবঃ। জীতমিত্র ইতি খ্যাতো মধ্যল্যন্তেন ভাষিতঃ।"

(৩০) **আপনাদের সদর তাহুত দিল্লীতে**—আকবর বাদ-সাহের সময় আগরা মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। আকবর দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আগরায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৩১) **কিন্তু সর্পবৎ হইয়া থাকিল**—বসুমহাশয়ের মতে প্রতাপের আগরা যাত্রা হইতেই বসন্তরায়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। বসন্তরায় প্রতাপকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিলেও প্রতাপ বসন্ত-রায়ের প্রতি স্বীয় পিতা বিক্রমাদিত্যের অপরিসীম স্নেহ জানিয়া তাঁহার

প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হন। এই ঈর্ষা কালে গরলোদ্গারিণী ভুজঙ্গিনীর আকার ধারণ করিয়া বসন্তরায়কে সবংশে দংশন করিয়াছিল। পরে প্রতাপও তাহাতে নিজে জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন। বসুমহাশয়ের মতে আগরা যাওয়া হইতেই তাহার সূচনা হয়।

(৩২) সো বর কামিনী নীর নাহারতি।
বিত ভালি হেঁ।
চির মচরকে গচপর বাবিকে
ধাবেছ চল্ল চলি হেঁ।
রায বেচারি আপন মনমে।
উপমা ও চারি হে।
কে ছঙ্গ মরোরতি শ্বেত ভুজঙ্গিনী।
জাত চলি হেঁ।

বহু ভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয ইহার এইরূপ অর্থ করিযাছেন,——

সো = সেই, বরকামিনী = শ্রেষ্ঠ রমণী, নীর = জল, নাহারতি = স্নান করিতেছে, রিত = রীতি, ভালি = ভাল, চির = বস্ত্র, মচরকে = নিঙ্গাড়িযা, গচপর = ঘাটের উপর, বাবিকে = বাপীকে = পুষ্করিণীর, ধাবেছ = ধারে ধারে, চল্ল চলি = চলিয়া যাইতেছে, রায় বেচারি = রায় বেচারা, আপন = আপনার, মনমে = মনে, ও চারি = বিচার করিতেছে, ছঙ্গ = সঙ্গ, মরো-রতিকে = মূর্ত্তির, (অর্থাৎ মূর্ত্তিসহ = মূর্ত্তিমতী) জাত চলি = চলিয়া যাইতেছে।

সেই শ্রেষ্ঠ কামিনী জলে স্নান করিতেছে, এ রীতি ভাল বটে। তাহার পর ঘাটের উপর বস্ত্রখানি নিঙ্গাড়িয়া পুষ্করিণীর ধারে ধারে চলিয়া যাইতেছে। (সম্ভবতঃ মস্তকের কেশজাল বস্ত্রাবৃত করিয়া নিঙ্গাড়াইতে

ছিল) রায় বেচারা আপনার মনে বিচার করিয়া এই উপমা স্থির করিল যেন, মূর্ত্তিমতী শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলিয়া যাইতেছে। বিশ্বকোষ প্রভৃতিতে ইহার পাঠান্তর করা আছে। কিন্তু বসুমহাশয়েব গ্রন্থে যেরূপ শব্দবিন্যাস আছে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহারই উপরোক্ত অর্থ করিয়াছেন।

(৩৩) তবে আমার নাম প্রদত্ত হয়—প্রতাপাদিত্য আগরা গমন করিয়া স্বীয় পিতা ও পিতৃব্যের নামের পরিবর্ত্তে আপনিই রাজ্যের সনন্দ লাভের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। বসুমহাশয়ের মতে উপরোক্ত সমস্যা পূরণ হইতে তিনি তাহার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। বাল্যকাল হইতেই প্রতাপাদিত্যের হৃদয় উচ্চাশায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি এই সময় হইতে তাহার পূরণের জন্য সচেষ্ট হন।

(৩৪) আমাকে খুন করিলেই বা * * * আঞ্জাম কি মতে হইতে পারে ?—তৎকালে জমীদারদিগের দেয় রাজস্ব বাকী পড়িলে, তাঁহাদের উকীলদিগকে কারারুদ্ধ ও অন্য প্রকারে নির্য্যাতন করিয়া রাজস্ব আদায় করা হইত। কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম আমল পর্য্যন্তও ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। প্রতাপাদিত্য কৌশলপূর্ব্বক যশোরের রাজস্ব গোপন করিয়া তাহার জমীদার স্বীয় পিতার নামোল্লেখ না করিয়া বসন্তরায়ের প্রতি বাদসাহের ক্রোধ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে বসন্তরায়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব প্রবল হইতেছিল, বসুমহাশয় তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে সময়ে যশোরের রাজস্ব বরাবর আগরাতে প্রেরিত হইত কিনা সন্দেহ। দাউদের পতনের পর বাঙ্গলায় মোগল সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট প্রথমে রাজস্ব পঁহুছিবার কথা।

(৩৫) ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল—বসুমহাশয়ের মতে প্রতাপাদিত্য কৌশলপূর্ব্বক যশোর রাজ্যের সনন্দ

লাভ করিয়া স্বীয় পিতা ও পিতৃব্য বর্ত্তমানেই রাজা হইয়াছিলেন। যদিও বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই, তথাপি নিজে সনন্দ লাভ করিয়া তিনি আপনাকেই যশোরাধিপ মনে করিয়াছিলেন, তদবধি তাঁহার ক্ষমতাপ্রচারের সূত্রপাত হয়।

(৩৬) **মনছবদারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া বাইশ হাজার ফৌজ সমেত**—আইন আকবরীর মনসবদারদিগের তালিকায় প্রতাপাদিত্যের নাম নাই। যাঁহারা বাদসাহের কর্ম্মচারীরূপে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন তাঁহারাই মনসবদার হইতেন, প্রতাপাদিত্য মনসবদার ছিলেন না। বাদসাহের নিকট হইতে তিনি রাজ্যের সনন্দ লাভ করিয়া তাহার উপযোগী সম্মানের চিহ্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বাইশ হাজার ফৌজ দিল্লী বা আগরা হইতে আনেন নাই। স্বীয় রাজ্যমধ্য হইতেই তাঁহার সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল।

(৩৭) **দপ্তর ও মালখানা * * * প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া আসিয়াছেন**— বসুমজুমদারের মতে প্রতাপাদিত্য আগরা হইতে আসিয়াই পিতা ও পিতৃব্যের বিরুদ্ধে দপ্তর ও মালখানা বন্ধ করেন। তিনি যশোর রাজ্যের সনন্দ পাইয়াছিলেন বলিয়া সমস্তই অধিকার করেন। এই সময় হইতে তাহার পিতা ও পিতৃব্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে উত্থান।

(৩৮) **আলাপ বিলাপ করিতেছেন**—ইহার পর আবার তিনি পিতা ও পিতৃব্যের সহিত মিলন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় প্রতাপকে ক্ষমতাশালী মনে করিয়া তাঁহাকে শাসনের চেষ্টা করেন নাই।

(৩৯) **বাদসাহের ফরমান * * * মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে ধরিলেন**—বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় প্রতা-

পের আগরাবাসের কার্য্যাদি জানিতে ইচ্ছুক হইলে প্রতাপ নিজে কিছু না বলিয়া তাঁহাদিগকে বাদসাহী ফর্ম্মান পাঠ করিতে দেন। তিনি পিতা ও পিতৃব্যকে অতিক্রম করিয়া যে ফরমান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য লজ্জিত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই যে প্রকৃত প্রস্তাবে যশোর রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন তাহাও পিতা ও পিতৃব্যকে জানাইয়াছিলেন।

(৪০) **আমাদের ক্ষোভ নাই**—রাজা বসন্ত রায় কতকবা প্রতাপের প্রতি স্নেহবশতঃ, কতকবা তাঁহার ক্ষমতা ও বাদসাহের আদেশ দেখিয়া প্রতাপের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি এ ক্ষেত্রে প্রতাপকে সন্তুষ্ট করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন।

(৪১) **পশ্চাতকাল বেতণ্টা হওনের আটক হবে না**—বসন্তরায় ও তদ্বংশীয়গণের সহিত প্রতাপের যে পরিণামে বিবাদ ঘটিবে ইহা প্রতাপ বরাবরই জানিতেন। বসুমহাশয় তাহাই এস্থলে প্রচারিত করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্যও তাহা বুঝিতেন বলিয়া ইহার একটা মীমাংসার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

(৪২) **দশানি ছয় আনি ভাগের * * * আপন জিম্বা রাখিলেন**—বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকিতেই প্রতাপ ও বসন্ত রায়ের মধ্যে ভবিষ্যতে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনায় যশোর রাজ্য দশ আনা ও ছয় আনা ভাগে বিভাগ করিয়া দেন। প্রতাপ দশ আনা ও বসন্তরায় ছয় আনা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, উভয়েই স্ব স্ব ভাগ অধিকার করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে মধুমতী ও পশ্চিমে ভাগীরথী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান যশোর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে এই রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশ দশ আনার মধ্যে ও কোন্ কোন্ অংশ ছয় আনার মধ্যে পড়িয়াছিল তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যত দূর বুঝিতে পারা

যায়, তাহাতে যশোর রাজ্যের পশ্চিম রাজা বসন্তরায়ের ও পূর্ব্বভাগ প্রতাপাদিত্যের অংশে পড়িয়াছিল। ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী কালীঘাট, বড়িশা বেহালা হইতে আরম্ভ করিয়া ডায়মণ্ডহারবারের অধীন সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি বসন্তরায়ের কীর্ত্তির কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। কালীঘাটের প্রাচীন মন্দির, বড়িশাবেহালার রায়গড়, কমলা বিমলা পুষ্করিণী ও সাহাজাদপুরের বসন্তরায়ের গঙ্গাবাসের বাটীই তাঁহার ছয় আনি অংশের প্রমাণ। এই ছয় আনির মধ্যে চাকসিরি নামে এক স্থান ছিল। কেহ কেহ চাকসিরিকে একটি পরগণা বলিয়াছেন। কিন্তু আইন আকবরীতে চাকসিরি নামে কোন পরগণা দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা, যশোর বা খুলনা, বরিসাল, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরীদপুর, নদীয়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায় চাকসিরি নামে কোন পরগণা নাই। সুতরাং এই চাকসিরি কোথায় ছিল তাহা জানিতে পারা যায় না, এবং ইহা পরগণা কি গ্রাম তাহাও জানা যায় না। এই চাকসিরি সমুদ্র-কুলবর্ত্তী হওয়ায় প্রতাপাদিত্য তথায় নৌবাহিনী স্থাপনের প্রয়াসী হইয়া বসন্তরায়ের নিকট তাহা প্রার্থনা করেন। যদি তাহাই প্রকৃত হয়, এবং ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী স্থান বসন্ত রায়ের ছয় আনার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে এই চাকসিরির সঙ্গে সাগরদ্বীপের কোনও সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। কারণ, আমরা জানিতে পারি প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপকেই আপনার নৌবাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি ইউরোপীয়দিগের নিকট 'Last King of Sagur Island' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সাগর দ্বীপই জেসুইট পাদরীদিগের Chandecan or Chandaca. চাকসিরি বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যকে দেন নাই। যখন প্রতাপাদিত্য তাহার প্রার্থনার জন্য বসন্তরায়ের নিকট যাইতেন, বসন্ত রায় তখন স্থানান্তরে গমন করিতেন, আবার প্রতাপ সেখানে গেলে বসন্ত রায় অন্য স্থানে যাইতেন।

প্রতাপ অনেক চেষ্টা করিয়াও চাকসিরি পান নাই, সেই জন্য এক প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে :—

"সাতরাত পাক ফিরি,
তবুও না পাই চাকসিরি।"

এই চাকসিরি না পাওয়ায় বসন্তরায়ের প্রতি প্রতাপাদিত্যের বিদ্বেষ-ভাব আরও বর্দ্ধিত হয়। বসন্তরায়ের হত্যার পর চাকসিরি তাঁহার অধিকারে আসে।

(৪৩) যশহরপুরীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে একস্থান তাহার নাম ধূমঘাট—ধূমঘাট যশোর বা ঈশ্বরীপুরের অতি নিকট প্রায় পরস্পর সংলগ্ন। এক্ষণে লোকে যে স্থানকে ধূমঘাট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করে, সেই স্থান বর্ত্তমান ঈশ্বরীপুর হইতে ৩।৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম। ধূমঘাটের খাল নামে একটি খালও আছে। ঈশ্বরীপুরই বর্ত্তমান যশোর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ উহা যশোর নগরের একাংশ হইবে। ঈশ্বরীপুরের উত্তরে যশোর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামও আছে। Smyth সাহেবের ১৮৫৭ সালের ২৪ পরগণার ও Surveyor General আফিস হইতে প্রকাশিত ১৮৭৪ ও ১৯০২ সালের ২৪ পরগণায় মানচিত্রে ঈশ্বরী-পুরের উত্তরে যশোরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরীপুর, যশোর, ধূমঘাট সমস্ত মিলিত হইয়া একটি বিস্তৃত নগররূপে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ধূমঘাটকে যশোর নগরের একাংশ বলা যাইত। ঈশ্বরীপুর ও ধূমঘাট যে পরস্পর সংলগ্ন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর নিকট আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ও তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। যশোরেশ্বরী ঈশ্বরীপুরেই অবস্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বরীপুরের গড়, রায়ত্নয়ারী প্রভৃতি রাজধানীরই অংশ। বেভারিজ সাহেব Chandecan কে ধূমঘাট প্রতিপন্ন করিয়া যশোর ও ধূমঘাটের মধ্যে কিছু দূরত্বের

কল্পনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। ধূমঘাট ও যশোর পরস্পর সংলগ্ন। ভবিষ্যপুরাণে ধূমঘাট সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

"যশোরদেশবিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে।
ধূম্রঘট্টপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥"

যমুনেচ্ছার প্রসঙ্গম বলিলে যমুনা ও ইচ্ছামতী যেস্থানে প্রথমে মিলিত হয়, তাহাই বুঝাইয়া থাকে। গোবরডাঙ্গার নিকট টিপি নামক স্থানেই যমুনা ও ইচ্ছামতী মিলিত হয়। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে যাহাকে যমুনেচ্ছার প্রসঙ্গম বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে যমুনেচ্ছার বিচ্ছেদ। তবে দক্ষিণ হইতে উক্ত বিভক্ত নদী দুইটি বাহিয়া গেলে উক্ত স্থানকে তাহার মিলনও বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ এইজন্য উক্ত স্থানকে যমুনা ও ইচ্ছা-মতীর প্রসঙ্গম বলা হইয়াছে। ঈশ্বরীপুর বা যশোরের অব্যবহিত উত্তরে যমুনা ও ইচ্ছামতী বিভক্ত হইয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়াছে, পরে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

Major Ralph Smyth Statistical and Geographical Report of the 24 Pergunnah District (1857) পুস্তিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—" Its (Nokeepoor Pergunah's) principal village is 'Issureepoor', commonly known as 'Jessore', Syamnuggur is also a village of note. Issureepoor is situated about half a mile below the point, where the Echamuttee River seperates from the Jaboonah River, and is there styled the Echamuttee or Kudumtullee River—it winds round four-fifths of the village of Issureepoor and then finds its way into the Soonderbunds. * * * Jessore and the Soonderbund countries in its vicinity

exhibit the remains of an old city or town, and the site still goes by the name of Goomghar. Goomghar was the seat of a very powerful Rajah by name Pertab Audit, who was looked on as the greatest sovereign that had ever reigned in Bengal." (P 100) ধূমঘাটের স্থলেই গুমঘর লিখিত হইয়াছে। ধূমঘাট ও ঈশ্বরীপুর বা যশোর যে পরস্পর সংলগ্ন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪৪) **যশোহর পুরীর বর্ণনা**—বসু মহাশয় এস্থলে ধূমঘাট ও যশোহর একই নগর স্থির করিয়া তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনানুযায়ী যশোহর পুরী প্রকৃত কি না বুঝা যায় না। তবে যশোহর বা ধূমঘাট যে একটি বিস্তীর্ণ নগর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৪৫) **দ্বারপাল সের আলি খাঁ**—সের আলি খাঁ প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। সে সময়ে পাঠানেরা কার্য্যব্যপদেশে সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিত। কোন পাঠান যে প্রতাপাদিত্যের দ্বারপাল নিযুক্ত হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

(৪৬) **গোবিন্দদেব**—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বিগ্রহ। প্রতাপাদিত্য ইঁহাকে পুরী হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয় তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"নীলাচল হ'তে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তিযশ ঘোষয়ে ধরণী॥
মারহাট্টী সনে তাহে যুদ্ধ বহুতর।
কতেক লিখিব সেই লিখিতে বিস্তর॥
জলেশ্বর পাটনায় হইল সংগ্রাম।
যিনি মহরাষ্ট্রীগণে রাখিলেক মান॥"

প্রতাপের সময় উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারে আসে নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট হইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িষ্যা লাভ করেন। সম্ভবতঃ তৎকালীন উৎকলবাসীদিগের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হইয়া থাকিবে। কথিত আছে রাজা বসন্তরায়ের অনুরোধে প্রতাপ গোবিন্দদেবকে আনয়ন করেন। তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। প্রতাপের উড়িষ্যাগমনের প্রয়োজনই বা কি ছিল তাহাও বুঝা যায় না। কেবল তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্য হইলে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, প্রতাপ উড়িষ্যাবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বিশ্বকোষকার বলেন যে, প্রতাপ মানসিংহের সাহায্যার্থে উড়িষ্যা গমন করিয়া গোবিন্দদেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহারও বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে গোবিন্দদেব প্রতাপ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা হইতে আনীত ও তজ্জন্য উৎকলবাসিদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল এই প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বন্ধে আমরা ঐরূপ অনুমান করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কতলু খাঁ ও বিক্রমাদিত্য এতদুভয়ে দাউদের দক্ষিণ ও বামহস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে দাউদের পতনের পর বিক্রমাদিত্য স্বীয় রাজধানী যশোরে গমন করেন। কতলুখাঁ উড়িষ্যায় গমন করিয়া তাহা নিজ অধিকারভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তজ্জন্য উড়িষ্যাবাসী ও মোগলদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এইরূপ অবস্থায় ১৫৯০ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। তাহার পর তাঁহার অমাত্য খাজা ইশা তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগকে লইয়া রাজা মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া উড়িষ্যা লাভ করেন। কতলুখাঁ ও তদ্বংশীয়দিগের সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের প্রণয় থাকায়, প্রতাপ তাঁহাদের সাহায্যার্থে বা তাঁহাদিগের সহিত প্রণয়

রক্ষার্থে উড়িষ্যায় যাইতে পারেন। সেই সময়ে গোবিন্দদেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, ও উড়িষ্যাবাসিগণ তজ্জন্য সম্ভবতঃ তাঁহাকে বাধাও প্রদান করিয়াছিল। জলেশ্বর প্রভৃতি স্থানে সেই জন্য তাহাদের সহিত প্রতাপের যুদ্ধ ঘটে। গোবিন্দদেবকে আনয়ন করিয়া প্রতাপ তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করেন। ঐ স্থানকে এক্ষণে গোপালপুর কহে। গোপালপুর কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। উক্ত মন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে :—

"It is one of the four temples said to have been erected by Maharaja Pratap Aditya for the idol Gobinda Deb. The idol, it is alleged, was brought by him from Puri.

Of the four temples only one now exists. The temples stood at right angles to one another, having a rectangular space inside them. Those on the southern, western, and northern sides have fallen down, and are now a heap of ruins. Some of the old inhabitants of village Gopalpur have seen the temples which were on the southern and western sides. The one on the eastern side now stands.

All the temples were built on the same plan, and the one which now exists was two-storied. The upper storey has fallen down, and it cannot be ascertained whether the top was square or in the form of a dome. The lower storey is in the form of an oblong having the

staircase inside it. The idol used to remain in the upper storey. No inscription exists. The walls are engraved with images of Hindu gods and goddesses of fine workmanship.

There was a Dole-Mandir in front of the temples which has also fallen down.

The temples stood on the right bank of the river Jamuna: which has dried up. The site is at a distance of only three miles from Jessore or Iswaripore which was the capital of Maharaja Pratapaditya

Village Gopalpur is now within the *ganti* of Dr. Satis Chunder Mukherjee M D of Calcutta, in perguna Dhuliapur, of which Kailash Chunder Pal Chaudhury is the Zeminder The idol was removed from it more than a hundred years ago. It is now at the house of Kamal Narayan Adhikary of Raipur or Kaliganj, whose family is the hereditary worshiper of the idol Every year the idol is taken to Nurnagore, at the time of the *Dole* festival in the month of February.

The descendants of Maharaja Pratap-Aditya now reside there.

The temple is over grown with big trees, and is in a very delapidated condition. It is now the haunt of small bats and wild pigs.

At a distance of about eight or ten *rasis* from the temple is a big tank about 100 bighas in area, which according to tradition was dug by Maharaja Pratap Aditya. It was a magnificient reservoir at one time, but at present it is overgrown with wids and thorns."

(Ancient Monuments of Bengal P. 148.)

সাতক্ষীরা সবডিবিসনের অধীন পরমানন্দকাটীতে একটী মন্দির গোবিন্দজীর মন্দির বলিয়া বিখ্যাত, তাহাও প্রতাপাদিত্যের নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

"It was errected by Raja Pratap Aditya for Thakur Gabindji. Fair order, in the middle of fields: No jungle" (Ancient Monuments of Bengal.)

এই মন্দিরও গোবিন্দদেবের মন্দির। কিন্তু ইহা প্রতাপাদিত্যের অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। রাজা বসন্তরায়ের প্রপৌত্র শ্যামসুন্দর রায় ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণের সহিত গোবিন্দদেবের সেবক অধিকারী মহাশয়দিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। অদ্যাপি তাহার সুমীমাংসা হয় নাই। শুনিতেছি গোবিন্দদেব অপহৃত বা অন্তর্হিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে লিখিয়াছেন যে, গোবিন্দদেব বিগ্রহ কোটালিপাড়ার শিবরাম ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণের গৃহে বিরাজ করিতেছেন। প্রকৃত গোবিন্দদেব রায়পুরের অধিকারী মহাশয়দিগের বাটীতে নাই। প্রতাপাদিত্যের সময়েই রাজা স্বয়ং স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্ত বিগ্রহকে শিবরামের গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তথায় বিরাজ করিতেছেন। (৩য় অংশ ১৫০ পৃ) কিন্তু

যশোর প্রদেশের সকলের বিশ্বাস যে, প্রকৃত গোবিন্দদেবই অধিকারী-দিগের গৃহে বিরাজমান, যদিও সংপ্রতি অপহৃত হইয়াছেন। গোবিন্দ-দেবের সহিত প্রতাপ উড়িষ্যা হইতে উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বসন্তরায় কেয়ারা কাশীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে উৎকলেশ্বরের কোনই চিহ্ন নাই। মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

"নির্মমে বিশ্বকর্ম্মা যৎ পদ্মযোনিপ্রতিষ্ঠিতম্।
উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্॥
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ।
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ॥"

(৪৭) **অদ্য পর্য্যন্ত অতীতদের স্থিতি**—বসুমহাশয়ের সময়ে ধূমঘাট বা যশোরের অতিথিশালা বিদ্যমান ছিল কিনা বলা যায় না। প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের পর হইতে ঐ সমস্ত স্থান নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত হইতে আরব্ধ হয়। যদিও ঈশ্বরীপুরে যশোরেশ্বরী অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ মনুষ্যের একরূপ অগম্য। সম্ভবতঃ বসুমহাশয়ের সময়ে প্রাচীন যশোর নগরের কোন কোন অংশ বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান হাটশালা নামক গ্রামে উক্ত অতিথিশালার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

(৪৮) **এই এই মত ধূমঘাটের পুরী**—এখানে বসুমহাশয় ধূমঘাট রাজধানীরই বিবরণ শেষ করিতেছেন। ফলতঃ যশোর ও ধূমঘাট পরস্পর সংলগ্ন হওয়ায় তিনি কখনও যশোর কখনও বা ধূমঘাট বলিতেছেন। বর্ত্তমান ঈশ্বরীপুরের উত্তর সংলগ্ন স্থানকে এক্ষণেও যশোর কহে। ঈশ্বরীপুরের চতুর্দ্দিকে প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। ধূমঘাট যশোরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগেই অবস্থিত, বসুমহাশয়ও

ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ধূমঘাট দক্ষিণ পূর্ব্বদিকেও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঈশ্বরীপুরের নিকটস্থ প্রাচীন ধূমঘাট বা যশোরের ভগ্নাবশেষের কোন কোন চিহ্নের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল—

"Baradvari—Some portion of the walls of what once a large building with 12 entrance gates, (baradvari). It is said to have been erected by Raja Pratap Aditya, the last king of Sagar Island.

A habsikhana or jail erected by the same Raja does not appear to have been really a jail. It was more probably a *hamamkhana* or bathing place of some Nawab with a well in the building for the supply of water. It resembles another *hamamkhana* still standing at Jahajghata some six miles from Isvaripur.

Tengah Mosque.—A building said to be mosque erected by the same Raja. The Muhummadans call it a mosque. The Hindus say that is a house where Raja Man Singh lived." (List of Ancient Monuments).

এতদ্ভিন্ন ইহার নিকটস্থ জঙ্গলে অনেক ভগ্নাবশেষ, রাস্তা, ঘাট ও পুষ্করিণীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরীপুরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীন যশোর বা ধূমঘাট নগরের ও তাহাদের উপকণ্ঠ স্থান সমূহের বর্ত্তমান চিহ্নাদি উপক্রমণিকায় ও মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।

(৪৯) **রাজা বিক্রমাদিত্যের পরলোক**—বসু মহাশয় লিখিতেছেন যে, ধূমঘাটপুরী নির্ম্মাণ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। কোন্ সময়ে বিক্রমাদিত্যের দেহাবসান ঘটে, তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে

পারা যায় না। যশোরের ঘটকগণ বলেন যে, বিক্রমাদিত্য ১৫১৪ শাক হইতে ১৫১৯ পর্য্যন্ত ৫ বৎসর যশোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকিতে প্রতাপাদিত্যের আপনার ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা না করা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার অনেক পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুসময় স্থির করিতে হয়। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতাপাদিত্য খাঁ আজিমের শাসনকালে আপনার প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য খাঁ আজিম তাঁহাকে দমন করিয়া তাঁহার রাজ্যের কয়েকটি পরগণা বর্ত্তমান চাঁচড়া রাজবংশের অদিপুরুষ ভবেশ্বররায়কে প্রদান করিয়াছিলেন। খাঁ আজিম ৯৯০ হিজরী বা ১৫৮২ খৃঃ অব্দ হইতে ৯৯২ হিজরী বা ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবেদার ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রতাপাদিত্যের প্রভুত্ববিস্তারের চেষ্টা হইলে তাহার পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুসময় স্থির করিতে হয়।

(৫০) ধূমঘাটের পুরীর গৃহপ্রবেশ * * * রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন—প্রতাপাদিত্য বসন্তরায় ও তদ্বংশীয়দিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য যশোরস্থ আপনাদের প্রাচীন পুরী পরিত্যাগ করিয়া ধূমঘাটের পুরী প্রবেশের ও আপনাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বসন্তরায়কে অনুরোধ করেন। বসুমহাশয় তাহারই উল্লেখ করিতেছেন। বসুমহাশয়ের মতে বিক্রমাদিত্যের পরলোকগমনের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায়ের মধ্যে অন্ততঃ মৌখিক সদ্ভাব বিদ্যমান ছিল।

(৫১) সম্প্রতি অন্তর হইয়া থাকিলেই ভাল—বসু মহাশয়ের মতে বসন্তরায়ও প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত ভয় করিয়া নিজেও তাঁহার নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছুক হন। প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়ের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। বসন্তরায় তাহা অবগত হইয়া যে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন ইহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

(৫২) ক্রোর টাকা খরচের বরাদ্ধ হইল—ইহা আনু-মানিক মাত্র। সম্ভবতঃ বসুমহাশয় এইরূপ প্রবাদ শ্রুত হইয়া থাকিবেন। ইহার কোন মূল আছে বলিয়া বোধ হয় না।

(৫৩) রাঢ় গৌড়বঙ্গ—গৌড় সম্ভবতঃ বরেন্দ্রভূমি। কারণ গৌড় বরেন্দ্রভূমির মধ্যেই অবস্থিত। কিন্তু যোড়শ শতাব্দীতে রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি কখনও কখনও কেবল গৌড়নামেই অভিহিত হইত। যথা—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।"

কবিকঙ্কন।

এতদ্ভিন্ন প্রসিদ্ধ গৌড়বঙ্গের রাস্তা হইতেও তাহা প্রতিপন্ন হয়।

(৫৪) বৈশাখী পূর্ণিমা—যে দিন প্রতাপাদিত্য রাজ্যে অভি-ষিক্ত হন সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা ছিল। বৈশাখী পূর্ণিমা বঙ্গদেশের একটি পুণ্যতিথি, এই তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল-উৎসব হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্য সেই পুণ্যময় দিনেই রাজ্যে অভিষিক্ত হন। এই দিন হইতে তিনি প্রকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া নিজ নামে মুদ্রাদি অঙ্কিত করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে ইহার পর হইতে তিনি যে ক্রমে ক্রমে আপনার ক্ষমতাবিস্তারে প্রয়াসী হন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন্ বৎসরের বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রতাপাদিত্য রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। যশোরের ঘটকগণ বলেন যে, ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খৃঃ অব্দে বসন্তরায়কে নিহত করিয়া প্রতাপাদিত্য রাজ্যেশ্বর হন।

"যুগযুগ্মেষু চন্দ্রেচ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতির্মহান্॥"

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে প্রতাপাদিত্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা

আজিম খাঁ কর্ত্তৃক তাঁহার দমন ও জেস্থইট পাদরীগণের বিবরণ হইতে জানা যায়। বিশেষতঃ বসন্তরায়কে হত্যা করার পূর্ব্বেই তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন, তবে বসন্তরায়কে নিহত করিয়া তিনি তাঁহার রাজ্যাংশ করতলগত করিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন। বসন্তরায়ের হত্যাসম্বন্ধে আমরা পরে উল্লেখ করিতেছি।

(৫৫) ধূমঘাট পঞ্চক্রোশি—বস্থমহাশয় এক্ষণে ধূমঘাটকে পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত বলিতেছেন, বাস্তবিক যশোরে ও ধূমঘাট উভয়ে মিলিত হইয়া যে একটি বিস্তৃত নগর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদেব বিস্তৃতির পরিমাণ এক্ষণে বুঝিবার উপায় নাই। তথাপি ঈশ্বরীপুরের নিকটে বহু দূর লইয়া নানারূপ চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহাদেব 'পঞ্চক্রোশি' হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।

(৫৬) ঠাকুর তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য—ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, ইহারা কাশ্যপগোত্রীয় চট্টোপাধ্যায়। তর্কপঞ্চানন যশোর রাজবংশের গুরু ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীবর উক্ত বংশের পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। কাশ্যপগণ এক্ষণে চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়ার নিকট আঁধারমাণিকে বাস করিতেছেন। তর্কপঞ্চানন বসন্তরায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রতাপও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তর্কপঞ্চানন ও বসন্তরায়ের সম্বন্ধে একটি কবিতা এইরূপ প্রচলিত আছে। ইহা কোন পর্য্যটক কবির রচিত বলিয়া প্রকাশ।—

"যশোহরপুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ॥"

(৫৭) বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার কত্তক আসাম * * * বারোজনের অধিকার—বার ভুঁইয়ার উৎপত্তি বহু দিন হইতে বঙ্গদেশে হইয়াছিল, এবং বার ভুঁইয়ার রাজ্য যে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়

ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। সাধারণতঃ পালবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে বারভুঁইয়া প্রথা বদ্ধমূল হয়। প্রতাপাদিত্যের সময় যে বারজন ভুঁইয়া ছিলেন তাঁহাদের রাজ্য আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। ক্রমে আসামেও স্বতন্ত্র বার ভুঁইয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতাপাদিত্যের সময় যে বারজন ভুঁইয়া ছিলেন তন্মধ্যে নয়জন মুসলমান ও তিন জন হিন্দু। মুসলমান নয়জনের মধ্যে কেবল সোনার গাঁ বা কত্রাভুর ইশাখাঁ মসনদ আলির বিষয় অবগত হওয়া যায়, অন্য আটজনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দু তিনজনের মধ্যে শ্রীপুরের কেদার রায়, বাকলার রামচন্দ্র রায় ও যশোর বা সাগর দ্বীপের প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। জেসুইট পাদরীগণ তাঁহাদেরই কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উপক্রমণিকায় বার ভুঁইয়ার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৫৮) যশোহরেশ্বরী ঠাকুরাণী তিনি অদ্যাপিও আছেন—পূর্ব্বাপর এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ যশোরেশ্বরীকে লইয়া গিয়া তাঁহার রাজধানী অম্বরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি তথায় শিলাদেবী নামে প্রসিদ্ধ। শিলাদেবীর পুরোহিতগণ বঙ্গদেশ হইতে অম্বরে গমন করেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশ জয়পুরে আছেন। তাঁহাদের এক বংশ-পত্রী হইতে জানা যায় যে, শিলাদেবী কেদার রায়ের নিকট ছিলেন, মানসিংহ তথা হইতে তাঁহাকে লইয়া যান। বসুমহাশয়ও এস্থলে বলিতেছেন যশোরেশ্বরী অদ্যাপিও আছেন। অবশ্য ঈশ্বরীপুরে অদ্যাপি যশোরেশ্বরী আছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক কি তৎপরে নির্ম্মিতা এ বিষয়ের মীমাংসা করা কঠিন। আমরা (৯৮) টিপ্পনীতে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

(৫৯) কমল খোজা—বসুমহাশয় কেবল প্রতাপাদিত্যের সেনাপতিগণের মধ্যে কমল খোজারই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটক-

কারিকায় কমল খোজার উল্লেখ নাই। কমল খোজার সম্বন্ধে যশোর অঞ্চলেও প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঈশ্বরীপুরের নিকট কমল খোজার গড় নামক স্থানে তাহার বাসভবনের চিহ্ন অদ্যাপি লোকে দেখাইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন কমল খোজা আগরা হইতে প্রতাপাদিত্যের সহিত আগমন করিয়াছিল।

(৬০) সেই কালী দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইলেন—যশোর পীঠস্থান বলিয়া অনেক তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। প্রতাপাদিত্যের সময়েও যে যশোরেশ্বরী বিদ্যমান ছিলেন, দিগ্বিজয়প্রকাশ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ তাঁহার মন্দিরাদি নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত হওয়ায় প্রতাপাদিত্য তাহার আবিষ্কার করিয়া পুনরায় তাঁহার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বসুমহাশয়ের লিখিত বিবরণ ব্যতীত প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক যশোরেশ্বরীর আবিষ্কার সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। যশোরেশ্বরীর পশ্চিমবাহিনী হওয়ার সম্বন্ধে ও তাহার বিস্তৃত বিবরণ (৯৮) টিপ্পনীতে আলোচিত হইবে।

(৬১) স্বর্গে ইন্দ্র পাতালে বাসুকি পৃথিবীতে প্রতাপাদিত্য—ভাটকে প্রতাপাদিত্যের পুরস্কার দেওয়ার প্রবাদটি বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। তবে বসুমহাশয় যে ভাটের উক্তি কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাট যে প্রতাপাদিত্যকে ইন্দ্র ও বাসুকীর সহিত তুলনা করিয়া স্তব করিয়াছিল ইহা সাধারণ প্রবাদ। ভাটের স্তবটি প্রবাদমুখে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে।

“স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে,
প্রতাপাদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে॥”

(৬২) প্রতাপাদিত্যের ডোলার কন্যা হইলেন খাস বেগম—বসুমহাশয় রাজাদিগের ডোলার কন্যার বিষয় যাহা উল্লেখ

করিয়াছেন, ইহা একেবারে ভিত্তিহীন নহে। আকবর বাদসাহের চতুর নীতিবলে তিনি হিন্দুনৃপতিগণের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া তাঁহাদের বংশ হইতে এক একটি কন্যা গ্রহণ করিয়া মোগল বংশে বিবাহ দিতেন। কিন্তু তাহা সাধারণতঃ রাজপুত বংশ হইতেই গৃহীত হইত। কিন্তু বসুমহাশয় যে চিতোর বা যশোরের রাজকন্যার বিষয় লিখিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। চিতোরের কোন কন্যাই মোগলবংশে পরিগৃহীত হয় নাই। যশোরের কথিত রাজকন্যা সম্বন্ধেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৬৩) **একদিবস কল্পতরু হইয়াছিলেন**—রাজা প্রতাপাদিত্যের কল্পতরু হওয়ার প্রবাদও চিরপ্রচলিত। যশোরের ঘটকগণ কল্পতরু হওয়ার একটি সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ১৫২৯ শাক বা ১৬০৭ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্য কল্পতরু হন। "ধর্ম্মযুগ্মেষু চন্দ্রে চ শাকে কল্পতরু হভবৎ"। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থির হয় যে ১৫২৮ শাক বা ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের পতন হইয়াছিল, সুতরাং ঘটকোক্তি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ঘটকগণ বলিয়া থাকেন যে, বসন্ত রায়ের হত্যার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে প্রতাপাদিত্য কল্পতরু হইয়াছিলেন, বসুমহাশয় কল্পতরু হওয়ার পরে বসন্ত রায়ের হত্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটকোক্তির মূল নাই বলিয়াই বিশ্বাস হয়, কিন্তু বসুমহাশয়ের কথাও কতদূর প্রামাণ্য তাহাও আমরা বলিতে পারি না।

(৬৪) **রাজা বসন্ত রায়ও * * * তাহার এগার পুত্র * * * বৃহৎ গোষ্ঠী * * * ছয় আনা হিসা**—রাজা বসন্ত রায়ের গোবিন্দ, চন্দ্র, নারায়ণ, জগদানন্দ, রমাকান্ত, পরমানন্দ, শ্রীরাম, রূপরাম, মধুসূদন, মাণিক ও রাঘব এই একাদশ পুত্র জন্মে। তাহাদের সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"গোবিন্দরায়কশ্চৈব চন্দ্ররায়ো মহাদ্যুতিঃ।
তথা নারায়ণো বীরো জগদানন্দসংজ্ঞকঃ ॥
রমাকান্ত স্তথা জ্ঞেয়ঃ পরমানন্দ স্তত্ত্ববিৎ।
শ্রীরামরূপরামৌ চ মধুসূদন এব চ ॥
মাণিকো রাঘবশ্চৈব একাদশমিতাঃ স্মৃতাঃ।
বসন্ততনয়া এতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥"

ইঁহাদের সন্তানাদি ও বসন্ত রায়ের দৌহিত্রাদি মিলিত হইয়া তাঁহার এক বৃহৎ পরিবার হইয়া উঠে। কিন্তু তিনি যশোর রাজ্যের ছয় আনা অংশের অধিকারী হওয়ায় ও সেই অংশই শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার কোনরূপ অভাব উপস্থিত হয় নাই। বসুমহাশয়ের মতে বসন্ত রায়ের ছয় আনা অংশপ্রাপ্তি তাঁহার পরম সুখের কারণ হইয়াছিল।

(৬৫) **রাজমহলে সেখানকার নবাব * * * পলাইল ঢাকার কেল্লায় * * * রহিলেন**—রাজমহলে রাজা মানসিংহের সময় বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপিত হয়, তথাকার নবাব বলিলে মানসিংহ-কেই প্রথমে বুঝায়, কিন্তু প্রতাপের সৈন্যের সহিত এই সময়ে মানসিংহের সংঘর্ষণ হওয়া ঐতিহাসিক সত্য নহে। নবাব অর্থে ফৌজদার বা অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী বুঝাইলেও তাহার নিকটস্থ গৌড় বা টাঁড়ায় বাঙ্গালার সুবেদারের অবস্থিতি হওয়ায় সহসা তাঁহার পরাজয় ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ঢাকায় প্রতাপাদিত্যের পরে রাজধানী স্থাপিত হয়। ঢাকা পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্যের অগ্রসর হওয়ারও ঐতি-হাসিক প্রমাণ নাই। উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

(৬৬) **পাটনা পর্য্যন্ত ইহার করতল হইল, দিল্লীতে কর দেওন এক কালে বন্ধ**—প্রতাপাদিত্যের পাটনা অধিকারের

কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। সে সময়ে বাঙ্গালার সুবেদারগণ গৌড়, টাঁড়া বা রাজমহলে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা যে প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গের দ্বার সকরীগলি পার হইয়া পাটনা পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে দিয়াছিলেন ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তাহা হইলে ইতিহাসে ইহার উল্লেখ থাকিত। তবে প্রতাপাদিত্য যে দিল্লীতে কর দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু এই সময় হইতেই তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না:তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে আজিমখাঁর সুবেদারী সময়ে (১৫৮২—১৫৮৪ খৃঃ অব্দে) তিনি একবার স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কথা হইলে বসুমহাশয়ের উক্তিকে নিতান্ত অযৌক্তিক বলা যায় না। বসুমহাশয়ের মতে রাজা বসন্ত রায় জীবিত থাকিতে থাকিতে প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৬৭) কেদার রায় প্রভৃতি * * * তাহাদের রাজ্য লইল—বসুমহাশয় লিখিতেছেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায় প্রভৃতি ভুঁইয়াদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতাপাদিত্যের সময় যে বারজন ভুঁইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে নয়জন মুসল্‌মান ও তিনজন হিন্দু। মুসল্‌মানদিগের মধ্যে কেবল সোনার গাঁ বা কত্রাভুর ইশা খাঁর বিবরণই অবগত হওয়া যায়। তাঁহার সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের কথা কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না, এবং তিনি অন্যান্য সমস্ত ভুঁইয়াদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, ১৬০০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে সময়ে জেসুইট পাদরীগণ এ দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রতাপাদিত্যের সহিত ইশা খাঁর যুদ্ধের কোন কথাই বলেন নাই, বরঞ্চ তাঁহারা ইশা খাঁ মস্‌নদ আলিকেই সকল ভুঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাহার পর বসুমহাশয় কেদার রায়কে যুদ্ধে পরাজয় করার যে কথা লিখিয়াছেন, তাহারও কোন প্রমাণ

নাই। জেসুইট পাদরীগণের বিবরণ অবলম্বন করিয়া ডুজারিক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে, পার্শী প্রভৃতির গ্রন্থে ও মুসল্‌মান ঐতিহাসিকদিগের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, কেদার রায়ের সহিত আরাকানরাজ ও মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের কোনই কথা নাই, এবং জেসুইট পাদরীগণ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় উভয়কেই তুল্য ক্ষমতাশালী বলিয়াছেন। মানসিংহ ১৬০২-৩ খৃঃ অব্দে প্রথমে কেদার রায়কে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে সম্যক্‌রূপ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ১৬০৪ খৃঃ অব্দে পুনরাক্রমণে তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন, পরে কেদার রায়ের মৃত্যু ঘটে। উপক্রমণিকায় ইহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং যে কেদার রায় মৃত্যু পর্য্যন্ত অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে যে পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না, অন্ততঃ সে সম্বন্ধে কোনই ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তাহার পর অন্য হিন্দু ভুঁইয়া রামচন্দ্র রায়ের বিবরণ পরবর্ত্তী টিপ্পনীতে উল্লিখিত হইতেছে।

(৬৮) **রামচন্দ্র বাকলাওয়ালা ভুঁইয়া * * * দেশান্তরি হইল**—প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রের রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। ডুজারিকের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রামচন্দ্র স্বীয় রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকানরাজ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন, এবং পাছে তিনি যশোর পর্য্যন্ত ধাবিত হন, এই আশঙ্কায় প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আরাকানরাজের শত্রু পর্টুগীজ বীর কার্ভালোর হত্যা সম্পাদন করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে রামচন্দ্র বিবাহার্থে যশোরে সমাগত হইয়াছিলেন, এবং বিবাহের পরও কিছু কাল তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কি প্রকারে প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বসুমহা-

শয়ের গ্রন্থে ও কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। উপক্রমণিকায় তৎসমস্তের আলোচনা করা হইয়াছে।

(৬৯) **বুঝি রামচন্দ্র প্রস্থান করিল**—রামচন্দ্রের পলায়ন সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"এতৎ সর্ব্বং রামচন্দ্রঃ শ্রুত্বা পত্নীমুখাত্ততঃ।
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তান্বিতোঽ ভবৎ॥
মল্লকুলোদ্ভবো মল্লোরামনারায়ণঃ শূরঃ।
সামন্তস্তস্য বিখ্যাতো মহাবলসমন্বিতঃ॥
শ্রুত্বা সকলং সংবাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ।
চতুঃষষ্টির্দণ্ডযুতা নৌরাণীতা মহামতিঃ॥
নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈঃ পরিরক্ষিতঃ॥
তস্যামরোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্য নালীকায়ুধং॥
তূর্ণং গমনবার্ত্তাঞ্চ নালীকধ্বনিভি র্দদৌ।
কম্পয়িত্বা শত্রুপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ॥"

উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণ আজিও খোস্তাকাটার খাল আছে। উপক্রমণিকা ও মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।

(৭০) **মুণ্ড ভূমিতলে পতিত হইল * * * হাহাকার শব্দ হইল**—প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক রাজা বসন্তরায়ের হত্যা একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। অনেক দিন হইতে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকিতেই তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, ক্রমে তাহা প্রবল হইয়া উঠে। প্রতাপাদিত্য ক্রমাগত বসন্তরায়কে হত্যা করার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। প্রবাদানুসারে বসন্তরায় চাক-

সিরি * ছাড়িয়া না দেওয়ায় প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে হত্যা করিতেই কৃতসঙ্কল্প হন। বসুমহাশয়ের মতে বসন্তরায় রামচন্দ্রের পলায়নে সহায়তা করাই প্রতাপাদিত্যের বিদ্বেষ তাঁহার প্রতি বৰ্দ্ধিত আকার ধারণ করে। বসন্তরায়ও পূর্ব্বাপর সাবধানেই ছিলেন। পরিশেষে তাঁহার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবস প্রতাপাদিত্য সহসা তাঁহার ভবনে প্রবেশ করিয়া বসন্তরায়কে হত্যা করেন। বসুমহাশয় বলেন যে, বসন্তরায়ের 'গঙ্গাজল' নামে তরবারি তাঁহার হস্তে থাকিলে প্রতাপাদিত্য সহসা তাঁহার হত্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। বসন্তরায়ের হত্যা প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠু-রতার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। তিনি যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়া-ছিলেন, তাহাতে বসন্তরায়কে হত্যা না করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু পাছে, তাঁহার পিতৃব্য বাদসাহের নিকট তাঁহার অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় সম্ভবতঃ তাঁহাকে চিরদিনের জন্য ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বসন্তরায়ের হত্যার পর হইতেই তাঁহার অধঃপতন আরব্ধ হয়। এসম্বন্ধে স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয় বলিয়াছেন,—

"রাজ্য লোভে হয়ে মূঢ় নিদারুণ চিত।
কাটি খুল্লতাত মাথা পাপে হৈল হত॥"

কোন্ সময়ে বসন্তরায়ের হত্যা সম্পাদিত হয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

* পূর্ব্বে আমরা চাকসিরির অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছিলাম। সেই জন্য (৪২) টিপ্পনীতে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। উক্ত আলোচনার পর জানিতে পারি যে, চাকসিরি একটি পরগণা নহে, তবে একটি নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম। খুলনা জেলার বাগের হাটের দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। তাহার প্রকৃত নাম চকশ্রী। ইহাতে বোধ হয় বসন্তরায়ের ছয় আনার অংশের কোন কোন স্থান পূর্ব্বদিকেও ছিল। উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

যশোরের ঘটকগণ বলিয়া থাকেন যে, ১৫২৪ শকাব্দে বা ১৬০২ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক বসন্তরায় হত হন।

"যুগযুগ্মেষু চন্দ্রেচ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতির্মহান্॥"

এই উক্তি বসুমহাশয়ের বর্ণনার সহিত অনেক পরিমাণে ঐক্য হয়। কারণ আমরা ডুজারিক প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, রামচন্দ্র রায় ১৬০২ খৃঃ অব্দে স্বীয় রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকানরাজ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তিনি যে সে সময়ে যশোরে বিবাহার্থ আগত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের যশোরে অবস্থানকালে প্রতাপাদিত্য তাঁহার হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বসুমহাশয়ের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিবাহের পর প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কুলাচার্য্যগণ বিবাহরাত্রিতেই উক্ত ঘটনার কথা নির্দ্দেশ করেন। আমাদের বিবেচনায় বিবাহরাত্রিতে উহা ঘটা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বিবাহ-উৎসব কালে রামচন্দ্র কিছুকাল যশোরে ছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের উক্ত চেষ্টা হইতে পারে। এবিষয়ে আমরা উপক্রমণিকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ ১৬০২ খৃঃ অব্দে যে প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিহত করার চেষ্টা করেন ইহা নানা প্রকারে প্রমাণীকৃত হয়। তাহা হইলে বসুমহাশয়ের বর্ণনানুযায়ী ঐ সময়ের পর বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটার সম্ভাবনা, এবং যশোরের ঘটকগণের গ্রন্থেই তাহাই দৃষ্ট হয়। যশোরের ঘটকগণের নির্দ্দিষ্ট কোন অব্দই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। তবে এই ঘটনার সময়ের সহিত বসুমহাশয়ের উক্তির ঐক্য আছে। কিন্তু ১৬০২ খৃঃ অব্দে যে বসন্তরায়ের হত্যা হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না, তাহার অনেক পূর্ব্বে উহা ঘটিবার সম্ভাবনা। আমরা পূর্ব্বে

নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ বসন্তরায়ের ছয় আনা অংশে পড়িয়াছিল। কিন্তু যে সময়ে জেসুইট পাদরীরা এদেশে আসিয়াছিলেন, সে সময় সে সমস্ত স্থানও প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা ১৫৯৮-৯৯ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশে আসেন ও ১৬০৩ পর্য্যন্ত এদেশে অবস্থিতি করেন। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভ্রমণ করিতে ১৫ বা ২০ দিন লাগিত বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং চ্যাণ্ডিকান বা সাগর দ্বীপ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের প্রধান স্থান বলিয়া তাঁহাদের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সাগর দ্বীপ বসন্তরায়ের রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। তাহা হইলে পাদরীগণের আগমনের পূর্ব্বে যে বসন্তরায়ের রাজ্য প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, ইহাই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ইহার পূর্ব্বেই বসন্তরায়ের হত্যা ঘটার সম্ভাবনা। আবার আমরা দেখিতে পাই যে, কচুরায়ের আবেদনে বাদসাহ জাহাঙ্গীর মানসিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কচুরায় বা রাঘবরায় প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সে সময়ে অর্থাৎ ১৬০৬ খৃঃ অব্দে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। অন্ততঃ তাঁহার বয়ঃক্রম সে সময়ে ২০ বৎসর হইলে তদনুসারে বসন্তরায়ের হত্যার সময় নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলে ১৬০২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তাহা স্থির হয়। কুলাচার্য্য-গণ বলিয়া থাকেন যে, রাঘব বা কচুরায় বসন্তরায়ের হত্যার সময় অত্যন্ত শিশু ছিলেন, তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়স কালে তিনি বাদসাহের নিকট প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা নিবেদন করেন। কিন্তু যে সময়ে কচুরায় বাদসাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন, সে সময় তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসরের অনেক অধিক ছিল, কারণ তাহারই অব্যবহিত পরেই তিনি মানসিংহের সহিত যশোরে উপস্থিত হইয়া অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় বসন্ত রায়ের হত্যার সময় তাঁহার

বয়স দ্বাদশ বৎসর হওয়াই সম্ভব, এবং ১৬০৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ ২০ বৎসর হইলে ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের পরে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটা সম্ভব হয় না ইশা খাঁ কর্ত্তৃক বসন্ত রায়ের পুত্রদিগের সাহায্য হওয়ার কথা প্রকৃত হইলে ১৫৯৯ বা ১৬০০ খৃঃ অব্দের পরে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটে না। (৭৪) টিপ্পনী দেখ। আবার ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে বসন্ত রায় বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, রালফ ফিচ সেই সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া অন্যান্য ভুঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ প্রতাপাদিত্যের কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি হিজলী পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, অথচ, চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপে আসেন নাই। সম্ভবতঃ তখন চ্যাণ্ডিকান প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে নাই, এবং প্রতাপাদিত্যও প্রবল হইতে পারেন নাই। নিরীহপ্রকৃতি বসন্ত রায় স্বীয় অধিকারে সম্ভবতঃ তখন বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্যের কথা দেশ বিদেশে বিস্তৃত হয় নাই। সেইজন্য তাহা ফিচের কর্ণ-গোচর হয় নাই। ঐ সমস্ত রাজ্য প্রবলপরাক্রান্ত প্রতাপাদিত্যের অধিকারে থাকিলে নিশ্চয়ই ফিচ তাহা অবগত হইতেন, এই জন্য অনুমান হয় যে, ১৫৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটিয়া থাকিবে। উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

গোবিন্দ রায়ের মস্তক কাটিল—বসুমহাশয়ের মতে বসন্ত রায়ের হত্যার পর গোবিন্দ রায় প্রতাপাদিত্যকে বাধা প্রদান করায় প্রতা-পাদিত্য তাঁহাকে নিহত করেন। কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের হত্যার পূর্ব্বে গোবিন্দ রায়ের শর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বসুমহাশয়ের গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হয় না। বসন্ত রায়ের হত্যার পর উহা ঘটিয়াছিল বলিয়া বসুমহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দ রায়ের হত্যার সম্বন্ধে কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"নিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন মহাত্মনা।"

(৭২) রাঘব রায় প্রভৃতি সপ্তপুত্র বক্রি * * * শক্ত কয়েদ রাখিয়া—বসুমহাশয়ের উক্তি হইতে বোধ হয়, বসন্তরায়ের চারি পুত্র প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হন। কারণ বসন্ত রায়ের একাদশ পুত্রেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়, বসুমহাশয়ও সে কথা বলিয়াছেন। বসুমহাশয় যেমন প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক গোবিন্দ রায়ের হত্যার কথা বলিয়াছেন, অপর তিন জনেও তাঁহা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন কি তৎপূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, বসুমহাশয়ের গ্রন্থ হইতে তাহা বুঝা যায় না। কুলচার্য্যগণ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক গোবিন্দ ও চন্দ্র এই উভয়ের হত্যার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু চাঁদ রায়ের বংশধরগণ বলিয়া থাকেন যে, চাঁদ রায় প্রতাপাদিত্যের পরেও জীবিত ছিলেন।

(৭৩) রূপবসু নামে—রূপ বসু রাজা বসন্ত রায়ের ভ্রাতা বাসুদেব রায়ের জামাতা। সাধারণতঃ তিনি বসন্ত রায়ের জামাতা বলিয়াই পরিচিত। তাঁহারই চেষ্টায় বসন্ত রায়ের পুত্রগণ প্রতাপাদিত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনিই প্রথমে ইশা খাঁর দ্বারা তাহাদের উদ্ধার করাইয়া পরে রাঘব রায়কে সঙ্গে লইয়া বাদসাহ-দরবারে গমন করেন।

(৭৪) দক্ষিণ দেশীয় রাজা ইছা খাঁ মছন্দরী—ইছা খাঁ মছন্দরীকে লইয়া নানারূপ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইছা খাঁ মছন্দরী বা মসনদ আলি বলিলে প্রথমতঃ সোণার গাঁ কত্রাভুর প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া ইশা খাঁকেই বুঝায়। কারণ, তিনিই তৎকালে সমস্ত ভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং বসন্ত রায়ের সন্তানদিগের তাঁহারই সাহায্য লওয়া সম্ভব। ইহাই মনে করিয়া কেহ কেহ বসুমহাশয়ের লিখিত ইছা খাঁকে সুপ্রসিদ্ধ ইশা খাঁ মসনদ আলি স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বসু-মহাশয় তাঁহাকে দক্ষিণদেশীয় রাজা বলিয়াছেন ও তাঁহার সহিত বসন্ত

রায়ের অপরিসীম বন্ধুত্ব বা পাগড়ী বদলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও তিনি একস্থলে তাঁহাকে হিজলীর অধিপতি বলিয়াছেন। বসুমহাশয় যে ইশা খাঁর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি হিজলীর মসনদ আলি বংশীয় নহেন। কারণ হিজলীর মসনদ আলি বংশে ইশা খাঁ নামে কেহই ছিলেন না। কিন্তু বসুমহাশয়ের কথিত ইশা খাঁ উড়িষ্যার জমীদার বা অধিপতি ছিলেন। ব্লকম্যান্ সাহেব এক স্থলে উড়িষ্যার জমীদার ইশা খাঁর কথা বলিয়াছেন। "Todar Mall and Cadiq Khan followed Macum i Kabuli to Behar. Macum made a fruitless attempt to defeat Cadiq Khan in a sudden night attack, but was obliged to retreat, finding a ready asylum with Isa Khan, Zamindar of Orisa." (Ain-i-Akbari P. 352.) এই ঘটনা ১৫৮১ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল। আমরা জানিতে পারি যে, দাউদের পতনের পর কতলু খাঁ উড়িষ্যা অধিকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন, মোগল সুবেদারগণ তাঁহাকে কোন রূপে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর পাঠানেরা মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাহা হইলে কতলু খাঁর আধিপত্যকালে ইশা খাঁ উড়িষ্যার জমীদার হইলে কতলু খাঁর সহিত তাঁহার নিকট সম্বন্ধ থাকাই সম্ভব। আমরা জানিতে পারি তাঁহারা উভয়েই লোহানি বংশসম্ভূত ছিলেন, এবং কতলুর মৃত্যুর পর ইশা খাঁ আফগানদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া উড়িষ্যার অধিপতি হন। ব্লকম্যান্ সাহেব অন্যত্র তাহাও বলিয়াছেন, "Khwajah Usman, according to the *Mokhsani Afgani,* was the second son of Miyan Isa Khan Lohani who after the death of Qutlu Khan was the leader of the Afghans in Orisa and Southern Bengal." (Ain-i-Akbari P. 520) ষ্টুয়ার্ট

সাহেবও বলিতেছেন,—"Fortunately for the royal cause Cuttulu Khan, who had been for sometime much indisposed died a few days after this event ; and as his children were not arrived of the age of manhood, the Afghan chiefs released the son of the Raja, and through him, sued for peace. As the rainy season was not yet terminated, and the Raja, found himself unable to under take any active measures, he readily listened to their proposals ; in consequence of which the sons of Cuttulu Khan, attended by Khuaji Issa, their minister, visited the Raja and presented him with one hundred and fifty elephants , and many other costly articles." (Stewart) খাজা ইশাখাঁ লোহানি তোড়রমল্লের সময় উড়িষ্যার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব না পাইলেও তিনি যে কতলুখঁার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে কতলুখাঁর মৃত্যুর পর হইতে ইশা খাঁ উড়িষ্যা ও দক্ষিণ বাঙ্গলার অধিপতি ও আফগানগণের নেতা হন। আমরা দেখিতে পাই যে, কতলুখাঁর সহিত বিক্রমাদিত্যের অত্যন্ত প্রণয় ছিল; সুতরাং তাঁহার আত্মীয় খাজা ইশার সহিত যে বসন্ত রায়ের পাগড়ী বদল হইবে ইহাই সম্ভব মনে হয়। সে সময়ে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ বাঙ্গলা আফগানগণের অধীনস্থ হওয়ায় যদি তাঁহাকে হিজলীর অধীশ্বর বলা যায় তাহাতে আপত্তি ঘটে না। কিন্তু তিনি হিজলী অপেক্ষা বৃহত্তর রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন, এবং হিজলীর মসনদ আলি বংশসম্ভূত ছিলেন না। (৭৮) টিপ্পনী দেখ। বসুমহাশয় খাজা ইশা লোহানির পরিবর্ত্তে, তাঁহাকে ইশা খাঁ মছন্দরী বলায় সহসা তাঁহাকে প্রসিদ্ধ ইশা খাঁ মসনদ আলি বলিয়াই বুঝায়। কিন্তু তাঁহার ইশা খাঁ যে

উড়িষ্যার খাজা ইশা তাহাতে সন্দেহ নাই। বসুমহাশয়ের ইছা খাঁ উড়িষ্যার খাজা ইশা লোহানি বা লোণার গাঁয়ের ইশা খাঁ মসনদ আলি হইলেও ১৬০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটিয়াছিল বলিয়া স্থির হয়। কারণ ইশা খাঁ লোহানি কতলু খাঁর মৃত্যুর পর ১৫৯৯ বা ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন, ১৬০০ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুত্র (ষ্টুয়াটের মতে কতলুর পুত্র) ওসমান আফগানদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং ইশা খাঁর প্রভুত্বকালে যে বসন্ত রায়ের সন্তানেরা তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইশা খাঁ মসনদ আলি হইলেও ১৬০০ খৃঃ অব্দে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। সুতরাং তৎপূর্ব্বে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটা সম্ভব।

(৭৫) সেনাপতি বলবন্ত খোজাকে—বসুমহাশয় বলবন্তকে যেরূপ সাহসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইশাখাঁর একজন প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৭৬) বালকের দিগকে পাঠাইতে স্বীকার করিল—বসুমহাশয় লিখিতেছেন যে, প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়ের পুত্রদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ইশাখাঁর প্রেরিত বলবন্তখোজা গিয়া প্রতাপাদিত্যকে ভয় প্রদর্শন করিয়া উদ্ধার করেন। কিন্তু প্রবাদানুসারে কচুরায় রাণী কর্ত্তৃক কচুবনে রক্ষিত হইয়া পরে কোনরূপে পলায়ন করেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কুলাচার্য্যগণও তাহাই বলেন—

বসন্তরায়তনয়ঃ রাঘবঃ শৈশবঃ স্মৃতঃ।
অসৌ কচ্চীবনপ্রান্তে রাজপত্ন্যা সুরক্ষিতঃ।
কচুরায় স্তুতঃখ্যাতো বিধিনা জীবিতঃকিল।”

ভারতচন্দ্রও বলিয়াছেন,—

"তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল।"

আবার রেবতী নাম্নী ধাত্রী কর্ত্তৃকও রাঘবের রক্ষার কথাও প্রচলিত আছে। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে ধাত্রীকর্ত্তৃক কচুরায়ের রক্ষার কথা আছে। "তদ্বংশে তন্নিহতপিত্রাদিস্বজনঃ একঃশিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্চীবনে রক্ষিতঃ অতস্তং কচুরায়নামানং কথয়ন্তি।" সম্ভবতঃ রাঘবরায় বসন্তরায়ের হত্যার সময়ে ঐ রূপে কচুবনে পলায়িত হইয়া জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহারা ইশাখাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তথা হইতে বাদসাহের দরবারে উপস্থিত হন।

(৭৭) সাত পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় * * * দিল্লী যাইয়া—বসুমহাশয় রাঘব রায়কে বসন্তরায়ের সন্তানদিগের পঞ্চম বলিতে চাহেন। কিন্তু কুলাচার্য্যদিগের বর্ণনায় তাঁহাকে সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (৬৪) টিপ্পনী দেখ। বসন্তরায়ের হত্যার সময় রাঘবরায় যেরূপ শিশু ছিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ হওয়াই সম্ভব। তিনি যে আগরায় গিয়া বাদসাহকে প্রতাপাদিত্যের বিষয় অবগত করাইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বাপর প্রচলিত। কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন,—

"বর্ষদ্বাদশমাপন্ন স্তীব্রধীল ক্ষণান্বিতঃ।
উপগম্যাত্তিদুঃখেন দিল্লীশ্বরসমীপতঃ।
নৃপালচেষ্টিতং সর্ব্বং জ্ঞাপয়ামাস বিস্তরাৎ॥"

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে—"কচুরায়েণাপি ইন্দ্রপ্রস্থপুরগতেন সাক্ষিণেব তদানীমেব তদ্দৌর্জন্যং গোচরীকৃতং।" ক্ষিতীশ বংশাবলীর মতে বাদসাহ তৎপূর্ব্বে তাঁহার বঙ্গদেশস্থ কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে প্রতাপাদিত্যের দৌর্জন্যের কথা অবগত হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল।"

(৭৮) হিজলীর উপরে চড়াই করিল * * * তাহাকে করতল করিল—বসুমহাশয় ইশাখাঁকে মছন্দরী উপাধিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে হিজলীর অধিপতি করিতেছেন, এবং বসন্তরায়ের পুত্রদিগকে প্রতাপের নিকট হইতে কৌশলে লইয়া যাওয়ায় প্রতাপ হিজলী অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি যে, হিজলীর মসনদ আলি বংশে ইশার্খা নামে কেহই ছিলেন না। হোসেন-খাঁর রাজত্বকালে তাঁজর্খা মসনদ আলি ও তাঁহার ভ্রাতা সেকেন্দর পালোয়ান হিজলী অধিকার করেন। বাদসাহী সেনাদের সহিত যুদ্ধে তাঁজর্খা পরাজিত পরে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র বাহাদুরর্খা আক্রমণকারীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া হিজলীর অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি জাইলখাঁ তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বাহাদুরকে বন্দী করাইয়া কিছুকাল হিজলী অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পর বাহাদুর পুনর্ব্বার হিজলীর অধিপতি হন ও ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিজলীর অধিকার ভোগ করেন। তাহার পর তাঁহার হিন্দুকর্ম্মচারিদ্বয় দেওয়ান ও সরকার হিজলীকে জালামুঠা ও মাজনামুঠা নামে বিভক্ত করিয়া তাহার অধিকার লাভ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিজলীর মসনদ আলি বংশে ইশাখাঁ নামে কেহই ছিলেন না। তবে কতলুর আত্মীয় খাজা ইশাখাঁ উড়িষ্যার জমিদারী লাভ করিলে যদি তাঁহাকে হিজলীর ইশাখাঁ বলা হয়, তাহা হইলে বিশেষ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ইশাখাঁ বসন্তরায়ের সন্তান-দিগকে আশ্রয় দিলে প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে নিহত করিয়া হিজলী অধিকার করেন, বসুমহাশয় এরূপ বলিতে চাহেন। কিন্তু খাজা ইশা তৎকালে পাঠানদিগের সর্দ্দার হওয়ায় প্রতাপাদিত্য যে সহসা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। তবে প্রতাপাদিত্য যেরূপ পরাক্রম-শালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইশাখাঁর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হওয়া

অসম্ভব নহে। কিন্তু সেই সময়ে সুচতুর মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদারী আসনে উপবিষ্ট থাকিতে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক হিজলী বা উড়িষ্যা বিজিত হইলে, তিনি যে নিশ্চিন্ত ছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ অসীমক্ষমতাশালী প্রতাপের ক্ষমতাসঙ্কোচের প্রয়াস পাইতেন। এই জন্য প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক ইশাখাঁর পরাজয়ের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়।

(৭৯) বাঙ্গালা ও বেহার সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার—বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর হইতে যে প্রতাপাদিত্য প্রবল হইয়া উঠেন ইহাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। যশোরের ঘটকগণ বলেন।—

"যুগযুগ্মেষু চন্দ্রেচ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতির্মহান্॥"

কিন্তু তিনি বাঙ্গলার সমস্ত ও বিহার পর্য্যন্ত যে অধিকার করিয়াছিলেন ইহার কোনই ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

(৮০) প্রতাপাদিত্য একছত্রী রাজা দিল্লীতে কর দেয় না—আমাদের বিবেচনায় প্রতাপাদিত্য ১৬০৪ খৃঃ অব্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সময়ে মানসিংহ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া আগরায় গমন করেন, এবং বিহারের শাসনকর্ত্তা মির্জা জাফরবেগ আসফখাঁর প্রতি বাঙ্গলা শাসনেরও ভার অর্পিত হয়। তিনি বিহারে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া, প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা অবলম্বনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। এসম্বন্ধে উপক্রমণিকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৮১) পাটনা অবধি * * * মুরচাবন্দি করিয়া আছে—এখানেও বসুমহাশয় প্রতাপাদিত্যের পাটনা পর্য্যন্ত অধিকারের কথা

বলিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে পাটনায় মোগল সুবেদার বিদ্যমান থাকায় তাঁহার পাটনা অধিকার সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

(৮২) **দুই স্তন কাটিয়া ফেলিল**—বসুমহাশয়ের মতে রাজ-অন্তঃপুরের কোন দাসীর অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করার জন্য (সম্ভবতঃ তাহার চরিত্র দুষ্ট হওয়ায়) প্রতাপাদিত্য তাহার স্তনদ্বয় কর্ত্তন করার আদেশ দেন। কিন্তু এসম্বন্ধে অন্যান্য প্রবাদও প্রচলিত আছে। কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন দরিদ্রা বৃদ্ধা ভিক্ষার জন্য রাজার নিকট উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার ভিক্ষা প্রার্থনা করায় দ্যূতক্রীড়াসক্ত রাজা তাহার কর্কশ রবে বিরক্ত হইয়া ঘাতকের প্রতি তাহার স্তনকর্ত্তনের আদেশ দেন, ঘাতক তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ পালন করিয়াছিল।

"ভিক্ষার্থমগমত্তত্র বৃদ্ধৈকা চিরদুঃখিতা।
প্রার্থয়ামাস সা ভোজ্যং বাক্যৈরুচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ॥
তস্যা ঘোরধ্বনিং শ্রুত্বা ক্রীড়ামত্তো নরাধিপঃ।
অনুজ্ঞাং ঘাতিনে প্রাদাৎ ছেদয়াস্যাঃ স্তনদ্বয়ম্॥
ধৃত্বা ঘাতী ততো বৃদ্ধাং শ্মশানমানয়ৎ দ্রুতম্।
অছিদৎ দুর্ম্মতিস্তস্যাঃ স্তনৌ খড়্গেন তৎক্ষণাৎ॥"

আবার এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, কোন মেথরাণী রাজার সম্মুখে দরবারগৃহ পরিষ্কারকরায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দেন।

Smyth সাহেব তাঁহার চব্বিশ পরগণার বিবরণে ঐ প্রকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—"When he was dispensing his so-called justice, by ordering a sweeper-woman's head to be cut off, for sweeping the Court of the Palace in his presence." (R. Smyth's Report of the 24 Pergs.) ফলতঃ

প্রতাপাদিত্যের আদেশে যে একজন স্ত্রীলোক নির্য্যাতিত হইয়াছিল, এই প্রবাদ পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে একটি উদ্ভট কবিতাও আছে।

(৮৩) **রাজার শরীরে কুষ্ঠ ব্যাধি হইল**—বসুমহাশয় ব্যতীত আর কেহ প্রতাপাদিত্যের কুষ্ঠ ব্যাধির কথা উল্লেখ করেন নাই। বসুমহাশয়ের সময় এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। প্রতাপাদিত্যের উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরতা দেখিয়া ইহা তিনি নিজে গঠিত করিয়া লইয়াছেন, কি প্রবাদাবলম্বনে লিখিয়াছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

(৮৪) **পরিচিত হইলেন ওজিরজাদার কাছে**—যে সময়ে রাঘব রায় বা কচুরায় আগরায় গমন করেন, সে সময়ে থানি আজম মির্জা আজিজ খাঁ বাদসাহের উজীর ছিলেন। রাঘব আকবর জীবিত থাকিতে আগরায় গিয়াছিলেন কি জাহাঙ্গীর সিংহাসনে উপবেশন করিলে তৎপরেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। যদিও তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তথাপি বসুমহাশয়ের বর্ণনানুসারে তিনি তাহার কিছু পূর্ব্বেই আগরা গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা জানিতে পারি যে, জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের অত্যল্প কাল পরেই অর্থাৎ ১৬০৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে মানসিংহ পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় আগমন করেন ও আট মাস তথায় অবস্থিতি করেন। তাহার মধ্যে ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। আকবরের মৃত্যুর সময় থানি আজম উজীর ছিলেন। যদিও তিনি স্বীয় জামাতা ও জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করায় জাহাঙ্গীর তাঁহার উপর বিরক্ত হন, তথাপি তিনি তাঁহাকে ও মানসিংহকে ক্ষমা করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদ প্রদান

করিয়াছিলেন। মানসিংহ বাঙ্গালায় এবং আজিম পরে মালবের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। "Chan Azim the discontented visier, and the Raja Man Singh, were so formidable in the empire, that Jehangire thought it most prudent to accept of the offered allegiance of both, and to confirm them in their respective honours and governments, without animadversion upon their late conduct. Man Singh was dispatched to his subaship of Bengal; Chan Azim to that of Malava." (Dow's History of Hindostan Vol. II P. 5.) আজিমের ক্ষমা সম্বন্ধে ব্লকম্যান সাহেব এইরূপ বলিতেছেন,—"At Akbar's death, Man Singh and M. Aziz were anxious to proclaim Khasrou successor; but the attempt failed, as Shaikh Farid-i-Bukhari and others had proclaimed Jahangir before Akbar had closed his eyes. Man Singh left the Fort of Agrah with Khasrou, in order to go to Bengal. Aziz wished to accompany him, sent his whole family to the Rajah, and superientended the burial of the deceased monarch. He countenanced Khasrou's rebellion, and escaped capital punishment through the intercession of several courtiers, and of Salimah Sultan Begum and other princessess of Akbar's Harem." (Ain-i-Akbari P. 327.) সুতরাং যে সময়ে রাঘব রায় আগরাতে ছিলেন, সে সময়ে খানি আজম মির্জা আজিজই উজীর ছিলেন দেখা যাইতেছে। কিন্তু বসু মহাশয় ইসলাম

খাঁ চিস্তিকে উজীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইসলাম খাঁ চিস্তি উজীর ছিলেন কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ এ সময়ে যে ছিলেন না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। (৯৪) টিপ্পনীতে তাহা আলোচিত হইবে। ইসলাম খাঁ উজীর হইলে তাঁহার পুত্র হোসাঙ্গের সহিত রাঘব রায়ের বন্ধুত্ব ঘটিয়াছিল বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম খাঁ উজীর না থাকায়, আজমখাঁর পুত্রের সহিতই তাঁহার পরিচয় হওয়া সম্ভাবনা। কিন্তু আজমখাঁর মির্জা সামশি, মির্জা সাহমান, মির্জা খরম, মির্জা আবতুল্লা, মির্জা আনোয়ার, আবতুল লতিফ, মর্ত্তাজা, আবতুল গফুর নামে আট পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহার সহিত রাঘব রায়ের পরিচয় হইয়াছিল তাহা স্থির করা কঠিন। রাঘব রায় বা কচুরায় যে পারস্য ভাষাদি পাঠ করিয়াছিলেন, ইহা ক্ষিতীশবংশাবলীতেও উল্লিখিত হইযাছে। "কচুরায়ঃ পারসীকাদিশাস্ত্রমধীতে।"

(৮৫) আবরাম খাঁ বাহাতুর—আইন আকবরীর মনসবদারদিগের তালিকায় আবরাম খাঁ নামে কোন সেনাপতির উল্লেখ নাই। তবে অনেকগুলি ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন। ইব্রাহিমের স্থানে আবরাম লিখিত হইতেও পারে। বসু মহাশয় আবরাম বা ইব্রাহিম খাঁকে পঞ্চ হাজারী মনসবদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পঞ্চহাজারী মনসবদারের মধ্যে যে ইব্রাহিমের উল্লেখ হয়, তাঁহার নাম মির্জা ইব্রাহিম। মির্জা ইব্রাহিম আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভে বাল্‌খের যুদ্ধে নিহত হন। তিনি কখনও আকবরের দরবারে উপস্থিত হন নাই, কেবল তাঁহার প্রতি মর্য্যাদা প্রকাশের জন্ত মনসবদারদিগের তালিকায় তাঁহার নাম লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং বসুমহাশয়ের লিখিত আবরাম বা ইব্রাহিম কদাচ মির্জা ইব্রাহিম হইতে পারেন না। মির্জা ইব্রাহিম ব্যতীত আকবরের সময় আড়াই হাজারী মনসবদার ইব্রাহিম খাঁ শৈবানি, দোহাজারী মনসবদার সেখ ইব্রাহিম,

তিনশতী মনসবদার ইব্রাহিম কুলি খাঁ ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইতিমাদ্দৌলার পুত্র ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শেখ ইব্রাহিম ও ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের সহিতই বাঙ্গালার সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গ ১৬১৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় আগমন করায় প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের অনেক পরে তাঁহার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কাজেই শেখ ইব্রাহিম ব্যতীত আমরা আর কাহাকেও প্রতাপাদিত্যের সময় বাঙ্গালার সহিত সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। শেখ ইব্রাহিম ফতেপুর শিক্রির সুপ্রসিদ্ধ শেখ সেলিমের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি মির্জা আজিজ বা খানি আজমের ও ওয়াজির খাঁর সময় বিহার, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় পাঠানদিগের বিশেষতঃ কতলু খাঁর বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ৯৯৯ হিজিরী বা ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শেখ ইব্রাহিম সম্বন্ধে ব্লকম্যান সাহেব এইরূপ বলিতেছেন,—

"Shaikh Ibrahim lived at first at Court, chiefly in the service of the princes. In the 22nd year, he was made Governor of Fathpur Sikri. In the 28th year, he served with distinction under M. Aziz Kokah in Bihar and Bengal, and was with Vazir Khan in his expedition against Qutlu of Orisa. When Akbar, in the 30th year went to Kabul he was made Governor of Agrah, which post he seems to have held till his death in 999 (36th year)." (Ain-i-Akbari P. 403). উপরোক্ত বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সেখ ইব্রাহিম আকবরের রাজত্বের ২৮ তম বৎসর হইতে ৩০তম বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৫৮২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮৪ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত

হইয়াছে যে, প্রতাপাদিত্য আজিম খাঁর রাজত্ব সময়ে সর্ব্ব প্রথমে স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থেও আজিম খাঁর সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের কথা আছে। যদিও তাঁহারা ভ্রমক্রমে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক আজিম খাঁর নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে বসুমহাশয়ের উক্তি প্রকৃত হইলে আমরা এই স্থির করিতে পারি যে, আজিম খাঁ ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে ইব্রাহিম খাঁকে প্রথমতঃ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সম্ভবতঃ ইব্রাহিম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। কারণ, কুলাচার্য্যদিগের উক্তি অনুসারে ও চাঁচড়ার রাজবংশের প্রামাণ্য কাগজপত্রানুসারে আজিম খাঁ স্বয়ংও প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাহা হইলে এইরূপ অনুমান হয় যে, ইব্রাহিম খাঁ সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য না হওয়ায়, আজিম খাঁ স্বয়ং প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে দমন করিয়াছিলেন। উপক্রমণিকায় এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বসুমহাশয়ের লিখিত আবরাম খাঁ সেখ ইব্রাহিম হইলে তিনি জাহাঙ্গীরের সময়ে কদাচ প্রেরিত হন নাই।

(৮৬) **রাজমহালের সেনা**—প্রতাপের বিরুদ্ধে সেখ ইব্রাহিমের যুদ্ধ যাত্রা করা স্থির হইলে, প্রতাপের সেনার রাজমহালে উপস্থিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাহার নিকটে টাঁড়ায় তখন বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপিত ছিল। সে সময়ে রাজমহলের নামকরণ হয় নাই, তাহার নাম আগমহল ছিল, মানসিংহ তাহাকে রাজমহল আখ্যা প্রদান করেন। সেখ ইব্রাহিম না হইয়া জাহাঙ্গীরের প্রেরিত কোন সেনাপতি হইলে সে সময়ে বাঙ্গালার রাজধানীতে কোন শাসনকর্ত্তা না থাকায় ও বিহারের শাসনকর্ত্তার প্রতি বাঙ্গালার শাসনভার প্রদত্ত হওয়ায় প্রতাপের কতক সেনা বা লোক রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেও পারে।

কিন্তু তাহার বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বসুমহাশয় সেখ ইব্রাহিমকেই আবরাম খাঁ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে তাঁহার আকবরের সময়ে আসাই স্থির হয়। সে সময়ে রাজমহল পর্য্যন্ত প্রতাপের লোকজনের অগ্রসর হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

(৮৭) **মৌতলার গড়**—কালীগঞ্জ হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও ঈশ্বরীপুর হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম পরমানন্দকাটির নিকট মৌতলা অবস্থিত। এখানে প্রতাপাদিত্যের দুর্গ বা গড় ছিল এক্ষণে তথায় কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ আছে। সম্ভবতঃ মৌতলায় প্রথমতঃ যশোহরের ফৌজদারের আবাসস্থান হইয়াছিল। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে মাতলাকে মৌতলা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে।

(৮৮) **আবরামকে নিপাত করিল**—আবরাম সেখ ইব্রাহিম হইলে তিনি যে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হন নাই, তাহা (৮৫) টিপ্পনী দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। কারণ তিনি বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আগরার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপাদিত্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, পরে আজিম খাঁ গিয়া প্রতাপকে পরাস্ত করেন।

(৮৯) **এক আমির হপ্ত হাজারি মনসবে**—বসু মহাশয় ইব্রাহিম খাঁর পরে একজন হপ্ত হাজারী মনসবদারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাদসাহবংশীয়গণ ব্যতীত আর কেহ হপ্ত হাজারী মনসবদার হইতে পারিতেন না। আইন আকবরীতে কেবল সাজাদা দানিয়ালেরই হপ্ত হাজারী মনসবদারীর কথা লিখিত আছে। ১৬০১ খৃঃ অব্দে আফগানসর্দ্দার ওসমানকে যুদ্ধে পরাজয়ের পর মানসিংহ প্রথমেই হপ্ত হাজারী মনসবদারীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। "After this victry

the Raja paid a visit to the emperor, and was promoted to the command of 7000 horse ; a dignity which before that time, had not been conferred on any subject." (Stewart) মানসিংহের পর আকবরের জামাতা সারুখ ও মির্জা আজিজ হপ্ত হাজারীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। "After this victory, which obliged Usman to retreat to Orisa, M. S paid a visit to the Emperor who promoted him to a (full) command of seven thousand. Hitherto Five thousand had been the limit of promotion. It is noticable that Akbar in raising M. S. to a command of seven thousand, placed a Hindu above every Muhammadan officer, though, soon after, M. Shahrukh and M. Aziz Kokah were raised to the same dignity." (Blochmann's Ain-i-Akbari P. 341). এই তিন জন ব্যতীত আর কোন হপ্ত হাজারী মনসবদারের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, এবং কেহ সহসা উক্ত সম্মান লাভ করিতে পারিত না। অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তির হপ্ত হাজারী মনসবদার হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং বসুমহাশয়ের লিখিত উক্ত আমীর সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

(৯০) **ক্রমে ক্রমে বাইশ জন আমির * * * কবর দেয়াইল যশোহরে**—এই বাইশ আমীরের আগমনের কথা বরাবর প্রচলিত আছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং শ্রেষ্ঠং সেনাধিপাজিম তথা।
দিল্লীশো দুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ॥

বঙ্গধিপবধার্থায় প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ।
দ্বাবিংশতিতমথানান্ প্রেষয়ামাস সত্বরং ॥"

কুলাচার্য্যগণের উক্তি-অনুসারে তাঁহারা সকলেই প্রতাপাদিত্যের সৈন্যের হস্তে নিহত হন।

"সূর্য্যকান্তো যযুঃ শীঘ্রং চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
জঘান প্রহরার্দ্ধেন সর্ব্বানেব যুদ্ধোত্তমঃ ॥"

বসুমহাশয় লিখিতেছেন যে, বাইশ জন আমীর ক্রমে ক্রমে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কুলাচার্য্যগণের উক্তি-অনুসারে বুঝায় যে, তাঁহারা একসঙ্গেই আসিয়াছিলেন। বসুমহাশয়ের ও কুলাচার্য্যদিগের বর্ণনানুসারে বাইশ জন আমীর মানসিংহের পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ইঁহারা মানসিংহের সহিতই যশোরে উপস্থিত হন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে এইরূপ লিখিত আছে। "অথ ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাত্যমাদিদেশ।" ভারতচন্দ্রও লিখিতেছেন,—

"বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গলা আইল।"

কচুরায় জাহাঙ্গীরকে প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জানাইলে মানসিংহই তৎপ্রতিকারে প্রেরিত হন, তাহার পূর্ব্বে আর কোন সেনাপতি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রেরিত হন নাই। সুতরাং উক্ত বাইশ ওমরার মানসিংহের সহিত আগমন করাই সম্ভব। ইঁহাদের সকলে না হইলেও অনেকে যে প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, এবং যশোরে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, ইহাও পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। আজিও ঈশ্বরীপুর বা যশোরের লোক তাঁহাদের সমাধি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

"Tombs—The tradition about these tombs is as follows.—

Raja Pratapaditya of Jessore having declared himself independent of the authorities of the Emperor of Delhi, the Emperor Jahangir successively sent 12 Omrahs with large armies to subdue him, but Pratapaditya defeated them all in battle. Afterwards when Rajah Man Singh, the Hindu General of the Emperor, defeated Pratapaditya and took him prisoner, he erected these three tombs in memory of the 12 deceased Amirs." (Ancient Monuments in Bengal) উপরোক্ত বর্ণনায় ২২ জন আমীর স্থলে ১২ জনের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। বাইশ জনের মধ্যে ১২ জন হত হইয়াছিলেন কি না বুঝা যায় না। আবার ঈশ্বরীপুরের আর এক স্থলে বার ওমরার গোর বলিয়া একটি সমাধি স্থান আছে, তাহা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি-দিগের সমাধি বলিয়া কথিত। "Tombs—The Bara Omra Gor, or the tomb of 12 sepoys. After the Raja of Sagur was dethroned, these 12 sepoys who were his fovourite servants, fought among themselves and were killed; their dead bodies were afterwards collected by the Raja and buried in this tomb." (Ancient Monuments in Bengal). প্রতাপাদিত্যের সেনানীদিগের প্রায় সমস্তই হিন্দু ছিলেন, এবং তিনি মানসিংহ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া আগরাযাত্রাকালে পথিমধ্যে প্রাণ ত্যাগ করায় তাঁহা কর্ত্তৃক তাঁহার সেনানীদিগের সমহিত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং উক্ত বার ওমরার গোর বাদসাহপক্ষীয় সেনানীদিগেরই হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে এই দুই সমাধি স্থানে উক্ত বাইশ ওমরা সমাহিত হইতে পারেন। তাঁহারা সকলে মৃত না হইলেও যাঁহারা হত হইয়াছিলেন,

তাঁহাদিগকেই উক্ত দুই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল বোধ হয়। কেহ কেহ প্রথমোক্ত সমাধিস্থানকে অন্য প্রকার ভগ্নাবশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

(৯১) রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আইলেন—ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থির হয় যে, মানসিংহ যখন দ্বিতীয় বার বাঙ্গালায় আগমন করেন, সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমেই ১৬০৫ খৃঃ অব্দে তিনি পুনর্ব্বার বাঙ্গালার সুবেদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় ৮ মাস অবস্থিতি করিয়া ১৬০৬ খৃঃ অব্দে আগরা গমন করেন। মানসিংহ ১৬০৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া আগরা গমন করিয়াছিলেন। তথায় আকবরের মৃত্যুসময়ে তিনি ও আজিম খাঁ জাহাঙ্গীরের পরিবর্ত্তে তৎপুত্র খসরুকে সিংহাসনপ্রদানের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু আকবর জাহাঙ্গীরকেই আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খসরু, মানসিংহ ও আজিম খাঁকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। মানসিংহ তাঁহার আদেশে বাঙ্গালায় প্রেরিত হন। পরে তিনি তাঁহাকে পুনর্ব্বার বাঙ্গালা হইতে আহ্বান করিয়া পাঠান। "When I ascended the throne in the first year of my reign, I recalled Man Singh, who had long been Governor of the Country (Bengal), and appointed my *Kokaltash* Kutub-o-din to succeed him. ("Waki-at-i-Jahangire. Elliot Vol VI P. 327) যদিও জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে ১০১৪ হিজরী বা ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মানসিংহকে বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দেন, তথাপি তিনি তাহার কয়েক মাস পরে ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ খৃঃ অব্দের প্রথমে রাজধানী গমন করেন। "The new emperor, Jahangire, forgave his son, and deemed

it prudent policy to overlook the conduct of the Raja: but in order remove the latter to a distance from the scene of intrigue, he again appointed him to the Government of Bengal, with orders to proceed thither immediately and keep in check the rebellious spirit of the Afgnans. In obedience to the royal orders, Raja Man Sing returned to Bengal; but at the end of eight months, that is to say, early in the year 1015, he was recalled to the court." (Stewart) এই আফগান বিদ্রোহ দমনের মধ্যে সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্যের দমনও ছিল। "Jahangir thought it prudent to overlook the conspiracy which the Rajah had made, and sent him to Bengal. But soon after (1015) he was recalled and ordered to quell disturbances in Rahtas (Bihar) after which he joined the emperor." (Blochmann's Ain-i-Akbari P. 341) প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের পর মানসিংহ যে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের স্থাপয়িতা ভবানন্দকে কতকগুলি পরগণা দিয়াছিলেন তাহার ফর্ম্মান কৃষ্ণনগর রাজবাটিতে অদ্যাপি আছে। তাহাতে ১০১৫ হিজরী লিখিত আছে। সুতরাং ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ খৃঃ অব্দে যে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৯২) সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল—বসুমহাশয় এই স্থলে সমস্ত প্রবাদ ও ইতিহাসের বিরুদ্ধ কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ ও প্রধান গ্রন্থাদিতে মানসিংহের সহিত অন্তরঙ্গতা হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রতাপাদিত্য

বন্দী ও পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া বাদসাহ-দরবারে নীত হইতেছিলেন, পরে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, ইহাই উল্লিখিত হইয়া থাকে। (১০০) টিপ্পনী দেখ। মানসিংহের পুত্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের প্রচারিত কন্যার বিবাহের কথা আর কোথায়ও দেখা যায় না, এবং ইহার কোনই মূল নাই বলিয়া বোধ হয়। কারণ, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস সাধন করিলে তাঁহার পুত্রের সহিত প্রতাপের কথিত কন্যার বিবাহ সম্ভবপর নহে। মানসিংহ কেদার রায়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। (৯৮) টিপ্পনী দেখ। সেই প্রবাদের সহিত গোলযোগ করিয়া সম্ভবতঃ বসুমহাশয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য উভয়েই মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্য উভয়ের সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে, এবং সেই সমস্ত প্রবাদের পরস্পর মিশ্রণে নানারূপ গোলযোগও ঘটিয়াছে।

(৯৩) কাশি পৌছিয়া তাহার পরলোক হইল— প্রতাপাদিত্যবিজয়ের অনেক পরে মানসিংহের মৃত্যু হয়। তিনি ১৬১৪ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। "M. S. died a natural death in the 9th year of J's reign whilst in Dakhin." Blochmann's Ain-i-Akbari P. 341.) এখানে বসুমহাশয়ের উক্তি প্রকৃত নহে।

(৯৪) উজির এছলাম খাঁ চিস্তি—সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ চিস্তি ফতেপুরের সুপ্রসিদ্ধ সেখ সেলিমের পৌত্র। আবুলফজলের ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি কখনও উজীর হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের সময় তিনি যে অধিক মর্য্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি উজীর হইতেন, তিনি সুবেদারদিগের অপেক্ষা অধিক

মর্য্যাদা লাভ করিতেন। কিন্তু আমরা জানিতে পারি যে, ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁকে তাঁহার তাৎকালিক পদ হইতে বাঙ্গলার সুবেদারীতে উন্নীত করা হইয়াছিল, এবং সেই পদই বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।" "In the year of Hejira 1017, the Government of Bengal being vacant by the death of the late occupant, the emperor was pleased to promote Islam Khan to that office. * * * Islam Khan continued to govern Bengal with great reputation, and died at Dacca in the year 1022." (Stewart) ইসলাম খা রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, এবং তাঁহার সময়েই গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী প্রবল হইয়া উঠে ও ওসমান খাঁর পরাজয় সংঘটিত হয়। বাঙ্গলার সুবেদারী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ কোন উচ্চপদ না থাকায় তিনি যে উজীর ছিলেন না ইহা বুঝিতে পারা যায়। বসুমহাশয় আবার মান সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার আগমনের কথা লিখিয়াছেন। আমরা (৯৩) টিপ্পনীতে দেখাইয়াছি যে, মানসিংহ ১৬১৪ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। অথচ ইসলাম খাঁ তাহার পূর্ব্বে ১৬১৩ খৃঃ অব্দেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। মানসিংহের সুবেদারীর পর ইসলাম খাঁর সুবেদারী বাঙ্গলায় প্রসিদ্ধ হওয়ায় বসুমহাশয় এইরূপ গোলযোগ করিয়াছেন। ফলতঃ ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁর বাঙ্গলায় আগমনের পূর্ব্বে ১৬০৬ খৃঃ অব্দে যে প্রতাপাদিত্যের পতন হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৯৫) **সালিখার থানা**—কলিকাতার পরপারে হাবড়ার নিকট অবস্থিত। ভাগীরথীর পূর্ব্ব পার প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত হওয়ায় তাঁহার রাজ্যের প্রান্তসীমায় প্রথমতঃ মোগল সৈন্যের সহিত তাঁহার সৈন্যের সংঘর্ষ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তাহা ইসলাম খাঁর সেনার সহিত না হইয়া

মানসিংহের সৈন্যের সহিত হইলেই যুক্তিযুক্ত হয়। কারণ, ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের দমনে আসেন নাই।

(৯৬) **কমল খোজার মরণের খবর**—বসুমহাশয় কেবল কমল খোজাকেই প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য তাহার মৃত্যুসংবাদে প্রতাপাদিত্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে কমল খোজার উল্লেখই নাই, তাঁহারা অন্যান্য অনেক সেনাপতির কথা লিখিয়াছেন। উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

(৯৭) দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিলেন—বসুমহাশয়ের মতে এবং সাধারণ প্রবাদানুসারে দেবী যশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারে তাঁহাকে পরিত্যাগ করার জন্য তাঁহার কোন কন্যার আকার ধারণ করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে সভাস্থল ও তাঁহার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে বলেন। দেবী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিলে তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে তিনি প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য উক্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। Ralph Smyth সাহেবও ঐরূপ প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "The goddess Kalee seeing all thi-, was anxious to revoke her blessing, and to effect this, she one day assumed the resemblance and disguise of the Rajah's daughter, and appeared before him in Court, when he was dispensing his so-called justice, by ordering a sweeper-woman's head to be cut-off, for sweeping the Court of the Palace in his presence. The ministers and

courtiers were amazed to see the impropriety of her conduct in appearing before them. The Rajah also seeing his daughter, (not entertaining an idea that it was the goddess in disguise) ordered her out of court, and to leave his palace for ever." (Smyth's Report of 24 Pergs). কেদার রায়ের কন্যার আকারে তাঁহার দেবতার আগমনেরও ঐরূপ প্রবাদ আছে। (৯৮) টিপ্পনী দেখ। কুলাচার্য্যগণ কিন্তু প্রতাপাদিত্যের কন্যার আকারে দেবীর উপস্থিতি না লিখিয়া কোন ব্রাহ্মণকন্যার বেশে তাঁহার প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, এবং রাজসভার পরিবর্ত্তে রাজার শয়নমন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন।—

"দ্যুতক্রীড়াং পরিত্যজ্য গত্বা রাজা স্বমন্দিরম্।
সুখেনোপাবসদ্রাত্রৌ হৃষ্টঃ স্বান্তঃপুরাজিরে॥
স্ত্রীভিশ্চ রত্নদণ্ডেন চামরেণাথ বীজিতঃ।
ক্রীড়য়ামাস তত্রৈব মহিষ্যা সহ ভূপতিঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র যুবত্যেকা মনোরমা।
কোমলাঙ্গী কৃশাঙ্গী চ রূপাঢ্যা দিব্যদর্শনা॥
বিম্বোষ্ঠী বিধুবক্ত্রা চ ভাবিনী চোন্নতস্তনী।
কমলা কামরূপা চ কুন্তলোজ্জ্বলমস্তকা॥
মৃগাক্ষী চঞ্চলাপাঙ্গী মত্তবারণগামিনী।
চারুহাসা শুভ্রদংষ্ট্রা ষোড়শী মোহদায়িনী॥
দিব্যবস্ত্রপরিধানা গৌরাঙ্গী ক্ষীণমধ্যমা।
অতর্কিতমুপায়াতা প্রতাপাদিত্যসন্নিধৌ॥
অভিবাদ্য চ রাজানমুবাচ বিনয়ান্বিতা।
বঙ্গাধিপ মহারাজ দরিদ্রানাঞ্চ পালক॥

ব্রহ্মবংশোদ্ভবানাথা দুঃখার্ত্তাহমুপাগতা।
ভোজ্যান্তে প্রার্থয়াম্যদ্য দেহি দেহি নরাধিপ ॥
মধুপানান্নরাধীশো হতচিত্তোঽতিবিহ্বলঃ।
তস্যা বচনমাকর্ণ্য তামুবাচ মহৎক্রুধা ॥
মমাগ্রে কাসি দুষ্টে ত্বং ভাষিতং কিং ন লজ্জসে।
কস্মাদ্ ঘোরতমস্মিন্যাং কেলিমন্দিরমাগতা ॥
ইদং জানামি ভিক্ষার্থং নাগচ্ছেৎ ভিক্ষুকো নিশি।
ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য রাত্রৌ ত্বং কথং চরসি পাপিনি।
পতিপুত্রগৃহাদিনী ত্যক্ত্বা কামেন বিহ্বলা।
ভিক্ষাছলমুপাশ্রিত্য ভ্রমসি ত্বং যথেচ্ছয়া ॥
মন্যে ত্বাং ধর্ম্মতো ভ্রষ্টাং গচ্ছ গেহাদ্ দ্রুতং মম।
নোচেদ্ ধ্রুবং প্রদাস্যামি তুভ্যং সমুচিতং ফলম্ ॥
দুশ্চরিত্রাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা কৃত্বালাপং ত্বয়া সহ।
পুমান্ ধর্ম্মাৎ প্রমুচ্যেত প্রোক্তমেতন্মহত্মভিঃ ॥
গচ্ছ গচ্ছ তত স্তূর্ণং স্বস্থানং মম রাজ্যতঃ।
তামেব ক্রোধতাম্রাক্ষো বঙ্গেশোহ কথয়ৎ পুনঃ ॥”

এ সমস্তই প্রবাদ। সুতরাং ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা বৃথা।

(৯৮) দক্ষিণবাহিনী ঠাকুরাণী পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন—এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রতাপাদিত্য ছদ্মবেশধারিণী দেবী যশোরেশ্বরীকে চলিয়া যাইতে বলিলে তিনি তাঁহার মন্দির দক্ষিণমুখ হইতে পশ্চিমমুখ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে Smyth সাহেব বলিতেছেন,—“The goddess then discovered herself, and reminded him of her former blessing and promised aid, until he drove her from his presence, and to prove to him that

her words were true, and that she would no longer assist such a tyrannical monster, she caused the temple he had built towards the West to be changed from its original position on the South, and that he should henceforth be left to himself." (Smyth's Report of the 24 Pergs.) এ সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ যশোরেশ্বরী মূর্ত্তিকে যশোর হইতে লইয়া গিয়া অম্বরে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং যশোরেশ্বরীর বর্ত্তমান মূর্ত্তি তাহার পরে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু অম্বরের শিলাদেবীর পুরোহিতগণের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে মানসিংহের সহিত অম্বরে গমন করেন। তাঁহাদের নিকট মাড়য়ারী ভাষায় লিখিত তাঁহাদের যে বংশাবলী আছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, অম্বরের শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে নীত হন নাই, কিন্তু কেদার রায়ের নিকট হইতে মানসিংহ তাঁহাকে লইয়া যান।

"पाछे कोइ दिन पाछे पूरव माहे चढ्या। गजनीपुर नीलाट में वा वणारस काशीमें जार अमल कीनू। काशीमें मानमन्दिर वणायो। पाछे पटनामें जा अमल कीनू और उठे वैकुण्ठपुर वणायो। पाछे गयाजीमे पैंतालीस (४५) सराध कीना। फेर उसमान् पठान जगन्नाथजी मांहे छो। जीकां सारा पूरव में अमल छो। जीसूं जार जगड़ो करि। फते पाइ। उंका सारा राज में अमल कीनू। पाछे जगन्नाथजी मै फेरि विधिविधान सूं पूजन करायो। और स्थापन करया। और पाछे उमर छा जींठे गया। सो वाने मारि फते पाइ। पाछे मीरू गया। और मीरूसूं जगड़ो करि। मीरू मे अमल कीनू। हकीमिं छा कुतल में, जाने मारि फते पाइ, और

कुतल में अमल कीनू सारी पूरव में अमल कीनू। अर पूरव माह्रं ईसन् खां पठान छो। जीसूं जगड़ो कीनू, सो भाजि गयो। जाजमे वैठ समुद्र पार गयो। पाछे उठा सूं चढ्या सो कोस साटि का च्यालग्रा, ब्रह्मपुत्र गया, अर राजा परतापदीप सू जगड़ो कीनू, अर फते पाइ। अर परतापदीपको गड़ छो जीनें खोस् लीनो। अर वेटो दुरजनसंग्रघजी मानसिंघजी का काम आया। पर जगत्‌सिंघजी घायल हुया। अर राव परतापदीप का लवाजमा को संख्या - हाथी तो तेरासौ—अर फौज सरञ्जाम भौत् छो। जीसूं फते पाइ।

पाछे उठीनें केदार कायत को राज छो। सो राजा वाजै छो। सो उकै सिलामाता छो। सो माता का प्रताप से उनै कोइ भी जीत् तो नहो सो मानसिंहजी पुछो—इसो कांइको वल छै। जदि अरज करी सो सीलामाता को वल छै। जदि आप माता नै प्रसन्न होवा वास्ते होम उगरैह करायो जदि माता प्रसन्न हूइ। अर केदार राजा सूं माताको यो वचन छो—सो तू राजी होय कहसी सो तू जा- जदि जासूं। सो राजा पूजन में वैठ्यो छो। सो राजा को १ वेटो को सरूप करि देवी पूजन में आय वैठो। जदि राजा आपको वेटो जानो। अर कही तू जा मुनै पूजन करवा दे। तू जा—ईयां तीन वार कही। जदि माता वोली—थारी मुहा को वचन पूरो हो चुक्यो छै। जदि राजा कही मुनै छल लीयो आपकी मरजी होय सो कीजे। यदि माता नै समुद्र में नाषि दीनो। जदि

রাজা মানসিংঘজী সো দেবী আবাজ দীনী—সো সুনৈ সমুদ্রমেঁ নাখি দীনী ছৈ। সো ভঁঠা সুঁ কাট লীজ্যো মেহ তোসুঁ প্রসন্ন হুবা। জদি রাজা মানসিংঘজী কেদার রাজা নে দবাব দীয়ো জদি রাজা তো জাজি মেঁ বৈঠ ভাজ্যো। অর দীবাণ নেঁ মান-সিংহজী কোঠৈ ভেজয়ো সো দীবাণ আপ মিল্যো। জদি রাজা মানসিংহজী উঁকী বেটী মাংগী। জদি রাজা কেদার দেণী করী। অর মিলাপ হুবো। জদি নীজর করী। জদি আপ ফুরমাই সো থারো রাজ ছৈ সো তোনে দীনূ। জদি সলাম করী। পাছৈ সমুদ্র মেঁ মাতা ছী জীঠা সুঁ কাটি লীনী। অর অরজ করী—মাতা আপ ফুরমাবো জী মাঁফক পূজন করূঁ। জদি মাতা কহী—মহারৈ বলদান নিতি হুবা জাসী জীতেঁ থারো রাজ বণ্যো রহসী। অর ভেঁ ভী রহস্যোঁ। জীঁ দিন বলদান রোজীনা হোতো রহজাসী জীঁ দিন থারো মহারো বচন পূরো হোসী। জদি আপ কবুল করী। অর মাতা নেঁ লে আয়া। অর বংগালয়া নেঁ পূজন সোঁপো অর ভঠা সুঁ কূঁচ করি আয়া”।

(মানসিংহ) পুনরায় কিছুদিন পরে পূর্ব্বাঞ্চলে গেলেন। তথায় গজনীপুর, নীলোদ ও কাশীতে গিয়া ঐ সকল স্থান দখল করিলেন ও কাশীতে মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে পাটনায় গিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিলেন এবং তথায় বৈকুণ্ঠপুর স্থাপন করিলেন। পরে গয়ায় গিয়া তথায় ৪৫টী শ্রাদ্ধ করিলেন। জগন্নাথ (পুরী) অঞ্চলের দিকের সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল উস্‌মান পাঠানের অধিকারে ছিল। তথায় গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও তাহার সমস্ত রাজ্য অধিকার

করিলেন। পরে পুরী (জগন্নাথ) আসিয়া জগন্নাথদেবের যথাবিধি পূজা ও স্থাপন করাইলেন। অনন্তর উমরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। পরে মীরু গিয়া তথায় যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও মীরু অধিকার করিলেন। অনন্তর কুতল নামক স্থানে হাকীম ছিল, তথায় গিয়া তাহাকে যুদ্ধে বধ করিয়া ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার (মানসিংহের) অধিকার স্থাপিত হইল। পূর্ব্বদেশে ঈশন খাঁ নামক পাঠান ছিল, তাহার সহিত যুদ্ধ হইল এবং সে পলাইয়া গেল।

পরে (মানসিংহ) জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইলেন, এবং তথা হইতে ষাট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে গেলেন। তথায় রাজা পরতাপদীপের সহিত যুদ্ধ হইল ও বিজয় লাভ করিলেন এবং পরতাপ-দীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইলেন। তাহাতে মান-সিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ মারা পড়েন। জগৎ সিংহ (জ্যেষ্ঠ পুত্র) আহত হয়েন। আর রায় পরতাপদীপের অধীনে তের শত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল; ইহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করি-লেন। অনন্তর ঐ দিকে কেদার্ কায়েতের রাজ্য ছিল, তিনি রাজা নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলা-মাতার প্রভাবে তাঁহাকে (কেদারকে) কেহই জয় করিতে পারিত না। এজন্য মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার এত প্রতাপের কারণ কি ?" নিবেদন করা হইল, "ইহার প্রতাপের হেতু শিলামাতা।" ইহা শুনিয়া মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ হোম প্রভৃতি করাইলেন, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইলেন, কেদার রাজার সহিত মাতার এই অঙ্গীকার ছিল যে, তুমি যখন নিজ হইতে বলিবে "তুই যা" তখনি যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার এক কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী

পূজাস্থানে আসিয়া বসিলেন। রাজা তাঁহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে বলিলেন, "তুই যা, আমাকে পূজা করিতে দে, তুই যা।" এইরূপ তিনবার বলিলে মাতা বলিলেন, "তোমার ও আমার মধ্যে যে অঙ্গীকার ছিল, তাহা পূর্ণ হইল।" তখন রাজা বলিলেন, "আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপনার যাহা অভিরুচি করুন," পরে মাতাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবী মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমাকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখান হইতে আমাকে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।" ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদার রাজাকে হারাইয়াছিলেন। রাজা জাহাজে করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন, দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর মানসিংহ রাজা কেদারের কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা দিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন হইয়া গেল, এবং কেদার রাজা মানসিংহকে নজর করিলেন। মানসিংহ কহিলেন তোমার রাজ্য তোমায় দিলাম। কেদার রাজা সেলাম করিলেন। পরে মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন, "মাতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত আপনার পূজা করিব।" তখন মাতা কহিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হইতে থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্য অটল থাকিবে। আর আমিও থাকিব। যে দিন হইতে নিত্য বলিদান বন্ধ হইবে, সেই দিন তোমার সহিত আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে।" রাজা ইহাই স্বীকার করিলেন, এবং মাতাকে লইয়া আসিলেন এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, তথা হইতে কুচ করিয়া যাত্রা করিলেন।*

* এই বংশাবলীর বঙ্গানুবাদ ১৩১১ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বিদ্যাধর' প্রবন্ধে প্রথমে প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় মূল ও সম্পূর্ণ অনুবাদ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। (পরিশিষ্ট দেখ।)

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের নিকট ছিলেন না কিন্তু কেদার রায়ের নিকটেই অবস্থিতি করিতেন। উক্ত বংশাবলীর বর্ণনায় কোন কোন অংশ ইতিহাসবিরুদ্ধ আছে, যথা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধে দুর্জ্জন সিংহের মৃত্যু ইত্যাদি। দুর্জ্জন সিংহ ইশা খাঁর সহিত যুদ্ধে নিহত হন। প্রতাপাদিত্যের পর কেদার রায়ের পরাজয়ও প্রকৃত নহে। কেদার রায় ১৬০২-৩খৃঃ অব্দে পরাজিত, আহত, বন্দী ও অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সহিত মানসিংহের সন্ধিও প্রকৃত নহে, সুতরাং তাঁহার কন্যার সহিত মানসিংহের বিবাহ কতদূর সত্য আমরা বলিতে পারি না, তবে কেদার রায়ের পতনের পর যদি তাহা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। প্রতাপাদিত্য ১৬০৬ খৃঃ অব্দে পরাজিত হন। এখানেও শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের কন্যার ন্যায় কেদার রায়ের কন্যার আকার ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। এক্ষণে শিলাদেবী ও যশোরেশ্বরী এক কি না তাহাই বিবেচ্য। ভারতচন্দ্রের উক্তি হইতে শিলাদেবী ও যশোরেশ্বরীকে এক বলিয়াই বোধ হয়। যথা—

"শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া তাহারে অকৃপা করি॥"

অথচ শিলাদেবীর বঙ্গদেশ হইতে গত পুরোহিতবংশীয়গণ আপনাদের বংশাবলীতে তাঁহাদের দেবতাকে কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। উক্ত পুরোহিত বংশীয়গণ পাশ্চাত্য বৈদিক, কিন্তু যশোর প্রদেশের পাশ্চাত্য বৈদিকেরা কদাচ পৌরহিত্য বা পূজারীর কার্য্য করেন না। ইহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন ঘটককারিকা, বসুমহাশয়ের গ্রন্থ, ক্ষিতীশবংশাবলী, এমন কি অন্নদামঙ্গলেও যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ কর্ত্তৃক লইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গই নাই। ঘটককারিকায় প্রতাপাদিত্য ব্রাহ্মণ-

কন্যাবেশধারিণী দেবীকে চলিয়া যাইতে বলিলে তিনি এই বলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—

"ভূপবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ প্রহৃষ্য সা।
স্থিতাহং শক্তিরূপেন সর্ব্বভূতেষু নিত্যশঃ॥
স্ত্রিয়াঃ শক্ত্যাঃ ন ভোদোঽস্তি ন হি জানাসি দুষ্মতে।
স্তনাবস্থ ত্বয়া চ্ছিন্নৌ দরিদ্রয়াশ্চ যোষিতঃ॥
পূর্ব্বং কৃতা প্রতিজ্ঞা ভো ত্বয়া সার্দ্ধং মহীপতে।
ত্যক্ষামি ত্বাং তদা রাজন্ যদা মাং যাহি ভাষসে॥
প্রতিজ্ঞা মেঽভবৎ পূর্ণা ত্বাং ত্যক্ত্বা যামি নিশ্চিতম্।
ইত্যুক্ত্বা চ ততো দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

তাহার পর প্রতাপাদিত্য তাঁহার মন্দিরে গিয়া পূজার্চ্চনাও করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্যগণ কিন্তু তাঁহার পশ্চিমবাহিনী হওয়ার বিষয়ও উল্লেখ করেন নাই। বসুমহাশয় এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, যশোরেশ্বরী ঠাকুরাণী অদ্যাপি আছেন। বাস্তবিক আজিও যশোরেশ্বরী বিদ্যমান আছেন। যদিও প্রবাদানুসারে তিনি প্রতাপাদিত্যের পরে স্থাপিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে মানসিংহ যশোরেশ্বরীকে লইয়া গিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। যশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের স্থাপিত নহেন। তন্ত্রাদিতে যশোরেশ্বরীর কথা লিখিত আছে—

তন্ত্রচূড়ামণিতে যথা—

"যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরব স্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—

"কলেঃ সায়ং যশোরে চ যবনানাঞ্চ রাজ্যকে।
যশোরেশী মহাদেবী চান্তর্বানং ভবিষ্যতি॥

তত্রৈব পতিতৌ দেব্যাঃ হস্তপাদৌ পুরা দ্বিজ।
রুরুভৈরবো হস্তীতি চেশ্বরীপুরমধ্যতঃ ॥"

দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে যে, এখানে মহাদেবের মস্তক হইতে সতীদেবীর বাহু ও পদ পতিত হইয়াছিল, তাহাই যশোরেশ্বরী নামে খ্যাত। অনরি নামক একজন ব্রাহ্মণ বনমধ্যে শতদ্বারযুক্ত দেবীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে গোকর্ণকুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা পশ্চিম হইতে আসিয়া বন কাটাইয়া যশোরেশ্বরীর নিকটে ইষ্টকরচিত গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন যশোরস্থ সেনহট্ট গ্রাম পত্তন করিয়া যশোরেশ্বরীর নিকট একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রতাপাদিত্যের বহুপূর্ব্বে যশোরেশ্বরী বিদ্যমান ছিলেন। পীঠস্থানে প্রায় দেবীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। কোন কোন স্থানে আধুনিক মূর্ত্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু যশোরেশ্বরীর সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ছিল কিনা সন্দেহ। বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য তাঁহার মুখ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এক্ষণেও তাহাই দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই সব কারণে শিলাদেবী যশোরেশ্বরী কি না তাহা স্থির করা সুকঠিন। বিশেষতঃ মানসিংহ বহু প্রাচীন কালের পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে সহসা যে লইয়া যাইতে সাহস করিয়াছিলেন ইহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, এবং কচুরায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। অম্বরের শিলাদেবী অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি, কিন্তু যশোরেশ্বরী কালিকামূর্ত্তি বলিয়া কথিত। এই সব কারণে আমরা যশোরেশ্বরী ও শিলাদেবী এক কিনা স্থির করিতে সক্ষম নহি। শিলাদেবী যে বঙ্গ দেশ হইতে অম্বরে গিয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, অদ্যাপি তাঁহার পুরোহিতবংশীয়গণ আপনাদিগকে

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভব বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং জয়পুরে এইরূপ একটি গাথাও প্রচলিত আছে।—

"সাঙ্গানের কা সাঙ্গা বাবা জয়পুরকা হনুমান্।
আমেরকা সল্লাদেবী লায়া রাজা মান।"

শিলাদেবী বঙ্গদেশ হইতে যে অম্বরে গমন করেন সে বিষয়ের কোনই তর্কবিতর্ক নাই। ঈশ্বরীপুরে অদ্যাপি যশোরেশ্বরী আছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি নাই। কেবল মুখাংশ মাত্র দেখা যায়। তাঁহার মন্দির এক খানি সামান্য গৃহমাত্র। সম্মুখে নাটমন্দিরের চিহ্ন আছে।

(৯৯) আমরা আর লড়াই করিব না—বসুমহাশয় লিখিতেছেন যে, প্রতাপাদিত্য শেষে আর যুদ্ধ করেন নাই, উজীরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটককারিকা, ক্ষিতীশবংশবলীচরিত, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতিতে শেষ পর্য্যন্ত মানসিংহের সহিত প্রতাপের ঘোরতর যুদ্ধের কথা আছে।

(১০০) পিঞ্জারায় কয়েদ করিয়া—প্রতাপাদিত্য যে পরাজিত হইয়া পিঞ্জরমধ্যে বন্দী হইয়াছিলেন, ইহা সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে—

"জিত্বাতু সমরং মানঃ হর্ষেণ মহতাবৃতঃ।
দিল্লীশাদেশতো রাজ্যং রাঘবায় দদৌ মুদা।
লৌহপিঞ্জরমধ্যেতু প্রতাপমবরুধ্য চ।
ত্বরিতং প্রেষয়ামাস দিল্লীশস্য চ সন্নিধিং॥"

ঘটককারিকা।

"ক্ষণেন তদুপমর্দ্য প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা লৌহময়পিঞ্জরে নিক্ষিপ্য পুনর্ন্নিজপ্রস্থস্থং যবনাধিপং নিবেদিতুং চলিতঃ।"

(ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতম্)

"শেষে ছিল যারা পলাইল তারা মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া প্রতাপাদিত্যে লৈল।"

ভারতচন্দ্র।

অবশ্য প্রতাপাদিত্য মানসিংহ কর্ত্তৃকই পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক নহে।

(১০১) **প্রতাপাদিত্যের রাণী নাগঝি**—প্রতাপাদিত্য জিতামিত্র নাগের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারই কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

(১০২) **এক শত ক্রোর নগদ টাকা**—প্রতাপাদিত্য যে বহুধনরত্নের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক শত ক্রোর নগদ টাকা তাঁহার রাজ্য হইতে লুণ্ঠিত হইয়াছিল কি না বলা যায় না।

(১০৩) **বানারস মোকামে প্রতাপাদিত্যের কাল হইল**—প্রতাপাদিত্যের কাশীতে মৃত্যু হয়, ইহা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত প্রভৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। "অথ বদ্ধস্য পথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্য বারাণস্যাং পঞ্চত্বমভবৎ।" (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্) ঘটককারিকার লিখিত আছে যে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়—

"পথিমধ্যে হভবন্মৃত্যুঃ প্রতাপস্য মহীপতেঃ॥
স্থাপয়িত্বা মহাকীর্ত্তিং স জগাম সুরালয়ম্॥"

(১০৪) **খেতাব যশহরজীত**— ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও যশোহরজিৎ উপাধি প্রদানের কথা লিখিত আছে। "শ্রুত্বা চ জবনাধিপঃ পূর্ব্বপরিচিতং প্রতাপাদিত্যদায়াদং কচুরায়নামানং যশোহরজিতিতি নামরূপপ্রসাদঞ্চ দদৌ।" অন্নদামঙ্গলে যথা—

"কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম।"

(১০৫) রাঘব রায়ের কয় ভ্রাতাই একত্তর আছেন— বসুমহাশয় বসন্ত রায়ের অবশিষ্ট সাতপুত্রের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কুলাচার্য্যগণ নয় পুত্রের কথা বলেন। কেবল গোবিন্দ ও চাঁদরায় প্রতাপ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। "নিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন মহাত্মনা।"

(১০৬) বিক্রমাদিত্যের সন্তানের প্রধানের প্রায় জাতি গেল—সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্য পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া যবনসৈন্যসহ নীত হওয়ায় বসু মহাশয় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১০৭) রাজা চাঁদরায়—কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, পূর্ব্বে চাঁদরায় প্রতাপ কর্ত্তৃক নিহত হন। তিনি, রাঘব ও গোবিন্দরায় এই তিন জন কুলপতি হইরাছিলেন। তন্মধ্যে রাঘব ও গোবিন্দ নিঃসন্তান হওয়ায় চন্দ্রের সন্তানেরা গোষ্ঠীপতি হন।

"বভূবু র্মানিন স্তেষাম্মধ্যে ত্রয়ো মহাবলাঃ।
গোবিন্দো রাঘবশ্চৈব তথা চন্দ্রঃ কুলেশ্বরাঃ।
নিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন মহাত্মনা॥
গোবিন্দস্য সুতো নাসীৎ রাঘবস্য তথৈবচ।
চন্দ্রস্য তনয়ো জাতো রাজারামো মহাতপাঃ॥
বসন্তো নিহতো যস্মিন্ স্থিতোঽসৌ মাতুলালয়ম্।" (ঘটককারিকা)

চাঁদরায়ের বংশধরেরা বলিয়া থাকেন যে, চাঁদরায় প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হন নাই, রাঘবের পর তিনিই রাজ্যেশ্বর ও সমাজপতি হইয়াছিলেন।

(১০৮) খোড়গাছি পরগণা—বসু মহাশয় খোড়গাছিকে একটী পরগণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু খোড়গাছি একটী গ্রাম

বা মৌজা। খোড়গাছি সরফরাজপুর পরগণার অন্তর্গত। এইখানে রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের বংশধরেরা বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা সরফ-রাজপুর পরগণার কতক অংশের অধিকারী। সরফরাজপুর পরগণার প্রধান গ্রামের নাম পুঁড়া। পুঁড়া আবার সরফরাজপুর পরগণার অন্তর্গত আমীরাবাদের মধ্যে অবস্থিত। সরফরাজপুর পূর্ব্বে যশোর এবং নদীয়ার অধীন ছিল, এক্ষণে ২৪ পরগণার অন্তর্গত। সরফরাজপুর পরগণার সম্বন্ধে মেজর Smyth সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন।—"Pergunnah Surfraj-poor is situated on the left bank of the Echamuttee River, which forms its boundary to the West and South between it and Pergunnah Balleah, to the north it is bounded by Disctric Nuddeah, and to the East by Pergunnah Boorun. Poorah is the principal village. There are markets in several of the villages, the princi-pal of which are Sainguuge, Shurifnuggar, Gokulpur, Khoorgatchee, and Shibhatee. Small Indigo factories, exist in Surifnuggur, Tetoliya, Poorah, Khoorgatchee, Gundharbpoor. The chief zemindar is Kistopersad Roy.* The Pergunnah is thickly populated on the bank

* Smyth সাহেব পুঁড়ার প্রসিদ্ধ জমীদার কৃষ্ণদেব রায়কে কৃষ্ণপ্রসাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদেবের সময় তিতুমীরের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। তিতুমীরের হাঙ্গামার বর্ণনায় সাহেব তাঁহাকে পুঁড়ার জমীদার বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। "The Mussalman ryots resisted this oppression and communicated it to Tetoo Meer, who commenced with his followers a pillaging tour on all the Hindu Zemindars about, especially on one Kisto Persad Roy, zemindar of Poorah in Pergunnah Surfrajpoor, whom

of the river, contaning a population of 765 souls per square mile, over nearly 38 square miles. Its produce is paddy and indigo and the usual cold weather crops. The only road or track, in the Pergunnah is that leading from Badooreah, in Pergunnah Balleah, towards Shatkira, in Pergunnah Boorun. There are two large lakes called the Palta and Bakrachundra Baours, being the old beds of the Echamuttee—the former is being brought gradually into cultivation, but the latter has deep water in it. The Pergunnah contains.

4	villages of	Pergunnah	Hilkee,
4	"	"	Ameerabad,
1	"	"	Balleah,
2	"	"	Boorun,
3	"	"	Kullara Hosseinpoor,

Distric Nuddeah.

and has outstanding three villages in Pergunnah Hilkee and five in Pergunnah Boorun. There are 41 village circuits comprising 47 Mouzas." (Ralph Smyth's Report of the 24 Pergs. 1857). হণ্টার এইরূপ বলিতেছেন,—"Sarfrazpur : area, 27,043 acres, or 42. 25 square miles ; 36 estates ; land revenue, £ 4104, 6*s*. 0*d*. ; Subordinate

they looted." (Ralph Smyth's Report of the 24 Pergs.) কৃষ্ণপ্রসাদ যে কৃষ্ণদেব উপরোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

Judge's court at Satkhira.* This fiscal Division is situated on the left bank of the Jamuna river, which forms its boundary to the west and south, dividing it from Balia Fiscal Division; on the north it is bounded by fiscal Divisions recently transferred from Nadiya District; and on the east by Buran fiscal Division. The principal villages and market-places are Pura, Sengunj, Sharifnagar, Gokulpur, Kurgachhi, and Sibhati. In 1857 the only road or track in the fiscal Division was one leading from Baduria in Balia, towards Satkhira in Buran. Two lakes, the Palta and Bakrachandra Baors, which are portions of the old bed of the Jamuna which the channel has deserted, are situated within this fiscal Division. The produce consists of paddy, indigo, and the usual cold weather crops." (Hunter's Statistical Account of 24 pergs 1875). আইন আকবরীতে পুঁড়াই একটী মহাল বা পরগণা বলিয়া লিখিত আছে। তাহার পর সরফরাজপুর পরগণার সৃষ্টি হয়। পুঁড়ার নিকট সরফরাজপুর নামে এক-খানি গ্রামও আছে।

(১০৯) **নুরনগর**—ইহা খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা উপবিভাগের অধীন একটী পরগণা। প্রথমে উহা যশোরের অধীন ছিল, পরে ২৪ পরগণার অধীন হয়, এক্ষণে খুলনা জেলার অধীন।

* সরফরাজপুর পরগণা কখনও সাতক্ষীরার অধীন ছিল না। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ও বর্ত্তমান সময়েও উহা বসিরহাট উপবিভাগেরই অধীন।

নূরনগর পরগণা নীলকণ্ঠ রায়ের ছোট রাণীর সন্তানদের ও শ্যামসুন্দর রায়ের সন্তানদের জমিদারী। তাঁহারা ইহার প্রধান গ্রাম রামনগরে বাস করিয়া থাকেন। রামনগরকেও সাধারণে নূরনগর বা নূননগর বলিয়া থাকে। ভবিষ্যপুরাণেও ন্যূননগরের কথা আছে যথা—

"উপপত্তনমেকঞ্চ নগরং ন্যূনপূর্ব্বকম্।"

নূরনগর পরগণা সম্বন্ধে Smyth সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—' Pergunnahs Dhooleapoor, Noornugur, and Shahpoor.—These Pergunnahs adjoining one another, are situated within the belt of land between the Jaboonah and Kalindee Rivers, which separate at Bussntupoor, in the Northern Part of Pergunnah Dhooleapoor, finding their way into the Soonderbunds at Puranpoor, on the southern extrimity of Pergunnah Noornuggur. About a mile below this point, the two rivers again approach one another, within a mile, after which they separate finally, finding different courses through the Soonderbunds. There is a passage through the Haldar Khal at Puranpoor for small boats from the Jaboonah to the Kalindee. The principal village in Pergunnah Dhooleapoor is Bussantpoor, situated at the confluence of the Kalindee and Jaboonah Rivers. It contains 109 houses and 224 adults. Bussantpoor, from its position, is of importance to the extensive traffic carried on with the Eastern Districts, as all boats put in here for provisions.

and fresh water, as also for repairs. It affords good anchorage for country boats of any burden. In Pergunnah Noornuggur, the principal village is Ramnuggur, generally known in the Mofussil as "Noornuggur," and is the residence of the present proprietor of the Pergunnah. There is no village of note in Pergunnah Shahpoor. Markets are held at Bussuntpoor, Kassessurpoor, Husaimkattee, and Mukoondpoor. In Pergunnah Dhooleapoor, and at Ramnuggur and Mahamoodpoor, in Pergunnah Noornuggur. In Bangalkatee Pergunnah Dhooleahpoor, there is a good Bazar. At Bussuntpoor is a Salt Chawkey, in charge of a Darogah, under the supervision of the Superintendent at Bagundee, Pergunnah Balleah (North). The only road in these Pergunnahs is one said to have been made by one Rajah Pertab Audit, from Bussuntpoor to Ramnuggur, the present residence of the descendants of the Rajah, and known as the Rajaki Bund. In many places, however, this road, from want of repairs, is hardly distinguishable from the surrounding fields. There are several minor roads or footpaths, leading from one village to another, but they are only temporary, and no vestige of them remains after the rains. The rivers of note are the Jaboonah and

Kalindee, varyiny from 150 to 350 yards in breadth, the former is the channel for the consequence of fire-wood from the Soonderbunds to Calcutta. There are numerous tidal streams running inland from these rivers. * * * Pergunnah Noornuggur contains 54 halkas and 69 villages or mouzas. It has out-lying four halkas in Pergunnah Boorun and two in Pergunnah Agarparah, and within its boundary has 11 halkas of Pergunnah Dhooleapoor and two of Pergunnah Nokeepoor. Its area is 26·78 square miles, with a population of 266 per square mile and 5·21 per house." (Ralph Smyth's Report of the 24 Pergs.) হণ্টার বলিতেছেন,—"Nurnagar : area, according to the Board of Revenue's return, 7144 acres, or 11·16 square miles ; 10 estates ; land revenue, £ 781, *2s. 0d.* ; Subordinate Judge's court at Satkhira. In 1857 this fiscal Division had a much larger area, and was returned by the Revenue Surveyar as comprising 26.78 square miles. It is situated within the tract of land formed by the Kalindi and Jamuna rivers, which separate at Basantpur in the south-east of the District, and again approach each other, and nearly meet, in the Sunderbans. The principal villages are Ramnagar and Mahmudpur." (Hunter's Statistical Account of 24 Pergs.) আইন আকবরীতে পরগণা ধুলিয়াপুরেরই

উল্লেখ আছে। তাহার পর পরগণা নূরনগরের সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ এই রূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, যশোরের প্রসিদ্ধ ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর নামানুসারে উক্ত পরগণার নূরনগর নামকরণ হইয়াছে। যশোর বা ঈশ্বরীপুর নকীপুর পরগণার অন্তর্গত।

(১১০) তাহারাই যশোহর সমাজের গোষ্ঠীপতি—

বসুমহাশয় শ্যামসুন্দর রায়ের সন্তানদিগকে কেবল গোষ্ঠীপতি বলিয়াছেন, কিন্তু নীলকণ্ঠের সন্তানগণও গোষ্ঠীপতি এবং তাঁহারাই আদি গোষ্ঠীপতি। বসন্তরায়ের সন্তানদিগের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হইলে, যশোর সমাজে নানা রূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নুরউল্লা খাঁ যশোরের ফৌজদারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ রামভদ্র রায় চন্দ্রদ্বীপের কাঁচাবেলিয়া গ্রাম হইতে যশোরে আগমন করিয়া অন্যান্য অনেক স্থানে বাসের পর অবশেষে পুঁড়ায় আপন আবাসস্থান স্থাপন করেন। * রামভদ্র ফৌজদারের দেওয়ান হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তিনি অনেক পরগণা হইতে কতক-গুলি ভাল ভাল মৌজা গ্রহণ করিয়া আমীরাবাদ নামক পরগণার সৃষ্টি করিয়া তাহারই অধিকারিত্ব লাভ করেন। আমীরাবাদ পরগণা সরফরাজ-পুরেই একাংশ। বিপুল অর্থশালী হইয়া তিনি একটি নূতন সমাজ গঠনে উদ্যোগী হন, এবং তজ্জন্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে প্রধান প্রধান কুলীন কায়স্থদিগকে আনাইয়া পুঁড়ায় বাস করাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু খোড়গাছিস্থ নীলকণ্ঠ রায়ের সন্তানদিগের অনুরোধে তিনি নূতন সমাজ গঠনে ক্ষান্ত হন।

* "রমাকান্ত গুহশ্চৈব রামভদ্রাখ্যরায়কঃ।
বিশ্বেশ্বরগুহ এতে শ্রীকৃষ্ণগুহপুত্রকাঃ।
যশোহরে পুরানামগ্রাম আসীন্নিবাসনং ॥"
(কুলাচার্য্যকারিকা। কায়স্থবংশাবলী।)

তৎকালে নীলকণ্ঠবংশীয়গণ জ্যেষ্ঠ-ধারা হওয়ায় তাঁহাদিগকে গোষ্ঠীপতি স্থির করিয়া রামভদ্র রায় যশোর সমাজের পুনঃসংস্কার করেন, এবং তিনি গোষ্ঠীপতির নিম্নে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া নায়েব গোষ্ঠীপতি নামে অভিহিত হন। সে সময়ে শ্যামসুন্দরবংশীয়েরা গোষ্ঠীপতির সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, এবং অন্য কোন নায়েব গোষ্ঠীপতিরও সৃষ্টি হয় নাই। নীলকণ্ঠের সন্তানেরা সমস্ত যশোর সমাজের গোষ্ঠীপতি ও রামভদ্র নায়েব গোষ্ঠীপতি হন। রামভদ্রের পুত্র রুদ্রদেবের সময় টাকীর বড় চৌধুরীগণ প্রবল হইয়া সমাজে আধিপত্যলাভের জন্য সচেষ্ট হন, এবং তাঁহারা শ্যামসুন্দরের বংশধরদিগকে গোষ্ঠীপতির মর্য্যাদাপ্রদানে ইচ্ছুক হইলে, রুদ্রদেব অস্বীকৃত হন। তদবধি শ্যামসুন্দরের সন্তানদিগকে গোষ্ঠীপতি করিয়া টাকীর বড় চৌধুরীগণ নায়েব গোষ্ঠীপতি হইয়া নূতন দলের সৃষ্টি করেন। শ্রীপুর প্রভৃতি পুঁড়ার দলেরই অন্তর্ভূত থাকে। এইরূপে যশোর সমাজ প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত হয়। তাহার পর চন্দ্রদ্বীপের ইদিলপুর হইতে আগত মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরনিবাসী দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন কোম্পানীর নিমক মহালের দেওয়ানী করিয়া বিপুল ধনশালী হইয়া উঠিলে, যশোরসমাজে প্রবেশলাভের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি বড় চৌধুরী দলের সকলকে রীতিমত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া সেই দলে প্রবেশলাভ করেন। কিন্তু টাকীর মুন্সীবংশের স্থাপয়িতা রামকান্ত মুন্সীও সে সময়ে অর্থে ও ক্ষমতায় প্রবল ছিলেন। তিনি কৃষ্ণকান্তের যশোর সমাজপ্রবেশে সন্তুষ্ট না হইয়া বড় চৌধুরীদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া নীলকণ্ঠবংশীয় আনন্দচন্দ্র রায়কে হস্তগত ও তাঁহাকে গোষ্ঠী-পতিত্বে বরণ করিয়া টাকীতে আর এক নূতন দলের প্রতিষ্ঠা করেন। রামকান্তের দলে অতি অল্পসংখ্যক লোকই যোগদান করিয়া-ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত সম্ভ্রান্ত কুলীনদিগকে যথোচিত মর্য্যাদা প্রদান

ও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করায় বড় চৌধুরীর দল, তাঁহার নামে খ্যাত হইয়া 'কৃষ্ণকান্তী দল' নাম ধারণ করে, ও রামকান্তের দল 'রামকান্তী' নামে অভিহিত হয়। এইরূপে যশোর সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া তিন নায়েব গোষ্ঠীপতির অধীন হয়। এক্ষণে বসন্তরায়ের সন্তানেরা সাধারণতঃ গোষ্ঠীপতি, এবং এই তিন বংশের সন্তানেরা নায়েব গোষ্ঠীপতি বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। সুতরাং নীলকণ্ঠের সন্তানেরা যে আদি গোষ্ঠীপতি তাহাতে সন্দেহ নাই। পুঁড়ার নায়েব গোষ্ঠীপতিগণ তাঁহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আপনারা স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছেন। পুঁড়ার নায়েব গোষ্ঠীপতি রামভদ্রের বংশেই কৃষ্ণদেবের জন্ম হয়। টাকীর মুন্সীবংশীয় কালীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ ও মথুরানাথের নাম বাঙ্গলার অনেকেই অবগত আছেন।

অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের অর্থ।

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
অন্তরঙ্গতা	৬২	১১	আত্মীয়তা
অন্তাপত্য	২০	১	গর্ভ
অম্লান	৪২	২২	পরিষ্কার
অসাঙ্গত্য	৮	২৪	অসুবিধা
অস্পষ্ট	১২	২০	গুপ্ত
আওয়াস	৬৩	১৫	প্রকোষ্ঠ
আকিঞ্চন	১	১০	ইচ্ছা
আখের	২২	১৬	শেষ
আচানক	১০	২৪	অকস্মাৎ
আঞ্জাম	৩	১৮	নির্ব্বাহ
আঞ্জাম	২৭	১৫	সুবিধা
আদব	২৬	৫	সম্মান
আরজ	৬১	১	আবেদন
আরজদাস্ত	৩	৯	প্রার্থনা
আশরূপি	৫০	২৩	মোহর
আসোয়ার	৫	২৪	অশ্বারোহী
ইনাম	১২	২১	পারিতোষিক
ইনাম একরাম	১২	২১	পারিতোষিক
উত্তরিয়া	১৪	২২	উপস্থিত হইয়া
উষ্মান্বিত	২৫	৯	বিরক্ত, রুষ্ট

উস্থল	১২	৬	যথার্থপ্রাপ্ত
একজাই	২৪	২৩	একসঙ্গে
একবাম	১২	২১	সম্মান
এক্তিয়ার	১৩	১২	অধিকার
এৎলা	৯	৫	নিবেদন
এমাবত	৭	১৪	অট্টালিকা
এলবাস	৬৩	২০	পরিচ্ছদ
ওগএরহ	২৬	২০	প্রভৃতি
ওফাত	২	১৭	মৃত্যু
ওসোয়াসমান	২৪	৪	উদ্বিগ্ন
ওয়াকিফ	১২	৬	জ্ঞাত
কবজ	৫৫	১	অধিকাব
কমরবন্ধি	৫৮	২০	সম্মুখ যুদ্ধ
করার	১২	১১	প্রতিজ্ঞা
কবুল	১৩	২১	স্বীকার
কাকুতি	৫০	১	বিনয়
কাগজাত	১২	৫	কাগজপত্র
কাজিয়া	২	২০	বিবাদ
কাবু	৫৫	৬	আয়ত্ত
কারোয়ান	৩৪	২	দলবদ্ধ ব্যবসায়ী
কাঙ্কালি	৫০	২	দরিদ্র, কাঙ্গালী
কুণ্ঠ	২৯	৮	সঙ্কুচিত
খয়রাত	১৯	২০	বিতরণ
খাতিরজমা	১৩	৪	স্থিরচিত্ত

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
খাতিরদারি	১৩	৬	সসম্মান
খালিসা	২	১১	রাজস্ব বিভাগ
খেতাব	৪	১৭	উপাধি
খেদমত	৬০	১৫	পরিচর্য্যা
খেলাত	৩	৪	রাজসম্মান, পোষাক
গারত	৯	২	নিমজ্জিত
গুলগুলা	১৪	১৬	গুজব
গের্দ্দি	৯	৭	অঞ্চল
গোষ্ঠীপতি	৬৫	১৯	সমাজপতি
ঘরগারি	৮	১৫	গৃহাদি
চবুতরা	২৫	১৬	চাতাল
চাতর	৭	১৫	চত্বর
চিনার	৩৬	১১	চীনদেশীয়
চৌকি	৬	৩	পাহারা
জলজলাট	৩৮	৪	সমারোহময়
ঝাবা	৪৩	১৪	ঝালর
তকসির	৫০	৩	অপরাধ
তক্ত	২	১৬	সিংহাসন
তফসিল	১২	৬	তালিকা
তবকি	৫	২৪	পদাতিক
তরফ	১৫	১৮	পক্ষ
তহফা	২৫	৫	উপঢৌকন
তহসিল	১২	৬	আদায়

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
তত্ত	২১	২১	অনুসন্ধান
তাহুত	২৩	১৯	এলেকা
তাঁই	৮	১২	নিযুক্ত, প্রেরিত
তুম্বুরগায়ক	২১	১	সুগায়ক
তেলাকারি	৪৩	৮	সোনালী কাজ
তোবচিন	৫	২৪	গোলন্দাজ
থানাজাত	৫	১৫	সৈন্যের ছাউনি
দরূপেষ	২৫	৬	পরিচিত
দরোবস্ত	৭	১০	সমস্ত
দুর্ল্লিত	১৫	২২	দুরবস্থা
দেলাসা	১৪	২৩	আদর
দেহড়	১৭	৭	শব্দ
নমুদ	৭	১১	পত্তন
নাকারা	৫৬	২১	জয়ঢক্কা
নায়েব	৪	৭	প্রতিনিধি, সহকারী
নিরাকরণ	১	৩	সিদ্ধান্ত, স্থিরতা
নিরাকরণ	৯	১৫	নিবৃত্তি
নিরামোদ	২২	২০	নিরানন্দ
নেজা	২১	৩	বর্ষা
পচার	৬২	৯	প্রচার
পটী	৬৫	৪	জমী
পট্টাদার	৪৬	৫	জমীদার
পদার্পন	৩	৪	নিযুক্ত

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
পরখাই	৩৮	৪	পরীক্ষা
পসিও	৩৬	২৪	প্রবেশ করিও
পাতি	১৩	৩	পত্র
পাঁচিয়া	৬	২	সজ্জিত করিয়া
পূরিতে	২৫	২২	পূরণ করিতে
পেষকবজ	৫৮	২১	তরবারিবিশেষ
প্রতুল	১১	১১	মঙ্গল
প্রত্যবকার	২৫	১০	প্রতিকার
প্রত্যক্ষ	১৩	১৪	পালন
প্রসঙ্গ	১৮	৬	প্রস্তাব
প্রষ্ঠে	২	৭	পৃষ্ঠে, সঙ্গে
ফরমান	৮	১৪	আজ্ঞাপত্র
ফ্রোক্ত	৩২	১১	বিক্রয়
বজাজ	৩৩	২২	বস্ত্রব্যবসায়ী
বদস্তর	১৩	২০	নিযমমত
বনি (বনা)	২৮	৫	সরঞ্জাম, জিনিষপত্র
বরকন্দাজী	২১	২	বন্দুকক্রীড়া
বরকরারি	১৪	১০	মঙ্গল, সুবিধা
বরাবরি	৯	২২	বাদপ্রতিবাদ
বরাহুত	৪১	২	অনিমন্ত্রিত
বন্দ্রীয়	৩৩	১৫	বন্দরজাত
বাদ	৫৯	৯	মোকর্দ্দমা, বিচার
বাহুড়িলেন	৩	৫	গেলেন

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
বিকিকিনি	৩৩	৪	বেচাকেনা
বিগ্রহ	৫৮	৪	বিপদ
বিঘটিত	২৩	১	বিপদঘটনা
বিচার	৮	৬	সঞ্চয়
বিদ্যাস্ত	১৯	১৩	বিদ্বান
বিপরীত	৬২	১৪	বিরুদ্ধে
বেএক্তিয়ার	১৫	১৩	ধৈর্য্যহীন
বেওয়ারিস	৭	৩	অস্বামিক
বেওরা	৯	৫	ব্যাপার
বেতন্টা	৩০	১৪	বিতণ্ডা, বিবাদ
বেহন্দ	৭	১৪	চত্বর
ব্যাজ	২	১৮	বিলম্ব
ব্যাপক	৪	৯	অধিক
ব্যামহ	১৫	৮	বিঘ্ন
ভাণ্ডারা	১৯	২০	ভাণ্ডার
মকতবখানা	১৯	১০	পারস্যভাষাশিক্ষালয়
মজবুতিতে	৫	১৬	ক্ষমতাবলে
মনছব	১৬	২৩	পদবী
মহাত্রাণ	১৯	১	নিস্কর
মহামারী	১০	২৩	মহাক্রমণ
মহাল	১৩	২২	রাজ্য
মালগুজারী	১৭	১৭	খাজানা
মালখানা	২৮	৯	ধনাগার

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
মুরচাবন্দি	৫	১৬	ব্যূহরচনা
মুহমেল	৬১	৮	পরস্পর সাক্ষাৎ
যাচয়মান	১৬	১৬	প্রার্থী
যেদ্ধ	৫৩	২১	জেদ
রসদ	১০	৪	আহার্য্যাদি
রঞ্জিত	১১	২৩	উপস্থিত
রাজোড়া	২৫	১৩	রাজা
রাহি	৯	১৪	অগ্রসর
রেকতা	৩১	১১	পাকারূপে
রেয়ায়ত	২৮	৩	ছাড়
লওয়াজমা	৬১	৫	সজ্জা
লস্কর	১১	২১	লোক, সৈন্য
শওগাত	৩	২	উপঢৌকন
শক্কাই	৬১	১৪	দৃঢ়
শাত্রবতা	২৫	৮	শত্রুতা
শুলপি	২১	৩	সড়কি
শৈকার	২১	২৩	স্বীকার
শোকিৎ	২৯	৪	শোকাকুল
সমধ্যা	৪০	৪	নির্ব্বাহ
সম্রাটপূর্ব্বক	৩৯	২০	সমারোহপূর্ব্বক
সরবরা	২৭	২১	সংকুলান
সরবসর	৬২	১৬	ক্রমান্বয়ে
সরহর্দ্দ	৮	১৮	সীমা

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
সঙ্গস্থা	১৮	৪	উপায়
সম্ভাষরূপে	১৯	৮	বিশেষরূপে
সরঞ্জাম	৯	১৬	সজ্জা
সাধনা	১৬	২০	প্রার্থনা
সহিলি	৬০	৩	দাসী
সাঙ্গত্য	১০	১৮	সুবিধা
সিক্কা	৫	১৩	মুদ্রা
সুমার	১২	৬	নিকাস
সোর	৯	১০	কোলাহল
স্বসদার	৬২	৪	সতর্ক
হামরা	২৪	২৩	একসঙ্গে
হিসা	৬২	১৫	ভাগ
হেম্মত	২৪	৭	বল

সমালোচনা।

বঙ্গ সাহিত্য-কানন পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাভিনম্রা কবিতা-বল্লরীর দ্বারা সুশোভিত হইয়া বহুযুগ পর্য্যন্ত আনন্দ বিতরণ করিয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র আপনাদিগের হৃদয়-প্রস্রবণনিঃস্থত রসধারাসেচনে যে সকল মনোহারিণী কবিতা-লতাকে রোপিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, আজিও তাহারা গৌরবভরে বঙ্গসাহিত্য-কানন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কবিতা-লতার মনোজ্ঞ কুসুমনিচয় অক্ষুণ্ণভাবে সৌরভ বিতরণ করিত। সে সময়ে সেই সুশোভিত উদ্যানে দুই একটি ক্ষুদ্র কণ্টকাকীর্ণ গদ্য-তরু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। কবিতার দিগন্ত-প্রসারিণী শাখার ছায়াতলে তাহারা নীরবে কালযাপন করিত। সে ছায়া ভেদ করিয়া তাহারা ঊর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হইত না। এই সময়ে রাজা রামমোহনের রোপিত দুই একটী শিশু-তরু বঙ্গ সাহিত্য-কাননে আশ্রয় লাভ করিতে আরম্ভ করে। বাঙ্গালায় মুসল্‌মান রাজত্বের অবসান হইলে ব্রিটিশ-গৌরব-তপন দিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হয়। তাহার কিরণ-লহরী বঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক জগতে আবদ্ধ না থাকিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-কাননেও বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, কবিতা-শাখা-আচ্ছাদিত সাহিত্য-কাননে আলোকমালা প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য-তরুগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া নব নব তরুসাহচর্য্যে তাহাদিগকে এক অভিনব জগতে স্থাপন করিতেছে। বঙ্গ সাহিত্য-কাননে

আলোকবিতরণের জন্ত যে স্থানে ব্রিটিশ-গৌরব-সূর্য্যের কিরণ-লহরী কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

মহীশূর ও মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজনীতি-বিশারদ মার্ক্ ইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব বদ্ধমূল করিবার জন্ত অনেক প্রকার যত্ন অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজস্থাপন অন্যতম। শাসন ও সমর বিভাগের ইংরেজ কর্ম্মচারিগণকে যথারীতি সুশিক্ষিত করিবার জন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।* ইহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহুবিধ ভাষাশিক্ষার সহিত নানা প্রকার শাস্ত্রশিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।† প্রাচ্য ভাষা সমূহের মধ্যে বঙ্গভাষাও স্থান পাইয়া-

* "A College is hereby founded at Fort William in Bengal, for the better instruction of the junior Civil Servants of the Company, in such branches of literature, science, and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices constituted for the administration of the Government of the British possessions in the East Indies." (Minute in Council of the Fort William; by His Excellency the most noble Marquis Wellesley K. P.)

† "Professorships shall be established as soon as may be practicable, and regular course of lectures commenced in the following branches of literature, science, and knowledge :

Arabic,
Persian,
Sanskrit,
Hindoostânee,
Bengalee, } Languages.
Telinga,
Mahratta,
Tamool,
Kunara,

Moohummudan Law,
Hindoo Law,

ছিল। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষাশিক্ষার সহিত প্রাচ্য প্রাচীন ভাষাসমূহ ও প্রতীচ্য প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা এবং দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া যাহাতে ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারিগণ যথারীতি জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, ইহাই মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লির উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ফলবতী না হইলেও যে পরিমাণ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্দ্বারাই রাজকর্ম্মচারিগণ যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষারও নানা প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অন্ততঃ বাঙ্গলা ভাষার যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। লর্ড ওয়েলেস্লি তাঁহার সমগ্র প্রস্তাব কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহারা তৎসমুদায়ের অনুমোদন করেন নাই, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ উঠাইয়া দিবার জন্য আদেশ দেন। পরে তাঁহারা সে আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। কিন্তু

Ethics, civil jurisprudence, and the law of nations.

English Law,

The regulations and laws enacted by the Governor-General in Council, or by the Governors in Council at Fort St. George and Bombay, respectively, for the Civil Government of the British territorries in India.

Political economy, and particularly the commercial institutions and interests of the East India Company, geography and mathematics.

Modern languages of Europe, Greek, Latin and English Classics.

General History and antiquities of Hindoostan and the Dekhan.

Natural history.

Botany, chemistry and astronomy. (Minute in Council &c.)

এই সকল বিষয়ের সমস্ত না হউক অধিকাংশই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পঠিত হইত।

গার্ডেন রিচে ইহার যে বিরাট্ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যাহা হউক, ওয়েলেস্‌লি যাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত জ্ঞান বিতরণ করিয়া ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণকে সুশিক্ষিত করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮০০ অব্দের ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু ১৮ই আগষ্ট হইতে ইহার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়।* বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং যে স্থানে রহিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তথায় অবস্থিত ছিল। † রেভারেণ্ড ডেভিড্ ব্রাউন ইহার প্রভোষ্ট বা অধ্যক্ষ, এবং রেভারেণ্ড ক্লডিয়স বুকানন ইহার ভাইস প্রভোষ্ট বা সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। স্বয়ং গবর্ণর জেনেরাল ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, এবং স্যার্ জর্জ বার্লো, লম্‌সডেন, কোলব্রুক, হ্যারিংটন, এডমনষ্টন প্রভৃতি ইহার তত্ত্বাবধানে ব্রতী হন। অধ্যাপকগণের মধ্যে আমরা স্যার্ জর্জ বার্লো, কোলব্রুক, হ্যারিংটন, গ্ল্যাডউইন্, এডমনষ্টন, গিল্‌ক্রাইষ্ট, ষ্টুয়ার্ট ও রেভারেণ্ড কেরীকে দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে কেরীই বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ‡ তাহার পর আমরা রুবক, উইল্‌সন, মার্শম্যান ও লিডেনের সম্বন্ধও দেখিতে পাই।§ এই সকল অধ্যাপকগণ

* "On the 18th of August 1800, the College of Fort William, which had been virtually in operation since the 4th May, was formally established by a Minute in Council, &c. (Memoirs of Dr. Buchanan. Vol. I. P. 202).

† বিহারীলালের বিদ্যাসাগর দেখ।

‡ Buchanan's College of Fort William.

§ "Let us look at the names connected with its internal administration, whether as members of the council or as actual lecturers on the subject tought. There in a short space of years, we see the learning and piety of Buchanan and Brown; the time-

কেবল অধ্যাপনায় ব্রতী থাকিতেন না, তাঁহারা কলেজের ছাত্রগণের জন্য নানা ভাষায় নানা প্রকার গ্রন্থপ্রণয়নেও ব্যাপৃত ছিলেন। যে সমস্ত ইউরোপীয়গণ প্রাচ্য ভাষার ব্যুৎপত্তির জন্য চিরবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, সেই লম্‌সডেন, রুবক, কোলব্রুক, উইল্‌সন, গিলক্রাইষ্ট, কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি আপনাপন কীর্ত্তিস্তম্ভ দ্বারা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।* এই সমস্ত অধ্যাপকগণের নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মুন্সী ও পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও অধ্যাপনা ও গ্রন্থপ্রণয়নে ক্ষমতা প্রদর্শনের ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গলা ভাষার পণ্ডিতগণ সেই সময়ে বাঙ্গলা গদ্যে পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে রামরাম বসুর রচিত রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রই প্রথম, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

honoured name of Colebrooke ; the indefatigable energy of Gilchrist : the jurisprudence and legal knowledge of Harrington : the oriental scholarship of Gladwin the varied talents of Edmonstone, Carey, Malcolm, and Lumsden.........and the annals of the College of Fort William within the six years of its foundation could point with pride to the now well-remembered name of Leyden." (Calcutta Review Vol V 1847).

* "There we see Lumsden working at his Persian grammer, and Roebuck deep in his dictionary. Colebrooke engaged in the Amarkosha, and Wilson first giving to the world an evidence of his powers as a translator in the poetical version of Meghaduta, since then reprinted and revised : crowds of Munshis and Pundits striving against each other under the careful supervision of the unwearied Gilchrist, and the jointly honoured name of Carey and Marshman extending their literary travels *usque ad Seres et Indos*, the Sanskrit, the Mahratta, the Bengali and the Chinese !" (Calcutta Review, Vol. V.)

এই সমস্ত অধ্যাপক, পণ্ডিত ও মুন্সীগণের নিকট শিক্ষিত এবং ইহার সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষের দ্বারা চালিত হইয়া যুবক ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ কেবল জ্ঞানলাভ মাত্র করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের অনেক পরিমাণে নৈতিক উন্নতিও সাধিত হইয়াছিল।* যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ শাসন ও বিচার বিভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সেই ম্যাগনাটন, বেলী, জেঙ্কিন্স, হটন, প্রিন্সেপ প্রভৃতি এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে উন্নতির সূচনা আরম্ভ করেন। † লর্ড ওয়েলেস্‌লি যে উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি বদ্ধমূল করিবার জন্য তাহার রাজকর্ম্মচারীদিগকে সুশিক্ষিত, জ্ঞানবান্ ও নীতিপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত যুবক রাজকর্ম্মচারীদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। ইংলণ্ডে হালিবরি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গৌরব হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তর্ধান

* "The excitements to exertion in the College of Fort William were of the highest and most effective nature, and its moral, economical, and religious discipline, such as was admirably calculated, to promote all that is virtuous, dignified and useful in civil society". (Memoris of Dr. Buchanan Vol I. P. 208.)

† "Several of those who attained the highest posts in the empire, and many, who, if they did not reach such a proud eminence, yet departed with the esteem of the high and the confidence of the lowly—laid the foundation of future success within the precincts of the College. The wellknown names of Macnaghton, Baylay, Jenkins, Haughton, Prinsep and others, are sufficient to prove the justness of the observation." (Calcutta Review Vol V.)

ঘটে। এক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহার পরীক্ষার্থিগণ এদেশের ভাষা, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি শিক্ষায় সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হন বলিয়া বোধ হয় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ন্যায় কলেজের অন্তর্ধান হওয়া আমরা আমাদের ও রাজকর্ম্মচারিগণের পক্ষে শুভকর বলিয়া মনে করি না। তাৎকালিক রাজ-কর্ম্মচারিগণের সহিত সে সময়ে দেশীয় লোকদিগের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক পরিমাণে অভাব লক্ষিত হয়। যদি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ন্যায় কলেজ এদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে আমরা বোধ হয় সে অভাব অনুভব করিতাম না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কেবল রাজ-কর্ম্মচারিগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় ভাষারও উন্নতি সাধন করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গভাষাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নিকট অধিক পরিমাণে ঋণী। এই স্থান হইতে প্রথমে বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থপ্রণয়নের সূত্রপাত হয়, এবং সেই গদ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রামরাম বসুর রচিত রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রই প্রথম। যদিও বাঙ্গলা গদ্য রচনা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তাঁহার একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রথমে লিখিত হয়, কিন্তু তাহা অমুদ্রিত ও অপ্রচারিত থাকায় জনসাধারণে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যত্নে রামরাম বসু যে রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হইয়া প্রথমে জন-সাধারণের মধ্যে বাঙ্গলা গদ্যগ্রন্থরূপে প্রচারিত হয়। রামরাম বসু মহাশয়ও এই গ্রন্থ রচনায় রাজা রামমোহনের নিকটও ঋণী ছিলেন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। রাজা রামমোহন যে বাঙ্গলা গদ্যের স্রষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার পূর্ব্বে রূপগোস্বামীর কারিকা,

কৃষ্ণদাসের রাগময়ীকণা প্রভৃতি দুই চারি খানি বিক্ষিপ্ত গদ্য পুঁথি থাকিলেও * তাহারা লোকসমাজে তাদৃশ আদৃত হয় নাই। রামমোহন যে গদ্যরচনা আরম্ভ করেন তাহাদের প্রতি প্রথমে লোকের দৃষ্টি নিপতিত হয়। কিন্তু তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্র রামরাম বসু প্রভৃতি প্রথমেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামরাম বসুর রচিত রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রকে বাঙ্গলার প্রথম গদ্য গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা প্রথমে বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান কবিয়া পরে তাঁহার গ্রন্থসম্বন্ধে যথাযথ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রপ্রণেতা রামরাম বসুমহাশয় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নিমতাগ্রামে তাঁহাব বাল্যশিক্ষা শেষ হয়। তিনি বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় ছিলেন। প্রতাপাদিত্যচরিত্র হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বসুমহাশয়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। রেভারেণ্ড কেরী মহোদয় তাঁহার অমুদ্রিত কাগজপত্রে বসুমহাশয় সম্বন্ধে যাহা কিছু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। এই সমস্ত কাগজপত্র শ্রীরামপুরের পাদরী মহাশয়গণের পুস্তকালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। † সেই অমুদ্রিত কাগজপত্রে আমরা বসুমহাশয় সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই। বসুমহাশয় বাল্যকাল হইতে ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতে তিনি

* দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দেখ।

† শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ যত্নে আমরা শ্রীরামপুরের পাদরী মহোদয়গণের নিকট হইতে কেরী সাহেবের লিখিত রামরাম বসুসম্বন্ধীয় অমুদ্রিত কাগজ-পত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

উক্ত দুই ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানও নিতান্ত অপ্রশংসনীয় নহে।* বসুমহাশয়ের এই সকল ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নিকট পরিচিত হন। রাজা রামমোহন তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়সে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে যে বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, † তাহাই পাঠ করিয়া রামরামের বাঙ্গলা গদ্যরচনায় প্রবৃত্তি হয়। বসুমহাশয়ের এই সমস্ত ভাষায় অপরিসীম ব্যুৎপত্তির জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ইহার অন্যতম পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বসুমহাশয় সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষারই অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার ফারসী ভাষার জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। তিনি ফারসী রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন, এই ফারসী রচনাও তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রাজার নিকট হইতে তিনি ফারসী ভাষাও শিক্ষা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইয়া তিনি পঠনোপযোগী বাঙ্গলা গ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। এই সময়ে যুবক রাজকর্ম্মচারিগণের শিক্ষার জন্য

* "Ram Bose before he attained his 16th year became a perfect master of Persian and Arabic. His knowledge of Sanskrit was not less worthy of note." (Carey--Original papers in the care of Scrampoor Missionary Library.)

† কেরীসাহেবের লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, রাজা রামমোহন রায় ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে একেশ্বরবাদগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিজের উক্তি অনুসারে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়সে উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয়। তাহা হইলে কেরীসাহেবের মতে খৃষ্টীয় ১৭৮২ অব্দে রাজার জন্ম হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রাজা ১৭৮০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে একেশ্বরবাদগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা ভাষায় কথোপকথনের উপযোগী দুই একখানি গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামরাম বসু বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই সময়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রণয়ন করেন। রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র লিখিত হইলে তিনি গুরুকল্প রাজা রামমোহন রায়েব নিকট উক্ত পুস্তক লইয়া উপস্থিত হন, এবং তাঁহার দ্বারা স্বীয় গ্রন্থ আনুপূর্ব্বিক সংশোধিত করিয়া লন।* রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র ১৮০১ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়াছিল। † ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থান কালে তিনি লিপিমালা নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন কবিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে তাহা মুদ্রিত হয়। শিক্ষার্থীদিগকে পত্র লিখন শিক্ষা দেওয়ার জন্য লিপিমালা লিখিত হয়। ‡ কলেজের কর্তৃপক্ষগণের সহিত তাঁহার মতপার্থক্য ঘটায় বসু মহাশয় স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। §

এতদ্ব্যতীত কেরী সাহেব তাঁহার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। কেরী সাহেব বলেন যে, যদিও আচার ব্যবহারে তাঁহাকে মধুরস্বভাব ও সরল প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইত, তথাপি কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় করিলে তিনি তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে ক্রটি

* কেরী সাহেব ঘনশ্যাম বসুমহাশয়েব নিকট হইতে উক্ত তথ্য অবগত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের বঙ্গ ভাষায় লিখিত সম্মুখ পৃষ্ঠায় ১৮০১ খৃঃ অব্দই আছে, কিন্তু ইংরেজী সম্মুখ পৃষ্ঠায় ১৮০২ আছে। অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দেই রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।

‡ "Lipimala; or the Bracelet of writing; an original composition in Bengalee prose, in the epistolary form; by Ram Ram Bose Pundit." (Buchanan's College of Fort William)

§ "It was through difference of opinion that led him resign his appointment in the Fort William College." (Carey)

করিতেন না*। বসুমহাশয় স্বীয় জীবনে অনেক বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কেরী সাহেব বলেন যে, তাঁহার এই বদান্যতাশিক্ষাও রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে হইয়াছিল। বসুমহাশয় অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন, বন্ধুবান্ধবসহ তিনি সময়ে সময়ে শিকার করিতে গমন করিতেন। তিনি যথেষ্ট ভোজন করিতেও পারিতেন। তাঁহার একটু পানদোষও ছিল। † তাঁহার ন্যায় রসজ্ঞ ব্যক্তি অল্পই দৃষ্ট হইত। কেরী সাহেব তাঁহার জ্ঞানগরিমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত তিনি কখনও দেখেন নাই। ‡ কেরী ব্যতীত বুকাননের বর্ণনায়ও বসুমহাশয়ের পাণ্ডিত্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়।§ রেভারেণ্ড কেরী মহোদয় বসুমহাশয়ের সম্বন্ধে দুই একটী গল্পেরও উল্লেখ করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় উল্লিখিত হইল না। বসুমহাশয়ের লিখিত দুই একখানি পত্রও কেরীমহোদয়ের কাগজপত্রের সহিত গ্রথিত আছে। কেরী ও রামরাম বসু এক সময়েই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করিতেন, এই জন্য তাঁহার লিখিত বিবরণ বিশ্বাস্য বলিয়াই বোধ

* "He was of a peculiar turn of mind. Though amiable in manners and honest in dealings, he was a rude and unkind Hindoo if anybody did him wrong." (Carey)

† রাজা রামমোহন রায়েরও প্রথম জীবনে একটু পানদোষ ছিল বলিয়া শুনা যায়।

‡ "A more devout scholar like him I did never see." (Carey)

§ "The History of Rajah Pritapadityo, the last Rajah of the island of Saugur; an original work in the Bengalee language, composed from authentic documents, by a *learned native* in College." (Buchanan's College of Fort William.)...

হয়। কেরীর লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বসুমহাশয়ের জীবনে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবিম্ব অল্প বিস্তর স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার প্রকাশ্য ও দৈনন্দিন জীবন রাজা রামমোহনের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। রামমোহনের নিকট তিনি আপনার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি করেন; তাঁহারই নিকট তিনি বাঙ্গলা গদ্যরচনা শিক্ষা করেন; তাঁহারই দৃষ্টান্তে তিনি দানশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই আদর্শে তিনি সৎসাহস অবলম্বন করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পদত্যাগ করিয়াছিলেন। যে মনীষীর অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ আজিও বঙ্গদেশে ও বঙ্গভাষায় সজীব ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, বাঙ্গলার প্রথম গদ্য-ইতিহাসলেখকের জীবন যে তাঁহার আদর্শে চালিত হইয়াছিল, ইহা আনন্দের বিষয়ই বলিতে হইবে। যে কেহ রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহার লৌহময় জীবন যে চুম্বুকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিভাসম্পন্ন লোকের প্রভাবই অদ্ভুত!

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মতপার্থক্য ঘটায় রামরাম বসু-মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন্ অব্দে তিনি পদত্যাগ করেন তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না। রেভারেণ্ড বুকাননের লিখিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামক গ্রন্থ ১৮০৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বসুমহাশয়কে কলেজের অন্যতম পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। * কিন্তু ১৮১৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত টমাস রুবকের লিখিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তকে ১৮১৮ অব্দের বাঙ্গলা পণ্ডিতদিগের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে

* "The History of Rajah Pritapadityo......by a learned native in College."

"Lipimala......by Ram Ram Bose Pundit." (Buchanan)

বসুমহাশয়ের নাম দৃষ্ট হয় না। † সুতরাং ১৮১৮ অব্দের পূর্ব্বে বসুমহাশয় যে পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলীর তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তিনি ১৮০১ খৃঃ অব্দের মে মাসে নিযুক্ত হন। সুতরাং রামরাম বসু মহাশয় যে, তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে। বসুমহাশয়ের দৃষ্টান্তে অপর কেহ কেহও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষার্থীদিগের জন্য গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র প্রভৃতি প্রধান। বসুমহাশয় পদত্যাগ করিলেও তাঁহার গ্রন্থদ্বয় ফোর্ট

† 1818.

Bengalee Department.

HEAD PUNDIT.

রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি	May 1801.

SECOND PUNDIT.

রামজয় তর্কালঙ্কার	July 1816.

PUNDITS.

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	May 1801.
কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত	Sept. 1801.
পদ্মলোচন চূড়ামণি	May 1801.
শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার	Sept. 1801.
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	Nov. 1805.
রামকুমার শিরোমণি	Sept. 1801.
গদাধর তর্কবাগীশ	Nov. 1805.
রামচন্দ্র রায়	March 1803.
নরোত্তম বসু	March 1806.
কালীকুমার রায়	March 1803.

(Roebuck's Annals of the College of Fort William.)

উইলিয়ম কলেজে সমভাবেই অধীত হইত। আমরা বসুমহাশয় সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনার চেষ্টা করিতেছি।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি যে, এই সময় হইতে বাঙ্গলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়। রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক। কিন্তু রামরাম বসুমহাশয় রাজার পূর্ব্বেই সেই পথে প্রকাশ্যভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। যে সময়ে বাঙ্গলা গদ্যরচনার সূচনা হয়, সে সময়ে বাঙ্গালী সাধারণে ফারসী ও আরবী ভাষাকেই আদর্শ মনে করিতেন, এবং ঐ সকল ভাষা শিক্ষার জন্য যত্ন লইতেন। সংস্কৃত শিক্ষা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কেবল যে সাধারণে ফারসী ও আরবী শিক্ষা করিতেন এমন নহে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় বহুল পরিমাণে ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতেন। ছয় শত বৎসর মুসলমান্‌দিগের সংস্পর্শে থাকিয়া জনসাধারণে তাঁহাদের আচার ব্যবহার সম্যক্‌রূপে অনুকরণ না করিলেও রাজভাষার আলোচনায় আপনাদিগের মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অগাধভাণ্ডার সংস্কৃত বা প্রাকৃতের আলোচনা যেন সাধারণের মধ্য হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দেশীয় ভাষার প্রতি তাহাদের অধিকার দিন দিন খর্ব্ব হইয়া ফারসী ও আরবীর আধিপত্য বর্দ্ধিত হইতেছিল। এইরূপে ছয়শত বৎসর অতিক্রান্ত হয়। এই ছয়শত বৎসরের মধ্যে সাধারণ বাঙ্গলা ভাষা ফারসীর ও আরবীর শব্দবাহুল্যে আপনার কলেবর পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। হবিরন্ন পরিত্যাগ করিয়া পলান্নই তাহার প্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য-কাননে তখন যে সমস্ত কবিতালতা শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল, তাহারা সেই দেবভাষার অমৃতক্ষরণে সঞ্জীবিত

হইয়া অপূর্ব্ব সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফারসী ও আরবীর দুই একটি ক্ষুদ্র জলকণা তাহাদের শাখা প্রশাখায় যে নিপতিত হয় নাই এমন নহে, কিন্তু তাহারা যে অমৃতক্ষরণে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, ও সঞ্জীবিত হইয়াছিল, তাহারই পুনঃ পুনঃ সেচনে তাহারা নবকিসলয় ও কুসুমস্তবকে অপূর্ব্ব শোভশালিনী হইয়া উঠে। বঙ্গসাহিত্য-কাননের গদ্যতরু কিন্তু এই অমৃতসেচন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার কমনীয় হস্তে গদ্যতরু প্রথমে বঙ্গসাহিত্য-কাননে আশ্রয় লাভ করিতে আরম্ভ করে, তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাকে অমৃতক্ষরণে সঞ্জীবিত করিতে প্রবৃত্ত হন। রাজা রামমোহন রায়ের রচিত যে সমস্ত গ্রন্থ পরিশেষে মুদ্রিত হয়, তাহাতে আমরা সংস্কৃতবাহুল্যই দেখিতে পাই, কিন্তু বাঙ্গলা গদ্য তখনও ফারসীর আদর্শ ত্যাগ করিতে পারে নাই।

রাজা রামমোহন রায় ফারসী ও আরবীতে বিশেষরূপ দক্ষ ছিলেন, সংস্কৃতেও তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি প্রথমে ফারসী রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে বাঙ্গলা গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই জন্য তাঁহার গদ্য ফারসীর আদর্শ একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি তাহাকে সংস্কৃতশব্দবহুল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল, তাঁহার ছাত্র বসুমহাশয়ের সেরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যদিও কেরী মহোদয় তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি আরবী ও ফারসী যে তাঁহার প্রিয় ছিল ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তাহার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র ফারসী ও আরবী শব্দবাহুল্যে এক বিচিত্র বাঙ্গলা ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। বসুমহাশয় এরূপ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়ন আরম্ভ করিলেন কেন? এই বিষয়ের আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমতঃ তৎকালে সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে অনেক ফারসী ও আরবী

শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল। গদ্য গ্রন্থ বাঙ্গলায় ছিল না। গদ্য রচনা প্রথমে আরম্ভ করিলে সাধারণের ভাষা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য, নতুবা তাহা ক্ষিপ্র-বোধ্য হয় না। দ্বিতীয়তঃ তিনি যাঁহাদিগের জন্য উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহারা সংস্কৃত অপেক্ষা ফারসী ও আরবীতে অধিক অভ্যস্ত ছিলেন, সহজে তাঁহাদের বোধগম্য হওয়ার জন্য বসুমহাশয়কে ফাবসী ও আরবীব শব্দসমূহ প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত অপেক্ষা তাঁহার ফারসী ও আরবীতে বিশেষরূপ পারদর্শিতা থাকায় স্বভাবতঃ তাহাদেরই প্রাধান্য তাঁহার রচনার মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের কথা স্বতন্ত্র, তিনি যেমন ফারসী আরবীতে দক্ষ ছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃতেও তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, তাঁহার আলোচ্য বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্র, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষাব ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিই বিশেষ ভাবে আলোচ্য ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণের জন্য তাঁহার অনুমোদিত শাস্ত্রার্থ প্রচার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে সংস্কৃতবাহুল্যই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি যখন বাঙ্গলা গদ্যেব স্রষ্টা, তখন যাহা হইতে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাব প্রাধান্য বিস্তারে তিনি যে সচেষ্ট হইবেন ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বসুমহাশয়ের গ্রন্থ হইতে আমরা ফারসী ও আরবী শব্দেরই বাহুল্য দেখিতে পাই। নিম্নে রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

"বহুকাল ক্ষেপনের পবে ঠাওরাইল আপন নামে শিক্কা মারে ও বাদসাহি তক্ত গৌড়ে নির্ম্মান করে। তাহার সামিগ্রি নানাবর্ণের প্রস্তর পুঞ্জ ২ আনাইল এবং বহু সামন্ত একত্তর করিল একরাই তিন লক্ষ। আসোয়ার লক্ষার্দ্ধ তবকি তোবচিন ইত্যাদি দেড লক্ষ এই তিন লক্ষ শেনার পতি।"

"সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলে তাহাই সকলের পছন্দ হইল সে স্থানে লোক পাঠাইয়া

প্রয়োবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে স্থানে পুলবান্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এমত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্য স্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরির আরম্ভ হইল সদর মফসল ক্রমে তিন চারি বেহদ্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলগঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর বাগ বাগিচা। এই মতে সে স্থানে অতি শোভান্বিত দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল।"

উদ্ধৃত অংশ দুইটিতে ফারসী ও আরবী শব্দবাহুল্য যে অধিক তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু বসুমহাশয় যেখানে কোন কোন বিষয় আবেগসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন, যে স্থলে আমরা ফারসী আরবীর প্রয়োগ অল্পই দেখিতে পাই, যথা—

"পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গের্দ্দে ছিল সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হইল গৌড়ে চড়াই করিতে ও দাউদের শিরশ্ছেদন করিতে এই মতে সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদম্ভে দম্ভয়-মান হইয়া হুহুঙ্কার হুঙ্কার শব্দ করিয়া সর্জ্জ চারিদিকে নানাপ্রকার শব্দ হইতে লাগিল ধা ২ শব্দে সোর হইতে লাগিল ও তড়াতড়ে বন্দুক জয়ঢাক ইত্যাদি নানাবিধি বাদ্য বাজিতে লাগিল অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণরোধ হওনের গোছ এইরূপে সামন্তেরা সর্জ্জ মান হইয়া মহাদম্ভে গৌড়ে গতি করিল।"

"চতুর্দ্দিগেতে কোকিলেরা সুনাদ করিয়া বুলিতেছে আর আর পক্ষিরা ডালে ডালে বেড়াইতেছে মউর পেকম ধরিতেছে খঞ্জনেরা নৃত্য করে সহস্রাবধি আর আর পক্ষি চারি-দিগে কলধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর উদ্যান।"

বসু মহাশয়ের গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট রূপে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার গ্রন্থে ফারসী ও আরবী শব্দবাহুল্য ছিল, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের শেষ দিকে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি ফারসী ও আরবী অপেক্ষা সংস্কৃত প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

"শুভক্ষণানুসারে যশহর পুরীর সমস্ত রাণীগণেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য

অম্লান বস্ত্র কেহ বা পট্টবস্ত্র কেহ বা কামতাই কেহ বা লক্ষ্মীবিলাস কেহ বা নীলাম্বর নানান প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশবিন্যাস করিয়া বহুবিধি সুগন্ধি আতর পৃভৃতিতে আমোদিতা হইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণে ধূমঘাটের পুরীতে আগমন করিতেছেন।"

"সকলের আগে দ্বিজগণ বেদ উচ্চারণ করি স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। এই মতে প্রফুল্ল মনে গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশ হইলে রাণীরদের আজ্ঞায় সেবকীরা তৈল পান ভক্ষ্য দ্রব্য মিষ্টান্ন পৃভৃতি দ্রব্য গরিব লোকের দিগকে বিতরণ করিতেছে। এই ২ মতে সকলেই আনন্দিত। পুরীর মধ্যে চারিদিগে জয় জয়কার ধ্বনি হইতেছে।"

রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র রচিত হওয়ার পর বসুমহাশয় লিপিমালা রচনা করেন। লিপিমালার অনেক স্থলে ফারসী বা আরবী শব্দের প্রয়োগ আদৌ দৃষ্ট হয় না, তদ্দ্বারা বোধ হয়, বসুমহাশয় রাজা রামমোহনের উপদেশপালনে ক্রমেই সক্ষম হইতেছিলেন। নিম্নে লিপিমালা হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত হইল।

"তোমাদিগের মঙ্গলাদি সমাচার অনেক দিবস পাই নাই, তাহাতেই ভাবিত আছি; সমাচার বিশেষরূপ লিখিবা। চিরকাল হইল তোমার খুল্লতাত গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন হেতু সমাচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।" *

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলা গদ্যকে সংস্কৃত শব্দবাহুল্যে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং রাম রাম বসুমহাশয় তাঁহার নিকট হইতে গদ্য রচনা শিক্ষা করায় ও রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র তাঁহার দ্বারা সংশোধিত করিয়া লওয়ায় গ্রন্থের শেষ ভাগে আমরা ফারসী ও আরবী অপেক্ষা অনেক স্থলে সংস্কৃত শব্দবাহুল্য দেখিতে পাই। তাঁহার লিপিমালায় তিনি উক্ত বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বসুমহাশয় সংস্কৃত অপেক্ষা আরবী ও ফারসীতে অধিকতর পারদর্শী হওয়ায়, একেবারে ঐ সমস্ত ভাষার শব্দপ্রয়োগে নিরস্ত

* বিহারীলালের বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সন্ধান অধ্যায় দেখ।

হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তিনি প্রথমতঃ সাধারণ ভাষা অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। তৎকালে এমন কি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী কথাবার্ত্তায় অনেক ফারসী ও আরবী শব্দ মিশ্রিত হইয়া আছে। বসুমহাশয়ের গ্রন্থ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, তিনি অনেক শব্দের সংস্কৃত প্রয়োগ স্থির করিতে না পারিয়াই তাহাদের স্থানে ফারসী ও আরবী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তখন জনসাধারণে সহজে যে সমস্ত শব্দ বুঝিতে পারিত, তিনি তাহাই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে মস্যাধার অপেক্ষা যত শীঘ্র দোয়াত বুঝিয়া থাকি, লেখনী অপেক্ষা যত শীঘ্র কলম বুঝিয়া থাকি, তাৎকালিক লোকেরা সেইরূপ অশ্বারোহী অপেক্ষা শীঘ্রই সওয়ার বা আসেয়ার বুঝিতে পারিত, অঞ্চল অপেক্ষা গের্দ্দ বুঝিত। এইরূপ ফারসী ও আরবী শব্দবাহুল্যে যে বঙ্গভাষা অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বসুমহাশয়ের নিজের দোষ নহে কালের দোষই বলিতে হইবে। মুসলমানদিগের সহিত বহুকালের সংস্পর্শে বঙ্গভাষা ঐরূপ ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫০ সালের কলিকাতা রিভিউ পত্রে আদিম বঙ্গসাহিত্য আলোচনায় রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"The life of Raja Pratapaditya, "the last King of Sagur", published in 1801, at Serampur, was one of the first works written in Bengali prose. Its style, a kind of Mosaic, half Persian, half Bengali, indicates the pernicious influence which the Mahamadans had exercised over the Sanskrit-derived languages of India." ইহার পর গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও যে দুই চারিটি কথা উক্ত হইয়াছে, আমরা তাহাও উদ্ধৃত করি-

লাম। "Raja Pratapaditya lived in the reign of Akbar at Dhumghat near Kalna in the Sunderbunds; his city, now abondoned to the tiger and wild boar, was then the abode of luxury, and the scene of revelry. Like the Seir Mutakherin, this work throws some light on the phases of native society, and enables us to look behind the curtain." তৎপরে পুস্তকের লিখিত বিবরণের একটি সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করা হইয়াছে। প্রয়োজনাভাবে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

রেভারেণ্ড লং সাহেবও A Descriptive Catalogue of Bengali Works নামক পুস্তিকায় রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রের ভাষাসম্বন্ধে ঐরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন। "The first Prose Work and the first Historical one that appeared, was the *Life of Pratapaditya* the last king of Sagur Island, by Ram Bose, Ser. P., 1801, pp 156. A work the style of which a kind of mosaic shewed how much the unjust ascendency of the Persian language had in that day corrupted the Bengali." বাস্তবিক রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রের ভাষা যে mosaic বা চিত্রবিচিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। লং সাহেব রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রকে বাঙ্গলার প্রথম গদ্য ও প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়াছেন। রামরামের প্রতাপাদিত্যচরিত্রই প্রথমেই পুস্তকাকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা বারম্বার তাহার উল্লেখ করিয়াছি, এবং ইহা যে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থও ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে, তথাপি ইংরেজীতে যাহাকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে, রাজা প্রতাপা-

দিত্যচরিত্র সেই আদর্শেই লিখিত হইয়াছিল। আমরা পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব।

ফারসী, আরবী শব্দ প্রয়োগ ব্যতীত রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রে অনেক সংস্কৃত বা বাঙ্গলা শব্দ নূতন নূতন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই চারিটির উল্লেখ করা যাইতেছে। 'নিরাকরণ' শব্দ আমরা এক স্থলে সিদ্ধান্ত অর্থে ও আর এক স্থলে নিবৃত্তি অর্থে দেখিতে পাই। 'পদার্পন' শব্দে নিযুক্ত 'অম্লান' শব্দে পরিষ্কৃত, 'প্রত্যক্ষ' শব্দে পালন, 'প্রতুল' শব্দে মঙ্গল, 'রঞ্জিত' শব্দে উপস্থিত ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত 'আচানক,' 'পরথাই', 'পসিও', 'বাহুড়িলেন' প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দেরও প্রয়োগ আছে। ফলতঃ তৎকালীন সাধারণ বঙ্গভাষাকে যথাসাধ্য সংস্কৃত করিয়া বসু-মহাশয় স্বীয় গ্রন্থের উপাদানে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যে ভাষায় সে সময়ে কোন আদর্শ গ্রন্থ ছিল না, আপনার চেষ্টায় নূতন গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল, সে সময়ে সাধারণ ভাষাকে অবলম্বন ব্যতীত অন্য কি উপায় থাকিতে পারে? বসুমহাশয় সেই ভাষা অবলম্বন করিয়া তাহাকে যে গ্রন্থের উপযোগী করিয়াছিলেন, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বেই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলা গদ্যের স্রষ্টা হইলেও রামরাম বসুমহাশয় যে বাঙ্গলার প্রথম গদ্য গ্রন্থকার সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান যে অতি উচ্চে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের ভাষা সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম, এক্ষণে ইহার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

গ্রন্থের প্রারম্ভে বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, পারস্য ভাষার কোন কোন গ্রন্থে রাজা প্রতাপাদিত্যের বিবরণ লিখিত আছে, কিন্তু বিস্তৃত ভাবে :

না থাকায় তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের স্বজাতি ও স্বশ্রেণী হইয়া পিতৃ-পিতামহ প্রমুখাৎ তাঁহার বিবরণ যাহা শুনিয়াছেন, তদনুসারে গ্রন্থখানি লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; সুতরাং ইতিহাস ও প্রবাদ এই উভয়ের আলোচনা করিয়াই তিনি রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র লিখিয়াছেন। প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিতে গেলে যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, বসু মহাশয় তাহার ত্রুটি করেন নাই। এইজন্য রেভারেণ্ড বুকানন রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।—"The History of Rajah Pritapadityo the last Rajah of the island of Saugur; an original work in the Bengalee language, composed from authentic documents, by a learned native in College." বসুমহাশয়ের ফারসী ভাষায় অসীম ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি উক্ত ভাষায় লিখিত ইতিহাসাদি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতাপাদিত্যসম্বন্ধীয় বিশ্বস্ত প্রবাদগুলি আলোড়ন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের বিবরণ লিখিয়াছেন। লং সাহেব তাঁহার গ্রন্থকে যে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের প্রথম ভাগে যে যে স্থানে সুলেমান ও দায়ুদের বিবরণ এবং মোগল সেনাপতিগণ কর্তৃক গৌড়বিজয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইতিহাসসম্মত। দুই এক স্থানে ইতিহাসের সহিত সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বিবরণ তিনি যে ফারসী ভাষায় লিখিত ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু গ্রন্থের শেষভাগে যেখান হইতে বসু-মহাশয় প্রতাপাদিত্যের বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার অনেক স্থানেই

তিনি প্রবাদেরই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ রূপে দোষী স্থির করা যায় না। কারণ, সে সমস্ত স্থানের বর্ণিত বিষয়ের প্রকৃত ইতিহাস না থাকায় তাঁহাকে প্রবাদেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিক যুগেও সেই সেই স্থানের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য আজিও স্থির হয় নাই। শত বৎসর পূর্ব্বে বসুমহাশয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া সাধারণের মধ্যে গৃহীত হইতেছে। সুতরাং তজ্জন্য বসুমহাশয়কে দোষ দেওয়া যায় না। আজ পর্য্যন্ত আমরা যখন প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলাম না, তখন সেই প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থরচয়িতাকে আমরা কোন্ সাহসে দোষী স্থির করিতে অগ্রসর হইব ?

যদিও বসুমহাশয় প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ইতিহাস না পাওয়ায় প্রবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি দুই এক বিষয়ে যে প্রবাদ চিরপ্রচলিত ছিল, তিনি তাহারও অনুসরণ করেন নাই, এবং সেই প্রবাদই প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রাজা মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিতেছি। বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে, প্রতাপ মানসিংহের সহিত সন্ধি ও কোন একটি সুন্দরী কন্যাকে স্বীয় কন্যা প্রচার করিয়া মানসিংহের এক পুত্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। কিন্তু ইহা সাধারণ প্রবাদ ও ঐতিহাসিক তথ্য যে, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া লইয়া যান। বসুমহাশয়ের গ্রন্থের পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হইয়া বাঙ্গলার গৃহে গৃহে পঠিত হইত। তাহাতেই লিখিত আছে যে, প্রতাপাদিত্য মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হন। এতদ্ভিন্ন

ঘটক কারিকায়ও উহার উল্লেখ আছে, এবং তাহাই ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া এক্ষণে স্থির হইয়াছে। কিন্তু বসুমহাশয় ঐরূপ প্রবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলিতে পারি না। বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, উজীর ইস্‌লাম খাঁ চিস্তি কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য বন্দী হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হন। কিন্তু ইস্‌লাম খাঁ চিস্তি কখনও উজীর হন নাই, এবং তিনি প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের অনেক পরে বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। এ সমস্ত বিষয় আমরা টিপ্পনীতে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। যদিও ইতিহাসের সহিত শেষভাগে তাঁহার গ্রন্থের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি সেই সমস্ত বিবরণ হইতেও তাঁহার ইতিহাসালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাসের সহিত কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য ঘটিলেও তাঁহার গ্রন্থ যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ তাহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং ইহাই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। যদিও পূর্ব্বে চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি চরিত্র-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা ঐতিহাসিক গ্রন্থ অপেক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থরূপেই চিরপ্রসিদ্ধ। ঐ সকল পুস্তকে ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা ধর্ম্মমতের প্রাধান্যই বিস্তৃত ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ আমাদের পুরাণাদির অনুকরণে লিখিত, সুতরাং তাহাদিগকে প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায় না। তবে সেই সেই গ্রন্থে তাৎকালিক সমাজাদির যে চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহা যে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য ভাষা সমূহে যে প্রণালীতে ইতিহাস বা চরিত-গ্রন্থ লিখিত হয়, রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র সেইরূপ ভাবেই লিখিত হইয়াছিল। এইজন্য লং সাহেব প্রভৃতি ইহাকে বঙ্গভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বসুমহাশয়ও প্রাচ্য প্রথা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ধূমঘাটের পুরী

বর্ণনা প্রভৃতিতে তিনি যথেষ্ট অতিরঞ্জনের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সমস্ত দোষ সত্ত্বেও বসুমহাশয় তাঁহার গ্রন্থকে প্রকৃত ইতিহাস করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তৎকালে রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহার এক অনুবাদ হইয়াছিল।* ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গলা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের সহিত সে অনুবাদও অধীত হইত। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিলে আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে, রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রই বঙ্গভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ, এবং রামরাম বসু মহাশয়ই বাঙ্গলার প্রথম ঐতিহাসিক। প্রথম গদ্য গ্রন্থকার ও প্রথম ঐতিহাসিক হওয়ায় বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার স্থান যে অতি উচ্চে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার গদ্য বা ঐতিহাসিক তথ্য দোষশূন্য না হইতে পারে, তথাপি যিনি সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারময় ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গুহায় ক্ষীণ বর্ত্তিকা হস্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হইলেও সেই ক্ষীণ বর্ত্তিকা যে পরম আদরণীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ ভাষার ঐতিহাসিকগণ বসুমহাশয়কে তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের আর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বার্লিন নগর হইতে প্রকাশিত ডবলিউ, পার্শের সম্পাদিত সংস্কৃত

"MARHATTA LANGUAGE.

History.

'The History of Rajah Pratapaditya translated from original Bengalee by Vaidya Nath Pundit. Serampoor 1816." (Roebucks Annals of the College of Fort William.)

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের টীকায় তিনি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বিবরণ প্রদান করার চেষ্টা করায় তৎসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হন নাই। পার্শমহোদয় বসুমহাশয়ের গ্রন্থের কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দেখিতে পান নাই, তৎকালে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কেবল ১৮৫০ খৃঃ অব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রে উক্ত পুস্তকের যে উল্লেখ দেখিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আপনার টিপ্পনী লিখিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে জর্ম্মানিতে প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর জন কলভিনের অনুরোধে রেভারেণ্ড লং সাহেব বসুমহাশয়ের গ্রন্থ খানিকে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা তাৎকালিক বঙ্গভাষায় পরিণত করিয়া ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে মহারাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রকাশ করেন, উক্ত গ্রন্থ তাঁহার গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তকাবলীর অন্তর্ভূত হয়। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দ তাহার এক দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বসু মহাশয়ের গ্রন্থের সহিত ঐ গ্রন্থও মুদ্রিত হইল। শত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গ ভাষার সহিত অর্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বের ভাষার তুলনা উক্ত দুই গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। বসুমহাশয়ের রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র ও লিপিমালা ব্যতীত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে আরও কয়েকখানি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে তালিকা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রাজীবলোচন কৃত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকৃত রাজাবলি এবং রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের অনূদিত হিতোপদেশ, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের অনূদিত বত্রিশ সিংহাসন, চণ্ডীচরণের অনূদিত তোতা ইতিহাস ও হরপ্রসাদ রায়ের অনূদিত পুরুষ পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন কেরী সাহেবের বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান বঙ্গ ভাষার গোরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের বাসুদেব-চরিত * ও বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লিখিত হয়। †

এইরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে বাঙ্গলা গদ্যরচনার সূত্রপাত ও প্রচার আরব্ধ হয়, এবং সেই সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীও প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষাকে দিন দিন পরিপুষ্ট করিতে আরম্ভ করে। রামমোহন ও রামরাম বসু প্রভৃতি কুঠার কুদ্দাল হস্তে যে পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আজ ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, রজনীকান্ত ও পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের বর্ষিত কুসুমস্তবকে তাহা কোমল ও সুখগম্য হইয়া উঠিয়াছে। আজ বাঙ্গলা সাহিত্য-কাননে ঐ সমস্ত মনীষিগণের রোপিত নবকিসলয় ও কুসুমপুঞ্জশোভিত গদ্যতরুনিকর বহুযুগজাতা কবিতা লতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। শত বৎসরে বঙ্গ সাহিত্য-কানন যেরূপ নবীনশ্রী লাভ করিয়াছে, তাহা জগতের অনেক সাহিত্য-কাননে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সহিত সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ভাষার শিক্ষা প্রচার

* বাসুদেব চরিত কলেজের কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় তাহা পঠিত হয় নাই। (বিহারীলালের বিদ্যাসাগর দেখ)

† এই প্রবন্ধ লেখা শেষ হইলে বসু মহাশয়ের লিপিমালা পুস্তক আমরা দেখিতে পাই, উহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে. বসু মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের উপদেশেই চালিত হইতেন। লিপিমালার প্রথমে যাহা লিখিত হইয়াছে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের ওদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।" পরম ব্রহ্মের কথা যে রাজা রামমোহন হইতে এদেশে প্রচারিত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। ১২০৮ সালের ভাদ্র মাসে লিপিমালা লিখিত হয়, তৎসম্বন্ধে বসু মহাশয়ের উক্তি এই—

"শতাদিত্য বসু বর্ষ পশু শ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।—"

লিপিমালাতে পত্র লিখনচ্ছলে অনেক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

১৪

হওয়ায় বঙ্গভাষার এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা এক্ষণে বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। যদিও অনেক আবর্জ্জনা তাহার অঙ্গে পতিত হইতেছে, তথাপি তাহা যে স্রোতোবলে অদৃশ্য হইয়া যাইবে ইহা আমাদের বিশ্বাস আছে। অনন্তকাল ধরিয়া অবিরাম গতিতে বঙ্গভাষা-স্রোতোস্বিনী প্রবাহিত হউক ইহাই যেন আমাদের হৃদয়ের একমাত্র ইচ্ছা হয়।